বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি | এইচএসসি এমসিকিউ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতিতে গৃহশিক্ষকের বিকল্প

আসপেক্ট বাংলা

এমসিকিউ ও লিখিত সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির অভিনব সহায়িকা

সার্ভে টেবিল	একটি অধ্যায়ের কী পড়বো তা শুরুতেই সিদ্ধান্ত নিতে [MAGNETIC DECISION] সার্ভে টেবিল সংযোজন
শর্টকার্ট ট্রিক্স	শর্টকার্ট ট্রিক্স, সহজ ছন্দ-সূত্র ও সাবলীল ভাষায় টপিক্স উপস্থাপন
প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত সাজেশন	বিগত বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণের আলোকে টপিকস ভিত্তিক চূড়ান্ত সাজেশন
প্রশ্ন কমন	শতভাগ নয়, সর্বোচ্চ কমনের নিশ্চয়তা
পোস্টমোর্টেম	রিসেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের পোস্ট মোর্টেম বিশ্লেষণ যার মাধ্যমে সাম্প্রতিক প্রশ্নের প্যাটার্ন জানা যায়।
গদ্য ও পদ্যের ব্যাখ্যা	গদ্য ও কবিতার প্রতিটি লাইনের সহজ-সাবলীল ব্যাখ্যা
NCTB QUESTION	নবম-দশম বোর্ড ব্যাকরণ ও এইচএসসি সাহিত্য পাঠ বইয়ের অনুশীলনীর সকল প্রশ্নসমূহের সঠিক সমাধান সংযোজন
লিখিত ও MCQ	লিখিত ও MCQ এর সুদৃঢ় প্রস্তুতির জন্য কনসেপ্ট অনুযায়ী পর্যাপ্ত মানসম্মত লিখিত ও MCQ প্রাক্টিস সংযোজন।
অনুশীলন	STANDARD QUESTIONS এর মাধ্যমে নিজেকে যাচাই করার জন্য প্রতিটি অধ্যায় শেষে অনুশীলন পর্ব উপস্থাপন
মডেল টেস্ট	চূড়ান্ত প্রস্তুতির লক্ষ্যে চূড়ান্ত মডেল টেস্ট উপস্থাপন

সর্বোপরি, গৃহশিক্ষকের বিকল্প একমাত্র বই

পথচলার ১৫তম বছরে

লিখিত-MCQ যেমনই হোক এডমিশন টেস্ট আসপেক্ট বাংলা ইজ দ্য বেস্ট

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

যেমনই হোক এডমিশন টেস্ট 'আসপেক্ট বাংলা' ইজ দ্য বেস্ট

১ম এর পরামর্শ

বাংলা'র গুরুত্ব ও প্রস্তুতি

নাহনুল কবীর নোয়েল
ঢাবি 'খ' ১ম
সেশন: ২০২১-২২

'ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'খ' ইউনিটে বাংলায় এমসিকিউ ১৫ নম্বর ও লিখিত পরীক্ষায় ২০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশ্ন আসে। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় মূলত তিনটি অংশ থেকে প্রশ্ন থাকে। বাংলা ১ম পত্র বা সাহিত্য, বাংলা ২য় পত্র বা ব্যাকরণ এবং বিরচন পাঠ বা মুখস্থ পাঠ।

- বাংলা ১ম পত্রের জন্য প্রতিটি গদ্য পদ্য লাইন বাই লাইন ব্যাখ্যাসহ পড়তে হবে।
- বাংলা ২য় পত্র বা ব্যাকরণের জন্য নবম-দশম শ্রেণির নতুন ও পুরাতন ব্যাকরণ বই সমন্বয় করে পড়তে হবে।
- বিরচন বা মুখস্থ পাঠের জন্য আলোচনার পাশাপাশি বিগত বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি, বিসিএসসহ প্রচুর প্রশ্ন অনুশীলন করতে হবে।
- লিখিত'র জন্য বিগত প্রশ্নের আলোকে অনুশীলন করতে হবে।
- 'আসপেক্ট বাংলা' বইয়ে খুব সহজভাবে প্রতিটি গদ্য পদ্য লাইন বাই লাইন ব্যাখ্যা, নবম-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণের পরিবর্তিত তথ্য ও বিরচন অংশে প্রচুর বিগত প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে। আশা করি, আসপেক্ট বাংলা বইটি তোমার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির বাংলার প্রস্তুতিতে গৃহ শিক্ষকের মতো কাজ করবে। তোমাদের জন্য শুভ কামনা রইলো।

গুচ্ছ ১ম

দিগন্ত বিশ্বাস
জাতীয় মেধায় ১ম (গুচ্ছ মানবিক: ২০২১-২২)

আমি দিগন্ত বিশ্বাস, ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় 'খ' ইউনিটে (মানবিক) ১ম স্থান অর্জন করেছি। উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষ থেকেই আমি একটু একটু করে প্রস্তুতি নিতে থাকি এবং সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রাখি। যার ফলে আমি এই সাফল্য অর্জন করেছি। মূলবইয়ের পাশাপাশি তোমরা "আসপেক্ট বাংলা" বইটি ফলো করতে পারো। এই বইয়ে প্রদত্ত শর্ট টেকনিকগুলো তোমাদের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাই আমি মনে করি আসপেক্ট সিরিজের বাংলা, ইংলিশ ও সাধারণ জ্ঞান বেসিক বইগুলো তোমাদের প্রস্তুতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমি তোমাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

Join Group : ASPECT-Admission Solution
Facebook Page : Aspect Series-আসপেক্ট সিরিজ
Scan Me Facebook Page

প্রশ্ন কমনের ডাটা

২০২২-২৩ সেশনে আসপেক্ট বাংলা বই থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন কমনের বিরল রেকর্ড

প্রমাণ দেখতে আসপেক্ট বাংলা সংস্করণ: জানুয়ারি-২০২৩ এর পৃষ্ঠা নম্বর মিলাতে হবে।

ইউনিট	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
A ইউনিট (বিজ্ঞান)	১৫ টির মধ্যে ১৪ টি কমন
B ইউনিট (মানবিক)	১৫ টির মধ্যে ১৪ টি কমন
C ইউনিট (বাণিজ্য)	১২ টির মধ্যে ১১ টি কমন
চ ইউনিট (চারুকলা)	১৪ টির মধ্যে ১১ টি কমন

ইউনিট	গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
A ইউনিট (বিজ্ঞান)	২৫ টির মধ্যে ১৮ টি কমন
B ইউনিট (মানবিক)	৩৫ টির মধ্যে ৩১ টি কমন
C ইউনিট (বাণিজ্য)	১৫ টির মধ্যে ১৩ টি কমন

ইউনিট	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
B ইউনিট (শিফট: ০৩)	২৫ টির মধ্যে ২০ টি কমন
B ইউনিট (শিফট: ০৪)	২৫ টির মধ্যে ১৬ টি কমন
C ইউনিট (শিফট: ০৫)	১৫ টির মধ্যে ১৩ টি কমন
C ইউনিট (শিফট: ০৬)	১৫ টির মধ্যে ১৩ টি কমন

ইউনিট	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
A ইউনিট (শিফট: ০১)	২৮ টির মধ্যে ২৪ টি কমন
A ইউনিট (শিফট: ০২)	২৮ টির মধ্যে ২৩ টি কমন
A ইউনিট (শিফট: ০৩)	২৮ টির মধ্যে ২৫ টি কমন
A ইউনিট (শিফট: ০৪)	২৮ টির মধ্যে ২৪ টি কমন
B ইউনিট (শিফট: ০১)	১২ টির মধ্যে ১০ টি কমন
B ইউনিট (শিফট: ০২)	২৪ টির মধ্যে ২২ টি কমন
C ইউনিট (শিফট: ০৫)	২৫ টির মধ্যে ২২ টি কমন

ইউনিট	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
বিজ্ঞান ইউনিট (শিফট: ০১)	১০ টির মধ্যে ৯ টি কমন
বিজ্ঞান ইউনিট (শিফট: ০২)	১০ টির মধ্যে ৯ টি কমন
বিজ্ঞান ইউনিট (শিফট: ০৩)	১০ টির মধ্যে ৯ টি কমন
বিজ্ঞান ইউনিট (শিফট: ০৪)	১০ টির মধ্যে ৮ টি কমন
মানবিক ইউনিট (শিফট: ০১)	৩০ টির মধ্যে ২৫ টি কমন
মানবিক ইউনিট (শিফট: ০২)	২৯ টির মধ্যে ২৬ টি কমন
মানবিক ইউনিট (শিফট: ০৩)	৩০ টির মধ্যে ২৬ টি কমন
D ইউনিট (শিফট: ০১)	৩০ টির মধ্যে ২৫ টি কমন
D ইউনিট (শিফট: ০২)	৩০ টির মধ্যে ২৫ টি কমন
D ইউনিট (শিফট: ০৩)	৩০ টির মধ্যে ২৫ টি কমন
D1 উপ-ইউনিট	৩৫ টির মধ্যে ৩২ টি কমন

নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩	
বিএসসি ইন নার্সিং	১৮ টির মধ্যে ১৬ টি কমন
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি	২৩ টির মধ্যে ১৭ টি কমন
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং	২৩ টির মধ্যে ২২ টি কমন

Bangladesh University of Professionals (BUP)	
FSSS ইউনিট	২০ টির মধ্যে ২০ টি কমন
FASS ইউনিট	২০ টির মধ্যে ১৭ টি কমন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট
৩৫ টির মধ্যে ৩৩ টি কমন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ)	
A ইউনিট (বিজ্ঞান শাখা)	২৫ টির মধ্যে ২৩ টি কমন
B ইউনিট (মানবিক শাখা)	২৫ টির মধ্যে ২২ টি কমন
C ইউনিট (বাণিজ্য শাখা)	২০ টির মধ্যে ১৮ টি কমন

HSC বোর্ড পরীক্ষা ২০২৩-এ আসপেক্ট বাংলা বই থেকে কমনসমূহ

কমনগুলো দেখানো হয়েছে আসপেক্ট বাংলা সংস্করণ:জানুয়ারি ২০২৩ থেকে

ঢাকা বোর্ড	৩০ টির মধ্যে ২৮টি কমন	বরিশাল বোর্ড	৩০ টির মধ্যে ২৮ টি কমন
রাজশাহী বোর্ড	৩০ টির মধ্যে ২৮টি কমন	যশোর বোর্ড	৩০ টির মধ্যে ২৭ টি কমন
কুমিল্লা বোর্ড	৩০ টির মধ্যে ২৭ টি কমন	দিনাজপুর বোর্ড	৩০ টির মধ্যে ২৮ টি কমন
সিলেট বোর্ড	৩০ টির মধ্যে ২৭ টি কমন	ময়মনসিংহ বোর্ড	৩০ টির মধ্যে ২৭ টি কমন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ২০২২-২৩
এবং **HSC**বোর্ড পরীক্ষা ২০২৩ এর প্রশ্নোত্তর
দেখতে স্ক্যান করুন:

পথচলার ১৫ বছরের ধারাবাহিকতায় আসপেক্ট সিরিজ হোক তোমার সাফল্যের হাতিয়ার

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভর্তি পরীক্ষায় বাংলার গুরুত্ব	০১-০১
বাংলা প্রশ্নবিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত সাজেশন (সকল বিশ্ববিদ্যালয়)	০২-০৬
২০২২-২৩ সেশনের ঢাবি'র বাংলা (ক, খ ও গ ইউনিট) প্রশ্নের পোস্টমর্টেম	০৭-২১
২০২২-২৩ সেশনের জাবি, রাবি, চবি ও গুচ্ছ'র বাংলা প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	২২-৩০
আসপেক্ট বাংলার সুপার টেকনিক পার্ট	৩১-৩৭

বাংলা ১ম পত্র (সাহিত্য অংশ)

ক্রম	গদ্যাংশ: ১ম খণ্ড সংক্ষিপ্ত সিলেবাস- ২০২৩ অনুসারে	পৃষ্ঠা
০১.	আমার পথ	৩৯-৫২
০২.	বিলাসী	৫৩-৭১
০৩.	অপরিচিতা	৭২-৯৬
০৪.	মানব কল্যাণ	৯৭-১০৬
০৫.	মাসি-পিসি	১০৭-১১৮
০৬.	বায়ান্নর দিনগুলো	১১৯-১৩২
০৭.	রেইনকোট	১৩৩-১৪৬
	গদ্যাংশ: ২য় খণ্ড- পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের বাকি অংশ	
০৮.	বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	১৪৭-১৫৪
০৯.	গৃহ	১৫৫-১৬৩
১০.	আহ্বান	১৬৪-১৭২
১১.	মহাজাগতিক কিউরেটর	১৭৩-১৭৯
১২.	নেকলেস	১৮০-১৮৯
	পদ্যাংশ: ১ম খণ্ড সংক্ষিপ্ত সিলেবাস- ২০২৩ অনুসারে	
১৩.	সোনার তরী	১৯১-২০২
১৪.	বিদ্রোহী	২০৩-২১৩
১৫.	প্রতিদান	২১৪-২২২
১৬.	তাহারেই পড়ে মনে	২২৩-২৩৩
১৭.	আঠারো বছর বয়স	২৩৪-২৪৪
১৮.	ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	২৪৫-২৫৪
১৯.	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	২৫৫-২৬৪

	পদ্যাংশ: ২য় খণ্ড- পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের বাকি অংশ	
২০.	বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	২৬৫-২৭৯
২১.	সুচেতনা	২৮০-২৮৭
২২.	পদ্মা	২৮৮-২৯৪
২৩.	নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	২৯৫-৩০২
২৪.	ছবি	৩০৩-৩০৯
	বাংলা সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক): সংক্ষিপ্ত সিলেবাস-২০২৩ অনুসারে	
২৫.	লালসালু	৩১০-৩২১
২৬.	সিরাজউদ্দৌলা	৩২২-৩৩৪
	বাংলা সাহিত্যের সিলেবাস বহির্ভূত বিষয় (জাবি, চবি ও রাবির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ)	
★	বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ	৩৩৫
★	প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ)	৩৩৫
★	মধ্য যুগ (১২০১-১৮০০)	৩৩৭
★	আধুনিক যুগ	৩৪০
★	বিখ্যাত পত্র-পত্রিকা, প্রকাশকাল ও সম্পাদক	৩৪১
★	কবি-সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম ও উপাধি	৩৪২
★	বাংলা সাহিত্যের উৎসর্গকৃত সাহিত্যকর্ম	৩৪৪
★	বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সাহিত্য শিল্পের জনক	৩৪৫
★	ভাষা আন্দোলন বিষয়ক সাহিত্য	৩৪৫
★	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাহিত্য ও অন্যান্য	৩৪৬
★	বাংলা সাহিত্যকর্মে নামের সাদৃশ্য	৩৫০
★	বিভিন্ন সাহিত্যিকদের উক্তি	৩৫২
★	বিখ্যাত বাংলা গানের গীতিকার ও সুরকার	৩৫৫

বাংলা সাহিত্য (সিলেবাসের বাড়তি অংশ- সিলেবাসে নেই কিন্তু প্রশ্ন আসে)

** বিগত বিসিএস প্রিলি. পরীক্ষার সাহিত্য প্রশ্ন সমাধান ৩৫৭-৩৬৬

সাফল্যের ১ যুগ পেরিয়ে আসপেক্ট সিরিজ শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে

Academic & Admission
শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

বাংলা ২য় পত্র (ব্যাকরণ অংশ)

ক্রম	ব্যাকরণ: ১ম খণ্ড- সংক্ষিপ্ত সিলেবাস-২০২৩ অনুসারে	পৃষ্ঠা
০১.	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	৩৬৮-৩৭৫
০২.	বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দ শুদ্ধিকরণ	৩৭৬-৩৯০
০৩.	বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)	৩৯১-৪০৮
০৪.	বাংলা শব্দ গঠন (উপসর্গ)	৪০৯-৪২১
০৫.	বাংলা শব্দ গঠন (সমাস)	৪২২-৪৪১
০৬.	বাক্যতত্ত্ব	৪৪২-৪৫৩
০৭.	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	৪৫৪-৪৫৭
০৮.	পারিভাষিক শব্দ	৪৫৮-৪৬৭
০৯.	অনুবাদ	৪৬৮-৪৭৮
১০.	ভাব-সম্প্রসারণ	৪৭৯-৪৮০
১১.	সারাংশ ও সারমর্ম	৪৮১-৪৮২
১২.	পত্র লিখন	৪৮৩-৪৮৫
	ব্যাকরণ ২য় খণ্ড-পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের বাকি অংশ	
১৩.	বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়	৪৮৬-৪৮৮
১৪.	বাংলা ভাষারীতি ও বাংলা ভাষার বিভাজন	৪৮৯-৪৯৬
১৫.	বাংলা ভাষার উদ্ভব	৪৯৭-৪৯৮
	ধ্বনিতত্ত্ব	
১৬.	ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ	৪৯৯-৫০৮
১৭.	ধ্বনির পরিবর্তন	৫০৯-৫১৩
১৮.	ণত্ব ও ষত্ব বিধান	৫১৪-৫১৭
১৯.	সন্ধি	৫১৮-৫৩১
	শব্দতত্ত্ব	
২০.	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	৫৩২-৫৪২
২১.	শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৫৪৩-৫৫০
২২.	পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	৫৫১-৫৫৪
২৩.	দ্বিরুক্ত শব্দ	৫৫৫-৫৫৯
	শব্দতত্ত্ব	
২৪.	সংখ্যাবাচক শব্দ	৫৬০-৫৬২
২৫.	বচন	৫৬৩-৫৬৫
২৬.	পদাশ্রিত নির্দেশক	৫৬৫-৫৬৭
২৭.	অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ	৫৬৮-৫৭০
২৮.	ধাতু	৫৭১-৫৭৩
২৯.	কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ	৫৭৪-৫৭৯
৩০.	বাংলা অনুজ্ঞা	৫৮০-৫৮১
	বাক্যতত্ত্ব	
৩১.	কারক ও বিভক্তি	৫৮২-৫৯২
৩২.	উক্তি ও উক্তি পরিবর্তন	৫৯৩-৫৯৪
৩৩.	বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন	৫৯৫-৫৯৭
৩৪.	যতি বা ছেদচিহ্ন	৫৯৮-৬০১
	অর্থতত্ত্ব	
৩৫.	সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ	৬০২-৬১২
৩৬.	বিপরীতার্থক শব্দ	৬১৩-৬১৬
৩৭.	বাগ্‌ধারা	৬১৭-৬৩০
	নির্মিতি	
৩৮.	বাক্য সংক্ষেপণ বা বাক্য সংকোচন	৬৩১-৬৪৯
৩৯.	প্রবাদ-প্রবচন	৬৫০-৬৫৪
৪০.	সমোচ্চারিত শব্দ ও প্রায় ভিন্নার্থক শব্দ	৬৫৫-৬৫৮
	বিবিধ	
৪১.	ছন্দ ও অলংকার	৬৫৯-৬৬২
৪২.	অভিধানের বর্ণানুক্রম	৬৬৩-৬৬৪

বাংলা ব্যাকরণ (সিলেবাসের বাড়তি অংশ)

- বিগত বিসিএস প্রিলি. পরীক্ষার ব্যাকরণ প্রশ্ন সমাধান. ৬৬৫-৬৭৬
- বাংলা লিখিত অংশ ৬৭৭-৭৩১
- প্রশ্নব্যাংক (বিগত সালের ফ্রেস প্রশ্ন ও সমাধান ২০২২-২৩) ৭৩২-৭৩৯

ভর্তি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ
প্রস্তুতির জন্য ভিজিট করো
ভর্তির গাইডলাইন
ভর্তির তথ্যকণিকা
SCAN ME
বইয়ের কনটেন্ট ও প্রাপ্তিস্থান

আসপেক্ট সিরিজের
লেখকবৃন্দের ফ্রি-ক্লাস পেতে জয়েন কর
Page : facebook.com/Aspectadmission
Group : facebook.com/groups/aspectseries

শিক্ষা বিষয়ক
যেকোন আপডেট পেতে
Our Online News Portal
এডুনিউজবিডি .COM
শিক্ষার সাথে সবসময়

সফলতার ১৫তম বছরেও আসপেক্ট সিরিজ শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

বাংলা কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় কোথায় কত নম্বর

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ও এইচএসসি পরীক্ষায় বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। প্রায় সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাতেই বাংলা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশ্ন থাকে। তাছাড়া ঢাবি খ ও গ-ইউনিটের পাশাপাশি ক-ইউনিট এবং গুচ্ছ বিজ্ঞান ইউনিটেও বাংলা থেকে প্রশ্ন থাকে। তাই সবার আগে জানতে হবে বাংলা বিষয়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ইউনিটে কত নম্বর বরাদ্দ থাকে।

প্রসঙ্গ ০১ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রমিক	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ইউনিট	পরীক্ষা পদ্ধতি	মোট নম্বর	বাংলার নম্বর	উত্তর করার ধরন
০১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	A	এমসিকিউ + লিখিত	১০০	১৫+১০	ঐচ্ছিক
		B	এমসিকিউ + লিখিত	১০০	১৫+২০	আবশ্যিক
		C	এমসিকিউ + লিখিত	১০০	১২+০৮	আবশ্যিক
০২	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	A	এমসিকিউ	৮০	০৩	আবশ্যিক
		B	এমসিকিউ	৮০	২৫	আবশ্যিক
		C	এমসিকিউ	৮০	১৫	আবশ্যিক
		D	এমসিকিউ	৮০	০৪	আবশ্যিক
		E	এমসিকিউ	৮০	১৫	আবশ্যিক
০৩	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	A	এমসিকিউ	৮০	৩৫	আবশ্যিক
		B	এমসিকিউ	১০০	১০	আবশ্যিক
০৪	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	A	এমসিকিউ	১০০	১০	আবশ্যিক
		B	এমসিকিউ	১০০	৩০	ঐচ্ছিক
		D	এমসিকিউ	১০০	৩০	ঐচ্ছিক
০৫	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্	FASS	এমসিকিউ	১০০	২০	আবশ্যিক
		FSSS	এমসিকিউ	১০০	২০	আবশ্যিক
০৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়	FMGP	এমসিকিউ + লিখিত	১০০	১৫ + ১০	আবশ্যিক
০৭	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ	A	এমসিকিউ	১০০	২৫	আবশ্যিক
		B	এমসিকিউ	১০০	২৫	আবশ্যিক
		C	এমসিকিউ	১০০	২০	আবশ্যিক
০৮	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট		এমসিকিউ	১০০	২৫	আবশ্যিক

প্রসঙ্গ ০২ গুচ্ছ (GST) বিশ্ববিদ্যালয়

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	A	এমসিকিউ	১০০	২৫	ঐচ্ছিক
	B	এমসিকিউ	১০০	৩৫	আবশ্যিক
	C	এমসিকিউ	১০০	১৫	আবশ্যিক

প্রসঙ্গ ০৩ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি

বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স	এমসিকিউ	১০০	২০	আবশ্যিক
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ভর্তি পরীক্ষা	এমসিকিউ	১০০	২০	আবশ্যিক

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

বাংলা কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় কোথায় কত নম্বর

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ও এইচএসসি পরীক্ষায় বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। প্রায় সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাতেই বাংলা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশ্ন থাকে। তাছাড়া ঢাবি খ ও গ-ইউনিটের পাশাপাশি ক-ইউনিট এবং গুচ্ছ বিজ্ঞান ইউনিটেও বাংলা থেকে প্রশ্ন থাকে। তাই সবার আগে জানতে হবে বাংলা বিষয়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ইউনিটে কত নম্বর বরাদ্দ থাকে।

প্রসঙ্গ ০১ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রমিক	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ইউনিট	পরীক্ষা পদ্ধতি	মোট নম্বর	বাংলার নম্বর	উত্তর করার ধরন
০১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	A	এমসিকিউ + লিখিত	১০০	১৫+১০	ঐচ্ছিক
		B	এমসিকিউ + লিখিত	১০০	১৫+২০	আবশ্যিক
		C	এমসিকিউ + লিখিত	১০০	১২+০৮	আবশ্যিক
০২	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	A	এমসিকিউ	৮০	০৩	আবশ্যিক
		B	এমসিকিউ	৮০	২৫	আবশ্যিক
		C	এমসিকিউ	৮০	১৫	আবশ্যিক
		D	এমসিকিউ	৮০	০৪	আবশ্যিক
		E	এমসিকিউ	৮০	১৫	আবশ্যিক
০৩	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	A	এমসিকিউ	৮০	৩৫	আবশ্যিক
		B	এমসিকিউ	১০০	১০	আবশ্যিক
০৪	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	A	এমসিকিউ	১০০	১০	আবশ্যিক
		B	এমসিকিউ	১০০	৩০	ঐচ্ছিক
		D	এমসিকিউ	১০০	৩০	ঐচ্ছিক
০৫	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্	FASS	এমসিকিউ	১০০	২০	আবশ্যিক
		FSSS	এমসিকিউ	১০০	২০	আবশ্যিক
০৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়	FMGP	এমসিকিউ + লিখিত	১০০	১৫ + ১০	আবশ্যিক
০৭	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ	A	এমসিকিউ	১০০	২৫	আবশ্যিক
		B	এমসিকিউ	১০০	২৫	আবশ্যিক
		C	এমসিকিউ	১০০	২০	আবশ্যিক
০৮	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট		এমসিকিউ	১০০	২৫	আবশ্যিক

প্রসঙ্গ ০২ গুচ্ছ (GST) বিশ্ববিদ্যালয়

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	A	এমসিকিউ	১০০	২৫	ঐচ্ছিক
	B	এমসিকিউ	১০০	৩৫	আবশ্যিক
	C	এমসিকিউ	১০০	১৫	আবশ্যিক

প্রসঙ্গ ০৩ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি

বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স	এমসিকিউ	১০০	২০	আবশ্যিক
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ভর্তি পরীক্ষা	এমসিকিউ	১০০	২০	আবশ্যিক

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[বিগত ৭ সালের (২০১৬-২০২৩) প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত সাজেশন]

মান: খ-১৫

	সেশন	২০২২-২৩	২০২১-২২		২০২০-২১		২০১৯-২০		২০১৮-১৯		২০১৭-১৮		২০১৬-১৭	
	ইউনিট	খ	খ	ঘ	খ	ঘ	খ	ঘ	খ	ঘ	খ	ঘ	খ	ঘ
ব্যাকরণ অংশ	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	-	১	-	-		১		১	১	১	১	-	-
	বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দশুদ্ধিকরণ	১	১	-	-	১	-	১	১	১	১	১	-	-
	বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)	-	১	১	-		-	১	২	১	-	১	১	২
	বাংলা শব্দ গঠন (উপসর্গ)	-	-	-	-	২	-	১	-	২	-	-	১	২
	বাংলা শব্দ গঠন (সমাস)	১	-	-	-	-	১	-	১	-	২	১	-	১
	বাক্য প্রকরণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	১	-	১
	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধপ্রয়োগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২	১	-	১
	বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়	-	-	-	-	-	-	-	১		-	-	-	-
	ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ	১	১	১	-	১	-	-	১	১	-	১	-	-
	যুক্তবর্ণ	-	-	-	-		-	-	১	১	১	-	-	-
	ধ্বনি পরিবর্তন	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-	-
	ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান	-	-	১	-	-	-		-		-	১	১	-
	শব্দ	১	-	১	১	-	-	১	১	১	-	১	১	-
	প্রত্যয়	-	-	-	-	-	-	১	-		১	১	-	-
	সন্ধি	-	-	-	১	১	১	-	-	১	১	-	-	১
	পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	সংখ্যাবাচক শব্দ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	দ্বিরুক্ত শব্দ	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	বচন	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-	১	১
	পদাশ্রিত নির্দেশক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ধাতু ও ধাতুর প্রকারভেদ	-	-	১	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-
	ক্রিয়ার কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-
	বাংলা অনুজ্ঞা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	বাচ্য	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-
	গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও তার অর্থ	-	-	২	-	-	১	১	১	১	-	১	৩	-
	ছন্দ ও অলঙ্কার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
	যতি/বিরামচিহ্ন	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	কারক ও বিভক্তি	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-	১
	অভিধানের বর্ণানুক্রম	১	-	-	১	-	-	-	-	-	-	১	-	
মুখস্থ পাঠ	বিপরীত শব্দ	-	-	১	-	-	-	-	১	-	-	-	-	১
	সমার্থক শব্দ	১	-	-	১		১	১	-	-	-	১	-	-
	পারিভাষিক শব্দ	১	১	-	-	-	-	১	-	১	১	-	১	-
	বাগধারা	১	-	১	-	-	-	২	-	-	-	-	-	২
	প্রবাদ-প্রবচন	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	এক কথায় প্রকাশ	১	-	১	১	১	১	১	১	-	১	১	৪	১
	একই শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	অনুবাদ	-	-	১	১	১	-	১	-	-	-	১	-	১
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস														
•	মধ্যযুগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	১	-	-
•	আধুনিক যুগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
•	গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বাংলা সাহিত্য পাঠ														
•	গদ্যাংশ	১	৩	৩	৪	২	৪	২	৪	৫	৫	৩	৪	৪
•	পদ্যাংশ	২	৩	-	১	৩	৩	-	৪	৪	৫	৩	৮	৫
•	সহপাঠ	২	৪	-	৪	-	২	১	৪	-	-	-	-	-
	মোট প্রশ্ন =	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

[বিগত ৭ সালের (২০১৬-২০২৩) প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত সাজেশন]

মান: খ-৫০/ গ-৩০

	সেশন	২০২২-২৩		২০২১-২২		২০২০-২১		২০১৯-২০		২০১৮-১৯		২০১৭-১৮		২০১৬-১৭	
	ইউনিট	খ	গ	খ	গ	খ	গ	খ	গ	খ	গ	খ	গ	খ	গ
	শিফট	২	৩	২	২	৩	৪	২	২	২	২	-	-	-	-
ব্যাকরণ অংশ	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	-	-	১	২	২			২			১	২		
	বাংলা বানানের নিয়ম ও শুদ্ধিকরণ	১	৩	২	৩	-	১	-	-	২	২	১	২	-	-
	পদ প্রকরণ	-	-	৩	-	-	-	-	-	২	-	-	২	-	-
	বাংলা শব্দ গঠন (উপসর্গ)	-	-	২	২	১	১	-	-	-	-	-	-	-	-
	বাংলা শব্দ গঠন (সমাস)	২	২	২	২	-	-	-	-	২	-	২	-	-	-
	বাক্য প্রকরণ	১	১	১	২	-	-	-	-	২	-	২	-	-	-
	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধপ্রয়োগ	১	-	-	-	-	-	-	১	-	-	১	২	-	-
	বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	-	১	-	-	১	২	-	২	১	-	১	২	-	-
	ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ	১	২	৩	-	-	১	-	-	২	-	১	২	-	-
	যুক্তবর্ণ	-	১	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ধ্বনি পরিবর্তন	১	-	১	-	-	-	-	২	-	-	-	-	-	-
	ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	প্রত্যয়	১	১	১	-	-	১	-	-	-	-	১	২	-	-
	শব্দ	-	১	২	২	-	১	-	২	-	-	১	-	-	-
	সন্ধি	২	১	-	-	-	-	-	-	-	২	-	-	-	-
	পুরুষ ও স্ত্রীবাচকশব্দ	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	দ্বিরুক্ত শব্দ	১	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-
	ক্রিয়ার কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২	-	-
	বাংলা অনুজ্ঞা	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
	অনুসর্গ	১	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
	যতি/বিরামচিহ্ন	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
	গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও শব্দার্থ	-	-	২	-	২	-	২	-	২	-	-	-	-	-
	ছন্দ ও অলঙ্কার	১	১	-	-	-	-	৩	-	-	২	-	-	-	-
	অভিধানের বর্ণানুক্রম	-	-	-	-	-	-	২	২	-	-	-	-	-	-
সম্পূরক পাঠ	বিপরীত শব্দ	-	-	-	-	-	১	-	-	-	২	-	২	-	-
	সমার্থক শব্দ	১	২	-	-	-	১	২	-	-	২	১	-	-	-
	পারিভাষিক শব্দ	২	-	১	২	১	-	-	-	২	২	২	-	-	-
	বাগধারা	১	১	-	-	-	১	২	-	২	-	১	-	-	-
	এক কথায় প্রকাশ	২	১	৩	-	-	-	-	-	-	-	-	২	-	-
	সমোচ্চারিত শব্দ	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
	প্রবাদ-প্রবচন	-	-	-	-	-	-	২	-	-	-	-	-	-	-
	অনুচ্ছেদ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৮	-	-	-	-
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস															
•	প্রাচীন যুগ + মধ্যযুগ	৬	২	-	২	১	-	-	-	১	-	-	-	-	-
•	আধুনিক যুগ	৪	৪	২	-	১১	৪	২	২	-	-	-	৪	-	-
•	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি	-	-	-	-	-	-	-	-	২	-	১	-	-	-
বাংলা সাহিত্য পাঠ															
•	গদ্যাংশ	৯	১০	৪	১০	১	১১	-	১১	-	৩	২	৪	-	-
•	পদ্যাংশ	৭	৮	১০	৩	-	৫	২	৭	-	৬	১	২	-	-
•	**সহপাঠ**	**৪**	**১**	৮	২	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-
	মোট প্রশ্ন =	**৫০**	**৪৫**	৫০	৩০	২০	৩০	২০	৩০	২০	৩০	২০	৩০		

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

[বিগত ৭ সালের (২০১৬-২০২৩) প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত সাজেশন]

মানঃ A-28/B-08

	সেশন	২০২২-২৩	২০২১-২২	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭
	ইউনিট	A	A	A	A	A	A	A
	শিফ্ট	4	4	3	2	2	2	2
ব্যাকরণ অংশ	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	-	৫	১	-	-	-	-
	বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দশুদ্ধিকরণ	৪	৪	৩	৩	৩	৩	২
	ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)	৯	৪	৩	১	১	১	-
	বাংলা শব্দ গঠন (উপসর্গ)	-	৪	১	-	১	-	১
	বাংলা শব্দ গঠন সমাস	৪	৪	৪	-	৩	৩	৪
	বাক্য প্রকরণ	৮	৩	-	-	১	১	-
	অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধপ্রয়োগ	-	১	১	-	১	১	-
	বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	-	২	-	-	১	-	-
	বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়	-	-	১	-	১	১	-
	ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ	২	৫	৩	১	২	-	-
	যুক্তবর্ণ	-	-	-	-	-	১	-
	ধ্বনি পরিবর্তন	-	-	২	-	-	১	-
	ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ববিধান	১	২	১	-	-	-	১
	প্রত্যয়	৪	৪	২	-	১	১	২
	শব্দ	৬	৫	২	-	৩	৩	২
	সন্ধি	৪	৪	৪	১	২	১	৩
	পুরুষ ও স্ত্রীবাচকশব্দ	৩	৫	-	১	-	৩	১
	দ্বিরুক্ত শব্দ ও সংখ্যাবাচক শব্দ	৪	২+২	-	-	-	-	-
	বচন	-	৪	-	-	-	-	
	ধাতু ও ধাতুর প্রকারভেদ	-	-	-	-	২	-	১
	কারক ও বিভক্তি	৪	৪	১	-	-	১	-
	অনুসর্গ ও বাচ্য	২	-	-	-	১	-	১
	যতি/বিরামচিহ্ন	-	২	-	-	-	১	-
	গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও তার অর্থ	১	৫	৫	-	-	-	-
	ছন্দ ও অলংকার	-	-	১	১	১	১	-
	ক্রিয়ার কাল	৩	-	-	-	-	-	-
মুখস্থ পাঠ	বিপরীত শব্দ	৪	৩	১	১	২	-	২
	সমার্থক শব্দ	৫	৪	-	-	-	-	-
	পারিভাষিক শব্দ	-	২	-	-	-	১	-
	বাগধারা	৪	৪	৩	১	৩	১	৪
	এক কথায় প্রকাশ	৪	৫	১	-	৩	১	১
	প্রবাদ-প্রবচন ও অনুবাদ	-	১	-	১	-	-	-
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস								
•	প্রাচীন যুগ	-	-	-	-	-	২	১
•	মধ্যযুগ	-	-	-	-	-	১	৩
•	আধুনিক যুগ	১	২	৮	-	৮	৯	৮
•	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা	-	-	-	-	২	-	-
•	গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি	-	-	-	-	২	-	-
বাংলা সাহিত্য পাঠ								
•	গদ্যাংশ	১৪	৫	৮	৮	৯	১৬	১০
•	পদ্যাংশ	১২	১০	১৪	৮	৫	৩	৮
•	সহপাঠ	৯	৫	২	৩	২	৩	২
	মোট প্রশ্ন =	১১২	১১২	৭২	৩০	৬০	৬০	৬০

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

[বিগত ৭ সালের (২০১৬-২০২৩) প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত সাজেশন]

মান: A-10/B-30/D-30

	সেশন	২০২২-২৩	২০২১-২২		২০২০-২১		২০১৯-২০		২০১৮-১৯		২০১৭-১৮		২০১৬-১৭	
	ইউনিট	B	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D
	শিফট	C	2	2	3	4	2	2	2	2	-	-	-	-
ব্যাকরণ অংশ	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	-	-	-	-	১	১	-	-	-	১	-	-	-
	বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দ শুদ্ধিকরণ	-	১	-	৪	৫	১	১	১	১	২	২	১	২
	ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)	-	-	-	-	-	২	-	১	-	-	১	২	-
	বাংলা শব্দ গঠন (উপসর্গ)	-	১	-	৩	৪	২	১	২	১	২	১	১	-
	বাংলা শব্দ গঠন (সমাস)	১	২	-	২	৩	১	২	২	২	১	১	১	১
	বাক্য প্রকরণ	২	-	-	-	১	৩	২	-	১	১	১	২	২
	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধপ্রয়োগ	১	১	-	-	১	২	১	৩	-	-	১	-	-
	বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	-	-	১	২	১	-	১	-	-	-	১	-	-
	বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়	-	-	১	১	১	-	১	-	১	-	-	-	-
	ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ	১	-	১	৪	২	-	-	১	-	-	-	-	-
	যুক্তবর্ণ	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান	-	-	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-	১
	প্রত্যয়	-	-	-	৩	৪	১	-	২	১	১	১	১	২
	শব্দ	-	১	২	৩	৬	২	২	২	২	৩	১	১	১
	সন্ধি	১	৩	১	১	১	-	-	-	-	১	-	-	১
	দ্বিরুক্ত শব্দ	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-
	সংখ্যাবাচক শব্দ	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-	১
	পদাশ্রিত নির্দেশক	১	১	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ক্রিয়ার কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	কারক ও বিভক্তি	-	-	-	১	-	১	১	-	-	-	১	-	১
	যতি/বিরামচিহ্ন	-	-	-	-	২	-	-	-	১	-	-	-	-
	গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও তার অর্থ	-	১	১	১	৪	-	৩	২	১	-	৩	২	-
	ছন্দ ও অলংকার	-	২	-	-	২	-	১	-	-	-	-	-	-
	অভিধানের বর্ণানুক্রম	-	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-	-	-
মুখস্থ পাঠ	বিপরীত শব্দ	-	১	-	-	-	১	-	-	-	-	-	১	-
	সমার্থক শব্দ	১	-	১	২	-	-	-	১	-	-	-	-	-
	পারিভাষিক শব্দ	১	২	২	১	৪	২	২	২	২	১	-	১	১
	বাগধারা	১	১	২	-	২	২	১	২	-	-	-	১	-
	এক কথায় প্রকাশ	১	২	১	১	১	-	-	-	-	১	১	-	-
	প্রবাদ-প্রবচন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	অনুবাদ	-	-	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-	-
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস														
•	বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	প্রাচীনযুগ	-	-	-	৩	-	-	-	-	১	-	-	-	-
•	মধ্যযুগ	-	-	-	৩	-	-	৪	-	-	২	-	-	-
•	আধুনিক যুগ	১	২	৪	৮	১২	-	৫	-	১	৫	২	-	২
•	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা	-	-	-	১	১	-	-	-	-	-	১	-	-
•	গুরুত্বপূর্ণ উক্তি/উদ্ধৃতি	-	১	-	-	-	-	১	-	-	-	২	-	-
বাংলা সাহিত্য পাঠ														
•	গদ্যাংশ	১০	১৪	৭	২৭	২৮	২৩	১১	২৩	২১	৬	৫	১১	৬
•	পদ্যাংশ	৬	১২	৩	২১	২০	২০	১৪	২২	১৯	৬	৬	১১	৬
•	সহপাঠ	২	১১	৩	১১	১১	৫	৪	৪	৪	২			১
	মোট প্রশ্ন =	৩০	৬০	৩০	১০৫	১২০	৭০	৬০	৩৫	৩০	৩৫	৩০	৩৫	৩০

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

GST

গুচ্ছ (GST) ভর্তি পরীক্ষা

৩ সালের (২০২০-২০২৩) প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত সাজেশন

মান:
ক-২৫/খ-৩৫/গ-১৫

	সেশন	২০২২-২৩		২০২১-২২	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২০-২১
	ইউনিট	ইউনিট-ক	ইউনিট-খ	ইউনিট-খ		ইউনিট-ক		ইউনিট-গ	
ব্যাকরণ অংশ	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম ও শব্দ শুদ্ধিকরণ	১	২	১	২	-	১	১	-
	বাংলা ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)	১	-	-	২	১	১	-	-
	বাংলা শব্দ গঠন (উপসর্গ)	১	১	১	১	-	-	১	-
	বাংলা শব্দ গঠন (সমাস)	২	১	২	১	-	১	-	১
	বাক্য প্রকরণ	১	১	-	৩	১	-	১	১
	অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধপ্রয়োগ	-	১	-	১	-	১	১	-
	ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ	১	-	২	১	-	১	-	-
	যুক্তবর্ণ	-	-	-	১	-	-	-	-
	ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান ও বানান	১	১	১	-	১	-	-	-
	শব্দ	১	১	-	২	১	-	-	১
	প্রত্যয়	-	-	২	-	১	১	-	-
	পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	-	-	-	১	-	-	-	-
	দ্বিরুক্ত শব্দ	-	-	১	-	-	-	-	-
	সংখ্যাবাচক শব্দ	-	-	১	১	-	-	-	-
	ক্রিয়ার কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্টপ্রয়োগ	-	-	-	১	-	-	-	-
	বাচ্য	-	-	-	১	-	-	-	-
	গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও তার অর্থ	-	১	১	১	-	-	-	-
	ছন্দ ও অলংকার	-	-	-	-	১	-	-	-
সুখপাঠ্য	বিপরীত শব্দ	-	-	-	১	-	-	-	১
	সমার্থক শব্দ	-	-	১	২	১	-	১	-
	পারিভাষিক শব্দ	১	১	১	১	১	-	১	-
	বাগধারা	-	-	১	১	১	১	১	-
	এক কথায় প্রকাশ	-	-	১	২	১	-	-	-
	একই শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ	-	-	-	১	-	-	-	-
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস									
•	মধ্যযুগ	-	-	-	-	২	-	-	-
•	আধুনিক যুগ	-	-	-	-	২	-	২	-
•	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা	-	-	-	-	১	-	-	-
বাংলা সাহিত্য পাঠ									
•	গদ্যাংশ	৭	৮	৮	৭	৫	২	৫	৪
•	পদ্যাংশ	৩	১১	৮	৪	৪	১	১	১
•	সহপাঠ	৫	৬	৩	২	১	-	১	২
	মোট প্রশ্ন =	২৫	৩৫	৩৫	৪০	২৫	১০	১৫	১২

Academic & Admission Solution শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা ২০২২-২০২৩

[খ-ইউনিট]
পূর্ণমান: ১৫

বাংলা
প্রতি এমসিকিউ-০১

বহুনির্বাচনী অংশ

MARKS
15×1 = 15

01. 'জাঁদরেল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

A. ফারসি B. তুর্কি C. পর্তুগিজ D. ইংরেজি

সঠিক উত্তর D. ইংরেজি

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ	ইংরেজি শব্দ	পৃষ্ঠা-৪৯৫, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: 'জাঁদরেল' শব্দটি ইংরেজি ভাষা থেকে আগত একটি শব্দ। কতিপয় ইংরেজি শব্দ হলো – আগ্রাসন, স্টুডেন্ট, কামান, নভেল, নোট, ইউনিয়ন, পেন্সিল, ব্যাগ ইত্যাদি।

02. সম্ + চয় = সঞ্চয়, এখানে 'ম' রূপান্তরিত হয়ে 'ঞ' হয়েছে চ —— ধ্বনি বলে-

A. তালব্য B. অঘোষ C. অল্পপ্রাণ D. স্পৃষ্ট

সঠিক উত্তর A. তালব্য

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ	তালব্য বর্ণ	পৃষ্ঠা-৪৫৩, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি:এখানে 'ম' রূপান্তরিত হয়ে 'ঞ' হয়েছে 'চ' তালব্য ধ্বনি বলে। সম্ + চয় = সঞ্চয়, এটি ব্যঞ্জন ধ্বনি 'ম' এরপরে যে কোন বর্গীয় বর্ণ থাকলে, ম স্থানে ঐ বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন: ম + চ = ঞ্চ। সম্ + চিতা = সঞ্চিতা।

03. আভিধানিক ক্রম অনুসারে সাজানো শব্দগুচ্ছ-

A. আশা, আলো, আসমান B. অনেক, অতিশয়, অনাবিল C. ইলিশ, ইতিহাস, ইমারত D. উচ্চ, উট, উঠতি

সঠিক উত্তর D. উচ্চ, উট, উঠতি

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	অভিধানের বর্ণনাক্রম	আলোচনা	পৃষ্ঠা-৫৯১, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: বাংলা বর্ণমালা পরপর যেভাবে সজ্জিত থাকে তাকে সাধারণ বর্ণমালাক্রম বা বর্ণক্রম বলা হয়।

04. 'পর্বত'- এর সমার্থক শব্দ নয়-

A. মেদিনী B. শৈল C. অচল D. অদ্রি

সঠিক উত্তর A. মেদিনী

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	সমার্থক শব্দ	ধাপ-১	পৃষ্ঠা-৫৫১, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: 'পর্বত' শব্দের সমার্থক শব্দ হলো – পাহাড়, গিরি, অচল, নগ, শৈল ইত্যাদি। অন্যদিকে মেদিনী শব্দের সমার্থক শব্দ পৃথিবী।

05. ''বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে''-স্ফীত হরফ চিহ্নিত পদটি হলো-

A. সাপেক্ষ সর্বনাম B. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় C. সমধাতুজ কর্ম D. বিশেষণের বিশেষণ

সঠিক উত্তর B. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	দ্বিরুক্ত শব্দ	আলোচনা	পৃষ্ঠা-৫০৫, অনুরূপ

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: যে সকল অব্যয় কোন শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয় তাদেরকে অনুকার অব্যয় বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যেমন: শোঁ শোঁ, ছমছম, টনটন, ঝমঝম ইত্যাদি।

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

06. 'Copyright' এর যথাযথ পরিভাষা-

A. স্বত্ব B. মালিকানা C. মেধাস্বত্ব D. গ্রন্থস্বত্ব

সঠিক উত্তর D. গ্রন্থস্বত্ব

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	পারিভাষিক শব্দ	আলোচনা-C	পৃষ্ঠা-৪১৩, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি শব্দের পরিভাষা:

- Hand bill – ইশতেহার
- Handicraft – হস্তশিল্প
- Pleadging – আরজী
- Supervise – তত্ত্বাবধান

07. অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ-

A. প্রশিক্ষিত B. যথারীতি C. জনৈক D. সপ্তাহ

সঠিক উত্তর B. যথারীতি

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	বাংলা শব্দ গঠন (সমাস)	ধাপ-২	পৃষ্ঠা-৩৯৪, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন: মরণ পর্যন্ত = আমরণ।

08. 'আউলিয়া চাঁদ' বাগধারার অর্থ-

A. পবিত্র তিথি B. হাতের নাগালে C. বিচলিত ব্যক্তি D. দুর্লভ বস্তু

সঠিক উত্তর C. বিচলিত ব্যক্তি

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	বাগধারা	-	-

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাগধারার অর্থ: চক্ষুদান করা = চুরি করা, কচুকাটা করা = নির্মমভাবে ধ্বংস করা, অন্নজল ওঠা = আয়ু বা সময় ফুরিয়ে আসা, অর্ধচন্দ্র = গলা ধাক্কা দেওয়া।

09. "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতায় একুশের চেতনার রং-

A. পীত B. নীল C. কালো D. লাল

সঠিক উত্তর D. লাল

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	রিয়েল টেস্ট	পৃষ্ঠা-২১৫, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং বলতে কবি কৃষ্ণচূড়া ফুলের রক্তবর্ণ দ্বারা ভাষা আন্দোলনে শহিদদের রক্তে চেতনার প্রতিফলনকে বুঝিয়েছেন। সেই চেতনার রং লাল।

10. 'কেন কবি আজ এমন উন্মনা তুমি?' -এখানে 'উন্মনা' শব্দের 'উৎ' যে অর্থ বহন করে-

A. উঁচু B. নিচু C. ভিতর D. বাহির

সঠিক উত্তর D. বাহির

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	তাহারেই পড়ে মনে	আলোচনা	পৃষ্ঠা-১৯৩, অনুরূপ

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি সংলাপ নির্ভর কবিতা। যার মূলকথা হলো কবির প্রিয়জন হারানোর বেদনার স্মৃতিকাতরতা।

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

11. কোনটি শুদ্ধ নয়-

A. হরীতকী B. উষা C. উরু D. উচ্ছল

সঠিক উত্তর বাংলা একাডেমির বাংলা বানান অভিধান অনুযায়ী সবগুলো বানানই সঠিক।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	বাংলা বানান ও শব্দ শুদ্ধিকরণ	আলোচনা	পৃষ্ঠা-৩৩৯, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: প্রশ্নটিতে সবগুলো বানানই সঠিক। কিছু শুদ্ধ শব্দ হলো – সংক্রান্ত, ভিত্তিক, বশত, সংখ্যক ইত্যাদি।

12. 'ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি'-এর এককথায় প্রকাশিত রূপ-

A. ঐতিহাসিক B. ইতিহাসবেত্তা C. ইতিহাস বিশেষজ্ঞ D. ইতিহাস রচয়িতা

সঠিক উত্তর B. ইতিহাসবেত্তা

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	বাক্য সংক্ষেপণ	পর্ব-২	পৃষ্ঠা-৫৭৭, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ হলো –

- যা কখনও হবে না – অসম্ভব।
- জলময় স্থান – অনুপ।
- যা দেখা যায় না – অদৃশ্য।
- বহুর মধ্যে এক – অন্যতম।

13. 'শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন' এটি-

A. বচন B. ছড়া C. ধাঁধা D. প্রবাদ

সঠিক উত্তর D. প্রবাদ

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	রেইনকোট	পার্ট-১	পৃষ্ঠা-১-৭, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ হলো –

- অতি চালাকের গলায় দড়ি।
- অতি চেনার কদর নাই।
- অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর।
- ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।

14. মৃত্যুকালে সিরাজের মুষ্টিবদ্ধ হাত কীসের প্রতীক?

A. প্রতিরোধের B. অন্তিম প্রচেষ্টার C. স্বদেশপ্রেমের D. আন্দোলনের

সঠিক উত্তর B. অন্তিম প্রচেষ্টার

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	সিরাজউদ্দৌলা	আলোচনা	পৃষ্ঠা-২৮৭, অনুরূপ

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার অন্তিম মুহূর্তেও বেঁচে থেকে লড়ে যাওয়ার যে আকাঙ্খা তারই বহিঃপ্রকাশ উদ্দীপকের লাইনটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

15. 'লালসালু' উপন্যাসে প্রদীপের আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে-

A. আওয়ালপুরের পীর সাহেবকে B. রহিমাকে C. জমিলাকে D. মজিদকে

সঠিক উত্তর A. আওয়ালপুরের পীর সাহেবকে

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	লালসালু	লিখিত, প্রশ্ন নং-৭	পৃষ্ঠা-২৮১, হুবহু

সঠিক উত্তরের পক্ষে যুক্তি: 'লালসালু' উপন্যাস বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যামূলক একটি উপন্যাস। যেখানে লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার তার এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

Academic & Admission শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়

বাংলা	লিখিত অংশ	মান ৪ × ২.৫ = ১০

01. নিচের গদ্যাংশটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর (ক-ঙ) উত্তর দাও:

মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু নয়- এ এক জাগতিক মানবধর্ম। তাই এর সাথে মানব মর্যাদার তথা Human dignity-এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আজ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে কী দেখতে পাই? দেখতে পাই দুস্থ, অবহেলিত, বাস্তুহারা, স্বদেশ-বিতাড়িত মানুষের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। সে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে রিলিফ, রিহেবিলিটেশন ইত্যাদি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ। রেডক্রস ইত্যাদি সেবাধর্মী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধিই কি প্রমাণ করে না মানব-কল্যাণ কথাটা স্রেফ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে? মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আর মর্যাদার স্বীকৃতি আর প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানব-কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত না হয়ে পারে না।

কালের বিবর্তনে আমরা এখন আর tribe বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীব নই- বৃহত্তর মানবতার অংশ। তাই go of humanity-কে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কিংবা খণ্ডিতভাবে দেখা বা নেওয়া যায় না। তেমনি নেওয়া যায় না তার কল্যাণকর্মকেও খণ্ডিত করে। দেখতে মানুষও অন্য একটা প্রাণী মাত্র, কিন্তু ভেতরে মানুষের মধ্যে রয়েছে এক অসীম ও অনন্ত সম্ভাবনার বীজ। যে সম্ভাবনার স্ফুরণ-স্ফুটনের সুযোগ দেওয়া, ক্ষেত্র রচনা আর তাতে সাহায্য করাই শ্রেষ্ঠতম মানব-কল্যাণ।

(ক) মানব-কল্যাণের সঙ্গে মানব মর্যাদার সম্পর্ক কেন অবিচ্ছেদ্য?

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	মানব-কল্যাণ	আলোচনা	পৃষ্ঠা-৭৬, হুবহু

Solve মানুষের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক দ্বিধা-বিভক্তি নিয়ে মানব-কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। দান-খয়রাতকে অনেকেই করুণাবশত মানব-কল্যাণ বলে মনে করে। কিন্তু লেখকের মতে এমন ধারণা খুবই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় বহন করে। তার মতে মানব-কল্যাণ হলো মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস। এই কল্যাণের লক্ষ্য সব অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো। লেখকের বিশ্বাস, মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় পরিকল্পনামাফিক পথেই কল্যাণকর পৃথিবী রচনা করা সম্ভব।

(খ) গদ্যাংশটিতে ব্যবহৃত 'কী' এবং 'কি' এর অর্থগত ও ব্যাকরণগত পার্থক্য কর।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	বাংলা বানান	কি ও কী এর ব্যবহার	পৃষ্ঠা-৩৩৯, হুবহু

Solve 'কী' ও 'কি' দুটি সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ এবং একটির জায়গায় অন্যটি ব্যবহার করা মারাত্মক ভুল। এই দুটি শব্দের পার্থক্য বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হল, এই দুটিই প্রশ্নবাচক শব্দ এবং সমস্ত প্রশ্নেরই একটি উত্তর থাকে যার উপর নির্ভর করে বাক্যে কোনটি বসবে। প্রশ্নের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' বা 'না' হয় তাহলে 'কি' হবে। প্রশ্নের উত্তর যদি অন্য কিছু হয়, অর্থাৎ অন্য কোন শব্দের দ্বারা দিতে হয় তাহলে 'কী' বানান বসবে। ব্যাকরণিক দিক থেকে 'কি' মূলত অব্যয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে 'কী' মূলত সর্বনাম ও বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

(গ) 'অসীম' ও 'অনন্ত সম্ভাবনা' পদবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য সংক্ষেপে লেখ।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	মানব-কল্যাণ	আলোচনা	পৃষ্ঠা-৭৬, হুবহু

Solve মানব কল্যাণের মাঝেই নিহিত রয়েছে আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি। মানব কল্যাণই 'অসীম' ও 'অনন্ত সম্ভাবনার' দুয়ার খুলে দিতে পারে। যা আজকের বিশ্বের মানব কল্যাণের জন্য বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের হানাহানি পূর্ণ, সংঘাত, যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত বিশ্বে এক শান্তিময় ও অপার সৌন্দর্য ও সুখের পৃথিবীর দরজা খুলে দিতে পারে। তাই 'অসীম' ও 'অনন্ত সম্ভাবনা' পদবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) গদ্যাংশটিতে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের তালিকা তৈরি কর।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	মানব-কল্যাণ	আলোচনা	পৃষ্ঠা-৭৬, হুবহু

Solve **প্রদত্ত গদ্যাংশটিতে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের তালিকা:**

Human = মানব, মানবীয়।
Dignity = মর্যাদা।
Relief = মুক্তি, নিবৃত্তি।
Rehabilitation = পুনর্বাসন।
Red Cross = একটি আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা।
Tribe = উপজাতি, গোষ্ঠী, গোত্র।
Go = যাওয়া।
of = র, এর।
Humanity = মানবিকতা।

(ঙ) গদ্যাংশটিতে প্রকাশিত বক্তব্যের সারাংশ দুটি বাক্যে লেখ।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	মানব-কল্যাণ	আলোচনা	পৃষ্ঠা-৭৬, হুবহু

Solve মানব কল্যাণের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তির বীজ বপন করা সম্ভব। যা একমাত্র আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। তাই এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মানব কল্যাণ ও মানব মর্যাদা যেন একই সূত্রে গাঁথা।

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

02. সারমর্ম লেখঃ

তোমার মাপে হয়নি সবাই
তুমিও হওনি সবার মাপে
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ-বা মরে তোমার চাপে।
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি,
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে
মধুর সাথে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	সারমর্ম	-	-

Solve পৃথিবীতে ছোট-বড়, ধনী-গরিব, ভালো-মন্দ, বাঁচা-মরা, আর পাওয়া না পাওয়ার মাঝে নিরন্তর দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। জীবনে ভালো-মন্দ যাই ঘটুক, সকলকে আপন করে নিয়ে, সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে সহজভাবে মিলেমিশে চলতে পারলেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়।

03. বানান ভুল ও বাক্যের অসংগতি দূর করে বাক্যগুলো আবার লেখ।

(ক) এই সব মানুষগুলো আজ উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়েছে।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	লিখিত অংশ	প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ	পৃষ্ঠা-৬১২, অনুরূপ

Solve এই মানুষগুলো আজ উদ্বাস্তু জীবন কাটাচ্ছে।

(খ) মূর্ক লোকের দূর্গতির সীমা থাকে না।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	লিখিত	বিসিএস প্রশ্ন	পৃষ্ঠা-৬১৫, হুবহু

Solve মূর্খ লোকেদের দুর্গতির সীমা থাকে না।

(গ) তাহার জন্য অপেক্ষা করা মোটেও সমীচিন হবে না।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	লিখিত	বিসিএস প্রশ্ন	পৃষ্ঠা-৬১৫, হুবহু

Solve তার জন্য অপেক্ষা করা মোটেও সমীচীন হবে না।

(ঘ) তোমর অসৌজন্যে তিনি ব্যাথিত হয়েছে।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	লিখিত	বিসিএস প্রশ্ন	পৃষ্ঠা-৬১৩, হুবহু

Solve তোমার অসৌজন্যে তিনি ব্যথিত হয়েছেন।

(ঙ) তুমি কি ধৈর্য্য ধারণ করতে পারছ না।

পোস্টমর্টেম রহস্য!!!	প্রশ্নটি যে অধ্যায় থেকে করা হয়েছে	প্রশ্নটি যে টপিক থেকে করা হয়েছে	আসপেক্ট বাংলা বইয়ের যেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নটি Common পড়েছে
	প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ	ধাপ-১	পৃষ্ঠা-৪০৯, হুবহু

Solve তুমি কি ধৈর্য ধারণ করতে পারছো না?

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

টেকনিক পার্ট

সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত কবি সাহিত্যিকগণের উপাধি ও ছদ্মনাম

লেখকের নাম	উপাধি	ছদ্মনাম
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বাংলা উপন্যাসের জনক, সাহিত্য সম্রাট	কমলাকান্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবিগুরু, বিশ্বকবি	ভানুসিংহ ঠাকুর
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	অনিলা দেবী
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত	মিসেস আর এস হোসেন
কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্রোহী কবি, জাতীয় কবি	ধূমকেতু, ব্যাঙাচি
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	তাঁর আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মানিক (ডাকনাম)
শেখ মুজিবুর রহমান	বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক	খোকা (ডাকনাম)
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	প্রকৃত নাম আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস	অন্য নাম: মঞ্জু
মুহম্মদ জাফর ইকবাল	বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির একচ্ছত্র সম্রাট	–
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মাইকেল	এ নেটিভ,টিমোথি পেনপয়েম
জীবনানন্দ দাশ	রূপসী বাংলার কবি, নির্জনতম কবি, তিমির হননের কবি	–
সুফিয়া কামাল	জননী সাহসিকা	–
সুকান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি, মার্কসবাদী কবি	–
শামসুর রাহমান	আধুনিক নাগরিক কবি	মজলুম আদিব,মৈনাক
জসীমউদ্‌দীন	পল্লীকবি	-
ফর্‌রুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি	-
সৈয়দ শামসুল হক	সব্যসাচী লেখক	-

এক নজরে প্রবন্ধ/গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের উল্লিখিত বয়স

চরিত্র ও গল্পের নাম	উল্লিখিত বয়স
কল্যাণী (অপরিচিতা)	বিয়ের কথাবার্তা চলার সময় বয়স ছিল ১৫ বছর, ট্রেনে অনুপমের সাথে দেখা হওয়ার সময় কল্যাণীর বয়স- ১৬/১৭ বছর।
অনুপম (অপরিচিতা)	বিয়ের সময় ছিল ২৩ বছর, যখন গল্প লিখে তখন ২৭ বছর।
শম্ভুনাথ সেন (অপরিচিতা)	চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে।
বুড়ির পাতানো মেয়ে (আহ্বান)	মধ্যবয়সী
কৈলাশ (মাসি-পিসি)	মাঝবয়সী
আহ্লাদি (মাসি-পিসি)	অল্প বয়স
রহমান (মাসি-পিসি)	বুড়ো
কামাল (বায়ান্নর দিনগুলো)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন জেলে তখন কামালের বয়স কয়েক মাস ছিল।
নুরুল হুদার ছেলের বয়স (রেইনকোট)	পাঁচ বছর।
নুরুল হুদার মেয়ের বয়স (রেইনকোট)	আড়াই বছর
আমেনা (লালসালু)	উপন্যাসে বর্ণিত বর্তমান বয়স ৩০বছর
সলেমনের বাপ (লালসালু)	৮০ বছর

এক নজরে প্রবন্ধ/গল্প ও কবিতায় উল্লিখিত ব্যক্তি ও স্থানের নাম

প্রবন্ধ/গল্প/ কবিতার নাম	উল্লিখিত ব্যক্তি	উল্লিখিত স্থান
অপরিচিতা	সরস্বতী, লক্ষ্মী (পৌরাণিক), গণেশ, অন্নপূর্ণা, গজানন।	কানপুর, আন্ডামানদ্বীপ, কোন্নগর, পশ্চিম ভারত, কলকাতা, হাবড়ার পুল।
বিলাসী	বিলাসী, মৃত্যুঞ্জয়, ন্যাড়া, হুমায়ূন, ভূদেববাবু, তোগলক খাঁ	কামাখ্যা, কামস্কাট্‌কা, সাইবেরিয়া, এডেন, পারশিয়া, মালোপাড়া, কোড়োলা, হরিপুর, কাশী।
গৃহ	—	জামালপুর (বেহার), মালদহ, রাজবাড়ি।
আহ্বান	—	কলকাতা
আমার পথ	মহাত্মা গান্ধী	—
মানব-কল্যাণ	ইসলামের নবি, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র	
বায়ান্নর দিনগুলো	খান সাহেব ওসমান আলী, কামাল, নাসের খন্দকার মোশতাক, আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, মহিউদ্দিন, মোখলেসুর রহমান, নূরুল আমিন, হাচু, রেণু, খয়রাত হোসেন।	বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, ভিক্টোরিয়া পার্ক (বর্তমানে বাহাদুর শাহ্ পার্ক), গোপালগঞ্জ, গোয়ালন্দ
রেইনকোট	—	মিরপুর, দিনাজপুর, নিউমার্কেট, আসাদগেট, মগবাজার, রংপুর, রাশিয়া, পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, দিল্লি,

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

প্রবন্ধ/গল্প/ কবিতার নাম	উল্লিখিত ব্যক্তি	উল্লিখিত স্থান
বিদ্রোহী	দেব-দেবী ও যোদ্ধা, নটরাজ, ধর্মরাজ, অর্ফিয়াস, বলরাম, পিণাক-পাণি (শিব), ভীম, দুর্বাসা, শ্যাম, ইন্দ্রাণী-সুত (জয়ন্ত), চেঙ্গিস, ধূর্জটি, বিশ্বমিত্র, পরশুরাম, পৃথ্বী।	-
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	সালাম, বরকত	–
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	নূরলদীন	রংপুর, ব্রহ্মপুত্র (নদ)।
ছবি	___	ডাল্লাস, মেক্সিস, কালিফার্নিয়া

একনজরে প্রবন্ধ/গল্পে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন এবং এর অর্থ

প্রবন্ধ/গল্পের নাম	প্রবাদ প্রবচন/বাগধারা	প্রবাদ প্রবচনের অর্থ
অপরিচিতা	এসপার-ওসপার	মীমাংসা
গৃহ	"ঘর কি জ্বলি বনমে গেয়ী-বনমে লাগি আগ বন বেচারা কিয়া করে,-করমঁমে লাগি আগ।"	গৃহে দগ্ধ হইয়া গেলাম, বনে লাগিল আগুন; বন বেচারা কি করিবে, (আমার) কপালেই লাগিয়াছে আগুন।
মাসি-পিসি	উড়ে এসে জুড়ে বসা	অনধিকার চর্চা
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	রাবণের চিতা	চির অশান্তি
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	কুম্ভকর্ণের ঘুম	গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	ঘরের শত্রু বিভীষণ	যে গৃহ বিবাদ করে (নিজের ঘরের শত্রু কর্তৃক ক্ষতি হবার সম্ভবনা)

এক নজরে প্রবন্ধ/গল্পের চরিত্রসমূহ

প্রবন্ধ/গল্পের নাম	চরিত্র সমূহ
অপরিচিতা	কল্যাণী, অনুপম, বিনুদা, হরিশ, সেকরা, মামা, শম্ভুনাথ সেন
বিলাসী	বিলাসী, মৃত্যুঞ্জয়, ন্যাড়া, হুমায়ূন (ঐতিহাসিক চরিত্র) , ভূদেববাবু, তোগলক খাঁ, মা সরস্বতী, নারায়ণ, মনসা
আহ্বান	বুড়ি, জমির করাতি, শুকুর মিয়া, গোপাল, আবেদালি, পরশু সর্দার, দিগম্বরী, নসর, চক্কোত্তি মশায়, গনি
আমার পথ	মহাত্মা গান্ধী
মাসি-পিসি	মাসি, পিসি, আহ্লাদি, জগু, দারোগা, কৈলাশ, গোকুল, কানাই চৌকিদার
রেইনকোট	ড.আফাজ আহমদ, নুরুল হুদা, আসমা, মিন্টু, ইসহাক, আকবর সাজিদ, সাত্তার মৃধা
মহাজাগতিক কিউরেটর	প্রথম প্রাণী, দ্বিতীয় প্রাণী
নেকলেস	মাতিলদা, লোইসেল, মাদাম ফোরসটিয়ার (জেনি)

একনজরে প্রবন্ধ/কবিতায় কোন চরণ/শব্দ কতবার ব্যবহৃত

প্রবন্ধ/গল্প/কবিতার নাম	কোন চরণ/শব্দ কতবার ব্যবহৃত হয়েছে
সোনার তরী	তরী-৪ বার, ধান-৪ বার, সোনার তরী- ১ বার, বরষা-২বার, সোনার ধান-২বার, সাপেক্ষ সর্বনাম-২বার, নির্ধারক বিশেষণ-২বার, দেখে মনে হয় চিনি উহারে-২বার। ঠাঁই নাই-২ বার। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই-১বার।
বিদ্রোহী	আমি: ৫৬ বার, শির: ৫ বার; উন্নত: ৩ বার; চির উন্নত: ২ বার; বল বীর: ২ বার; মম: ৪ বার; বিদ্রোহী: ৬ বার।
প্রতিদান	আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর- ২ বার, আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর- ৩ বার।
সুচেতনা	সুচেতনা আছে-২বার
তাহারেই পড়ে মনে	'তাহারেই পড়ে মনে'-১ বার,ফাল্গুন-৩ বার, বসন্ত-৪ বার, কবি- ৫বার, কহিলাম-৪ বার, ফাগুন-৩ বার, কহিল-৫বার
পদ্মা	তিন পঙ্‌ক্তিযুক্ত স্তবক-৪টি, দুই পঙক্তিযুক্ত স্তবক-১টি,
আঠারো বছর বয়স	বয়স- ১৯ বার, 'আঠারো বছর বয়সেই', 'আঠারো বছর বয়সের','আঠারো বছর বয়সে'-১ বার, 'আঠারো বছর বয়স'-৪ বার, 'আঠারো'-৯ বার, 'বছর'-৭ বার। এ বয়স-১২ বার।
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	বরকত-২ বার, সালাম-৪বার, মোট যতি চিহ্ন: ৩৪টি।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি', 'আমি আমার মায়ের কথা বলছি', 'আমি আমার ভালবাসার কথা বলছি'-২ বার করে, 'আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি'-৩ বার, 'যে কবিতা শুনতে জানে না'-৯ বার
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়'-৬ বার, 'নূরলদীন'-১২ বার, মোট যতিচিহ্ন: ৪৭টি।
ছবি	ছবি ৭ বার। ছবির মতো-৪ বার।

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

এক নজরে প্রবন্ধ/গল্প ও কবিতায় উল্লিখিত মাদক/নেশা জাতীয় উপকরণ এবং প্রাণীর নাম

প্রবন্ধ/গল্প/কবিতার নাম	উল্লিখিত উপকরণের নাম	উল্লিখিত প্রাণী
অপরিচিতা	হুঁকা, তামাক, গুড়গুড়ি	প্রজাপতি, ভ্রমর, রাজহাঁস, হস্তী, সাপ
বিলাসী	গাঁজা, গুলি	
আহ্বান	–	গরু
মানব-কল্যাণ	কুড়াল	-
মাসি–পিসি	কাটারি, দা, বটি, রামদা, কম্বল,কাঁথা, কলসি	বাঘ, ছাগল, গোরু, শকুন, ('শকুন' নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় কবিতাটিতেও আছে)
মহাজাগতিক কিউরেটর	নিউক্লিয়ার বোমা	বাঘ, কুকুর, সাপ, হাতি, তিমি, হরিণ, পিঁপড়া, ডাইনোসর , মানুষ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া (১১টি)
নেকলেস	বন্দুক, সুরুয়া,পশমি চাদর	সিংহ, মুরগি, ভরত পাখি, রোহিত মাছ
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	চাঁদ(উপগ্রহ)	রাজহংস, মৃগেন্দ্র, শৃগাল, ফণী

এক নজরে প্রবন্ধ/গল্পে এবং কবিতায় ব্যবহৃত রং, ফল/ফুল

প্রবন্ধ/গল্প/কবিতার নাম	উল্লিখিত রং	উল্লিখিত ফল/ফুল/বৃক্ষ
অপরিচিতা	কালো, লাল, সবুজ	পদ্ম, শিমুল ফুল, রজনীগন্ধা, বকুল, মাকাল (ফল)
বিলাসী	নীল, গেরুয়া	আম, বঁইচি, কাঁঠাল, রম্ভা, আনারস।
গৃহ	-	কুল (বরই)
আহ্বান	–	কাঁচকলা, কুমড়ো, লেবু, আম, খেজুর, কাঁঠাল (বৃক্ষ)
মাসি-পিসি	সাদা, লাল	কাঁঠাল (বৃক্ষ)
বায়ান্নর দিনগুলো	–	কাগজি লেবু, ডাব
মহাজাগতিক কিউরেটর	নীল	
রেইনকোট	বেগুনি, লাল, কালো	–
নেকলেস	লাল, কালো, গোলাপি	গোলাপ ফুল
তাহারেই পড়ে মনে	–	আম, বাতাবি নেবু
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	হরিৎ (সবুজ)	কৃষ্ণচূড়া (২ বার)
ছবি	নীল, সোনালি	-
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	–	রক্তজবা

এক নজরে প্রবন্ধ/গল্প ও কবিতায় উল্লিখিত ঋতু,বারের নাম এবং গাড়ির নাম

গল্প/কবিতার নাম	উল্লিখিত ঋতু ও মাস	বারের নাম	গাড়ির নাম
অপরিচিতা	বসন্ত	–	রেলগাড়ি/ ট্রেন
বিলাসী	গ্রীষ্ম, বর্ষা	শনিবার, মঙ্গলবার	-
আহ্বান	আশ্বিন, জ্যৈষ্ঠ, শরৎ(ঋতু)		
বায়ান্নর দিনগুলো	ফেব্রুয়ারি	--	ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল, জাহাজ, বড় নৌকা, ট্রেন, ট্যাক্সি
গৃহ	চৈত্র (মাস)	-	-
রেইনকোট	হেমন্ত (ঋতু), বর্ষা (ঋতু), শীত (ঋতু), জুলাই (মাস) এপ্রিল (মাস), জুন (মাস)	শুক্র, শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি (রবি, সোম উল্লেখ নেই)	ঠেলাগাড়ি, বাস, জিপ, রিক্সা, নৌকা
নেকলেস	ফেব্রুয়ারি, গ্রীষ্ম (ঋতু)	রবিবার	–
সোনার তরী	বর্ষা (ঋতু), শ্রাবণ (মাস)	-	
তাহারেই পড়ে মনে	বসন্ত, শীত (ঋতু), মাঘ, ফাল্গুন (মাস)	–	–

একনজরে প্রবন্ধ/গল্পের লেখকের নাম এবং ভাষারীতি

প্রবন্ধ/গল্প	লেখকের নাম	ভাষারীতি
বাঙালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাধুরীতি
অপরিচিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাধুরীতি
গৃহ	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	সাধুরীতি
বিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাধুরীতি
আমার পথ	কাজী নজরুল ইসলাম	চলিতরীতি
মাসি-পিসি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	চলিতরীতি
বায়ান্নর দিনগুলো	শেখ মুজিবুর রহমান	চলিতরীতি

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

প্রবন্ধ/গল্প	লেখকের নাম	ভাষারীতি
রেইনকোট	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চলিতরীতি
মহাজাগতিক কিউরেটর	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	চলিতরীতি
নেকলেস	গী দ্য মোপাসাঁ	চলিতরীতি
মানব-কল্যাণ	আবুল ফজল	চলিতরীতি
আহ্বান	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	চলিতরীতি

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস্

সাধুরীতির গদ্য: বিলাসী অপরিচিতার বাঙালি গৃহে প্রবেশ করল।(বাকি গদ্যগুলো চলিতরীতিতে রচিত)।

গদ্যের প্রথম লাইন, শেষ লাইন, উৎস এবং ভাষারীতি

গদ্য

০১ : বাঙালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

- **প্রথম বাক্য :** যশের জন্য লিখবেন না।
- **শেষ বাক্য :** এই নিয়মগুলো বাঙ্গালার লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।
- **উৎস:**'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রচার' পত্রিকায় ১৮৮৫ সালে। পরে এটি 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **ভাষারীতি:** সাধুরীতি।

০২ : অপরিচিতা

- **প্রথম বাক্য :** আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র।
- **শেষ বাক্য :** ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।
- **উৎস:'অপরিচিতা'** গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক **'সবুজপত্র'** পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের(১৯১৪) **'কার্তিক'** সংখ্যায়। গল্পটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রনাথের গল্পসংকলন **'গল্পসপ্তক'**-এ এবং পরে **'গল্পগুচ্ছ'** তৃতীয় খণ্ডে।
- **ভাষারীতি:** সাধুরীতি।

০৩ : বিলাসী

- **প্রথম বাক্য :** পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই।
- **শেষ বাক্য :** আমি শুধু এই বলিব যে, ... আরও পাঁচজন মানুষের মতো দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।
- **উৎস:** 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে (১৯১৮) বৈশাখ সংখ্যায়।
- **ভাষারীতি:** সাধুরীতি।

০৪ : গৃহ

- **প্রথম বাক্য:** গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন-বুঝায় যেখানে দিবাশেষে গৃহী কর্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে।
- **শেষ বাক্য:** সকলেরই গৃহ আছে-নাই কেবল আমাদের।
- **উৎস:**'গৃহ' প্রবন্ধটি 'মতিচূর' গ্রন্থের অন্তর্গত।
- **ভাষারীতি:** সাধুরীতি।

০৫ : আহ্বান

- **প্রথম বাক্য:** দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই।
- **শেষ বাক্য:** সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো, -অ মোর গোপাল।
- **উৎস: 'আহ্বান'** গল্পটি নেয়া হয়েছে **'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি'** থেকে।
- **ভাষারীতি:** চলিতরীতি।

০৬ : আমার পথ

- **প্রথম বাক্য:** আমার কর্ণধার আমি।
- **শেষ বাক্য:** দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য,শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝান্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।
- **উৎস: 'আমার পথ'** প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের **'রুদ্র-মঙ্গল'** নামক প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে ।
- **ভাষারীতি:** চলিতরীতি।

০৭ : মানব কল্যাণ

- **প্রথম বাক্য:** মানব-কল্যাণ-এ শিরোনাম আমার দেওয়া নয়।
- **শেষ বাক্য:** তা করা হইলে মানব কল্যাণ হয়ে উঠবে মানব মর্যাদার সহায়ক।
- **উৎস:**'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি 'মানবতন্ত্র' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।
- **ভাষারীতি:** চলিতরীতি।

০৮ : মাসি-পিসি

- **প্রথম বাক্য:** শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা।
- **শেষ বাক্য:** যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।
- **উৎস:'মাসি-পিসি'** গল্পটি প্রথম প্রকাশিত - কলকাতার **'পূর্বাশা'** পত্রিকায়। ১৩৫২ বঙ্গাব্দের **'চৈত্র'**সংখ্যায়(১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে)। পরে গল্পটি সংকলিত হয় **'পরিস্থিতি'** (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে। পাঠ্য বইয়ে গল্পটি নেয়া হয়েছে **'ঐতিহ্য'** প্রকাশিত **'মানিক রচনাবলির পঞ্চমখণ্ড'** থেকে।
- **ভাষারীতি:** চলিতরীতি।

০৯ : বায়ান্নর দিনগুলো

- **প্রথম বাক্য:** এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য।
- **শেষ বাক্য:** শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।
- **উৎস:'বায়ান্নর দিনগুলো'** নেয়া হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের **'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'** (২০১২) গ্রন্থ থেকে।
- **ভাষারীতি:** চলিতরীতি।

১০ : রেইনকোট

- **প্রথম বাক্য:** ভোররাত থেকে বৃষ্টি।
- **শেষ বাক্য:** তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।
- **উৎস: 'রেইনকোট'** গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। পরে গল্পটি লেখকের সর্বশেষ গ্রন্থ **'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল'**(১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। পাঠ্য বইয়ে গল্পটি নেয়া হয়েছে **আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১** থেকে।
- **ভাষারীতি:** চলিতরীতি।

১১ : মহাজাগতিক কিউরেটর

- **প্রথম বাক্য:** সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো। প্রথম প্রাণীটি বলল, 'এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।'
- **শেষ বাক্য:** দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।
- **উৎস:'মহাজাগতিক কিউরেটর'** গল্পটি মুহাম্মদ জাফর ইকবালের **'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র তৃতীয় খণ্ডের'**(২০০২) অন্তর্গত **'জলজ'** গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।
- **ভাষারীতি:** চলিতরীতি।

শিক্ষায় সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

১২ : নেকলেস

- **প্রথম বাক্য:** সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী।
- **শেষ বাক্য:** তার দাম পাঁচশত ফ্রাঁর বেশি হবে না।'
- **উৎস:** বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁর **La Parure** গল্পের বাংলা অনুবাদের নাম **'নেকলেস'**। যা ফরাসি পত্রিকা **'La Gaulois** তে ১৮৮৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়।
- **ভাষারীতি:** চলিতরীতি।

কবিতা

০১ : বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

- **প্রথম লাইন :** "এতক্ষণে"– অরিন্দম কহিলা বিষাদে–
- **শেষ লাইন :** গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।"
- **উৎস:** 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু **'মেঘনাদবধ' কাব্যের 'বধ' নামক ৬ষ্ঠ সর্গ** থেকে নেয়া হয়েছে।
- **ছন্দ:** 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি- **১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতি স্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে** রচিত। কবিতাটির ছন্দ অমিত্রাক্ষর কারণ- প্রথম পঙক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় পঙক্তির চরণান্তের মিলহীনতা। কাব্যাংশের প্রতিটি পঙক্তি- **১৪ মাত্রা**। চরণ গুলো **৮+৬ মাত্রার দুটি পর্বে** বিন্যস্ত। এ কবিতায় যতিপাত বা বিরাম চিহ্নের স্বাধীন ব্যবহার হয়েছে বিষয় বা বক্তব্যের অর্থের অনুষঙ্গে।

০২ : সোনার তরী

- **প্রথম লাইন :** গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
- **শেষ লাইন :** যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।
- **উৎস:** 'সোনার তরী' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের কবিতা।
- **ছন্দ:** কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতায় অধিকাংশ পঙক্তি ৮+৫ মাত্রার পূর্ণপর্বে বিন্যস্ত।

০৩ : বিদ্রোহী

- **প্রথম লাইন :** বল বীর-
- **শেষ লাইন :** বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!
- **উৎস:** পাঠ্য বইয়ে **'বিদ্রোহী'** কবিতাটি সংকলিত হয়েছে **'অগ্নিবীণা (১৯২২)'** কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে ১২টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কাব্যটি উৎসর্গ করেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে।
- **ছন্দ:** মাত্রাবৃত্ত।

০৪ : প্রতিদান

- **প্রথম লাইন :** আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।
- **শেষ লাইন :** আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
- **উৎস:** 'প্রতিদান' কবিতাটি কবি জসীমউদ্‌দীনের 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- **ছন্দ:** মাত্রাবৃত্ত। ১ম, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে ৬ মাত্রার ৩টি করে এবং ২ মাত্রার ১টি করে অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।

০৫ : সুচেতনা

- **প্রথম লাইন :** সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ।
- **শেষ লাইন :** শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।
- **উৎস:** 'সুচেতনা' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- **ছন্দ:** মাত্রাবৃত্ত।

০৬ : তাহারেই পড়ে মনে

- **প্রথম লাইন :** "হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
- **শেষ লাইন :** রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।"
- **উৎস:**'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি ১৯৩৫ সালে **'মাসিক মোহাম্মদী'** পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের দুঃখময় জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। কবির সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা **স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের** মৃত্যুতে (১৯৩২) তাঁর জীবনে নেমে আসে প্রচণ্ড শূন্যতা। তারই প্রেক্ষাপটে কবি কবিতাটি রচনা করেন।
- **ছন্দ:** অক্ষরবৃত্ত।

০৭ : পদ্মা

- **প্রথম লাইন :** অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ।
- **শেষ লাইন :** তোমার সুতীব্র গতি; তোমার প্রদীপ্ত স্রোতধারা।।
- **উৎস:** 'পদ্মা' কবিতাটি নেয়া হয়েছে-**'কাফেলা' (১৯৮০)** কাব্যগ্রন্থ থেকে। 'কাফেলা' কাব্য সাতটি সনেটের সমন্বয়ে রচিত। সংকলনভুক্ত কবিতাটি পাঁচ সংখ্যক সনেট।
- **ছন্দ:** পদ্মা চতুর্দশপদী (Sonnet) কবিতা। তিন পঙ্‌ক্তিযুক্ত চারটি স্তাবক এবং শেষে দুই পঙ্‌ক্তিযুক্ত একটি স্তাবকে কবিতাটি বিন্যস্ত। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে ১৮ মাত্রা। কবিতাটি মিল বিন্যাস কখক খগখ গঘগ ঘঙঘ ঙঙ।

০৮ : আঠারো বছর বয়স

- **প্রথম লাইন :** আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
- **শেষ লাইন :** এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥
- **উৎস:** "আঠারো বছর বয়স" কবিতাটি নেয়া হয়েছে **"ছাড়পত্র"** কাব্যগ্রন্থ থেকে।
- **ছন্দ:** মাত্রাবৃত্ত (৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত)।

০৯ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

- **প্রথম লাইন :** আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
- **শেষ লাইন :** শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।
- **উৎস:** ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি নেয়া হয়েছে **'নিজ বাসভূমে'** কাব্যগ্রন্থ থেকে।
- **ছন্দ:** গদ্যছন্দ।

১০ : আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

- **প্রথম লাইন :** আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
- **শেষ লাইন :** আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।
- **উৎস:** 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি নেয়া হয়েছে-**'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'** কাব্যগ্রন্থ থেকে।
- **ছন্দ:** গদ্যছন্দ।

১১ : নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

- **প্রথম লাইন :** নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
- **শেষ লাইন :** দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?"
- **উৎস:** 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি **'নূরলদীনের সারা জীবন'** কাব্য **নাটকের প্রস্তাবনাংশ থেকে** নেওয়া হয়েছে।
- **ছন্দ:** গদ্যছন্দ।

১২ : ছবি

- **প্রথম লাইন :** আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ
- **শেষ লাইন :** এই ছবির মতো দেশের-থিম!
- **উৎস:** 'ছবি' কবিতাটি 'আপন যৌবন বৈরী' কাব্যের অন্তর্গত।
- **ছন্দ:** কবিতাটি গদ্য ছন্দে রচিত।

একনজরে কবিতা, কবির নাম, স্তবক সংখ্যা, চরণ সংখ্যা ও ছন্দ

কবিতা	লেখকের নাম	স্তবক সংখ্যা	চরণ সংখ্যা	ছন্দ
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১	৭২	অক্ষরবৃত্ত
সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬	৪২	মাত্রাবৃত্ত
বিদ্রোহী	কাজী নজরুল ইসলাম	–	-	মাত্রাবৃত্ত

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

কবিতা	লেখকের নাম	স্তবক সংখ্যা	চরণ সংখ্যা	ছন্দ
প্রতিদান	জসীমউদ্‌দীন	-	-	মাত্রাবৃত্ত
সুচেতনা	জীবনানন্দ দাশ	-	২৫	মাত্রাবৃত্ত
তাহারেই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল	৫	৩০	অক্ষরবৃত্ত
পদ্মা	ফররুখ আহমদ	৫	১৪	অক্ষরবৃত্ত
আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য	৮	৩২	মাত্রাবৃত্ত (৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত)
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	শামসুর রাহমান	৫	২৮	গদ্যছন্দ
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	৭	৬৮	গদ্যছন্দ
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	সৈয়দ শামসুল হক	–	৪২	গদ্যছন্দ
ছবি	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	-	-	গদ্যছন্দ

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস্

- **গদ্যছন্দের কবিতা:** কিংবদন্তি নূরলদীন ফেব্রুয়ারিতে ১৯৬৯ এ গদ্যের ছবি তোলে।
- **মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা:** সুকান্ত বিদ্রোহের প্রতিদানে আঠারো সুচেতনা মাত্রা দিল সোনার তরীতে।
- **অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতা:** বিভীষণকে মনে পড়ে পদ্মার অক্ষরে।

পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ/গল্পের উৎস, প্রকাশকাল

প্রবন্ধ/গল্প	উৎস	প্রকাশকাল	যে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত
বাঙালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন		১৮৮৫ খ্রি.	বিবিধ প্রবন্ধ
অপরিচিতা	'সবুজপত্র' (কার্তিক সংখ্যায়)	১৯১৪ খ্রি: (১৩২১ ব:)	প্রথম 'গল্পসপ্তক গ্রন্থে (১৯১৬); পরে গল্পগুচ্ছ ৩য় খণ্ডে (১৯২৭)
বিলাসী	ভারতী পত্রিকা	১৯১৮	'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রি.) বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
আহ্বান	--------	---------	''বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি''
আমার পথ	--------	১৯৩২ খ্রি.	রুদ্রমঙ্গল (১৯২৭) প্রবন্ধগ্রন্থ
মানব-কল্যাণ	--------	------	প্রবন্ধটি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। এটি প্রথম 'মানবতন্ত্র' গ্রন্থে সংকলিত হয়।
মাসি-পিসি	'চৈত্র সংখ্যায়' (মার্চ-এপ্রিল,১৯৪৬) পূর্বাশা ১৩৫২ বঙ্গাব্দ	১৯৪৬ খ্রি: (মার্চ-এপ্রিল) ১৩৫২ বঙ্গাব্দ	'পরিস্থিতি' (১৯৪৬ অক্টোবর) ঐতিহ্য প্রকাশিত মানিক রচনাবলির ৫ম খণ্ড
বায়ান্নর দিনগুলো	------	------	'অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২)
গৃহ			
রেইনকোট	--------	১৯৯৫ খ্রি:	প্রথম সংকলন 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) বর্তমান সংকলন আক্তারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনাসমগ্র-১
মহাজাগতিক কিউরেটর	---------	---------	'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত। বর্তমান 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২)
নেকলেস	ফরাসি প্রত্রিকা La Gaulois' ১৭ই ফেব্রুয়ারি,১৯৮৪	১৮৮৪ খ্রি: (১৭ ফেব্রুয়ারি)	'La Parure'

পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত পদ্য/কবিতার উৎস, প্রকাশকাল

পদ্য/কবিতা	উৎস	প্রকাশকাল	যে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	-----	-----	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১, ৬ষ্ঠ সর্গ 'বধো')
সোনার তরী	এটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। কাব্যটি ১৮৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।	১৩৪৭ বঙ্গাব্দ	সোনার তরী
বিদ্রোহী	অগ্নিবীণা (১৯২২)	১৯২২ খ্রি:	অগ্নিবীণা (১৯২২)
প্রতিদান	কবিতাটি কবির 'বালুচর' (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।	-----	বালুচর
তাহারেই পড়ে মনে	'মাসিক মোহাম্মদী' নবম বর্ষ,ষষ্ঠ সংখ্যা (১৩৪২)	১৯৩৫ খ্রি:	সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)
আঠারো বছর বয়স	-------	-----	ছাড়পত্র (১৯৪৮)
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	-------	-----	নিজ বাসভূমে (১৯৭০)
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	-------	-----	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (১৯৮১)
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	-------	-----	কাব্যনাট্য: নূরলদীনের সারা জীবন (১৯৮২)

শিক্ষার সর্বাধুনিক পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসের উৎস, প্রকাশকাল

উপন্যাসের নাম	উৎস	প্রকাশকাল	যে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত
লালসালু	প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা-র কমরেড পাবলিশার্স থেকে	প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে	-------

পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত নাটকের উৎস, প্রকাশকাল

নাটকের নাম	উৎস	প্রকাশকাল	যে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত
সিরাজউদ্দৌলা	------	প্রথম প্রকাশিত হয়-১৯৬৫ সালে	-------

পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ/গল্পের মূলবক্তব্য ও নামকরণ

প্রবন্ধ/গল্প	মূলবক্তব্য	নামকরণ
বাঙালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার লক্ষ্যে নতুন লেখকের করণীয়।	বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে।
অপরিচিতা	যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ ও নারীর ব্যক্তিত্বের জাগরণ	অর্ন্তনিহিত তাৎপর্যের (অপরিচিতা) মানসীর প্রতি প্রেমিক হৃদয়ের দুর্বার আকর্ষণ
বিলাসী	মানব প্রেমের অপূর্ব মহিমা। তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বাস্তব চিত্র।	কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারে।
আহ্বান	উদার মানসিকতা	ভাবার্থের উপর ভিত্তি করে।
আমার পথ	সত্যকে ধারণ করা	বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের উপর।
মানব-কল্যাণ	সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো।	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
মাসি-পিসি	পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নারী	গল্পের মুখ্যচরিত্রের সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে। গল্পের নায়িকা তরুণী আহ্লাদি যাকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে।
বায়ান্নর দিনগুলো	ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
গৃহ	পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজ গৃহেও নারীর অসহায়ত্ব।	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
রেইনকোট	মুক্তিযুদ্ধ ও পাকবাহিনীর দখলদারিত্ব	বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে।
মহাজাগতিক কিউরেটর	মানুষের বিধ্বংসী রূপ	কেন্দ্রীয় চরিত্রদ্বয়ের নামানুসারে।
নেকলেস	ভাগ্যের বিড়ম্বনা	মূল গল্পের অনুবাদে গল্পটির বিষয়বস্তুর আলোকে নামকরণ করা হয়েছে 'নেকলেস'।

পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত পদ্য/কবিতার মূলবক্তব্য ও নামকরণ

পদ্য/কবিতা	মূলবক্তব্য	নামকরণ
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ও তার জন্য সংগ্রাম।	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
সোনার তরী	জীবন দর্শন। কর্মীর চেয়ে কর্ম অধিক প্রত্যাশিত।	অন্তর্নিহিত ভাবের উপর।
বিদ্রোহী	ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ।	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
প্রতিদান	ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতা। প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা।	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
তাহারেই পড়ে মনে	বিষাদময় রিক্ততার সুর/মূলত বিয়োগ ব্যথা	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
সুচেতনা	বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলৌকিক পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখা। কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণে কবির আরধ্য চেতনা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা।	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
পদ্মা	প্রমত্ত পদ্মার ভয়ংকর ও কল্যাণময়ী রূপের সঙ্গে এদেশের জনজীবনের একাত্মতা। মানবজীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সংগ্রামের মাধ্যমেই জীবনকে সফল করে তুলতে হয়।	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
আঠারো বছর বয়স	বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্য	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	দেশপ্রেম	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	বাঙ্গালির হাজার বছরের ইতিহাস	বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে।
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব	প্রতীকি চরিত্র নূরলদীনের উপর ভিত্তি করে।
ছবি	ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মহুতির মধ্যদিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বরূপ।	বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে।

পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসের নাম ও মূলবক্তব্য

উপন্যাসের নাম	মূলবক্তব্য
লালসালু	ধর্মীয় গোড়ামী/ধর্ম ব্যবসা কেন্দ্রীয় ভণ্ডামি/ধর্মকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়া

পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত নাটকের নাম ও মূলবক্তব্য

নাটকের নাম	মূলবক্তব্য
সিরাজউদ্দৌলা	স্বদেশ প্রেম/মাতৃভূমিকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

পাঠ্য সূচি

গদ্যাংশ

গদ্যাংশ: ১ম খণ্ড [সংক্ষিপ্ত সিলেবাস- ২০২৩ অনুসারে]

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
০১	আমার পথ	৩৯-৫২
০২	বিলাসী	৫৩-৭১
০৩	অপরিচিতা	৭২-৯৬
০৪	মানব কল্যাণ	৯৭-১০৬
০৫	মাসি-পিসি	১০৭-১১৮
০৬	বায়ান্নর দিনগুলো	১১৯-১৩২
০৭	রেইনকোট	১৩৩-১৪৬

গদ্যাংশ: ২য় খণ্ড [সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের বাকি অংশ- ২০২৩ অনুসারে]

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
০৮	বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	১৪৭-১৫৪
০৯	গৃহ	১৫৫-১৬৩
১০	আহ্বান	১৬৪-১৭২
১১	মহাজাগতিক কিউরেটর	১৭৩-১৭৯
১২	নেকলেস	১৮০-১৮৯

Academic & Admission pathshala
শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়

আসপেক্ট বাংলা বইটির গদ্যাংশ যেভাবে সাজানো:

- ✪ শিখন-০১: লেখক পরিচিতি
- ✪ শিখন-০২: মূলপাঠ
- ✪ শিখন-০৩: শব্দার্থ ও টীকা
- ✪ শিখন-০৪: ভাষাভিত্তিক তথ্য
- ✪ শিখন-০৫: গল্পের খুঁটিনাটি ও অন্যান্য তথ্য
- ✪ শিখন-০৬: পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ [বিশ্ববিদ্যালয়ের লিখিত ও এইচএসসি]
- ✪ শিখন-০৭: প্রাইম টেস্ট/ অনুশীলন

দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেশসেরা
আসপেক্ট সিরিজ-এর বইগুলো সর্বদাই অতুলনীয়

পথ চলার ১ যুগ পেরিয়ে

ASPECT SERIES

পাঠ্যবইকে সহজ করার প্রয়াস...

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

গদ্য অধ্যায় ২

বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮)

সার্ভে টেবিল

কী পড়ব? ○ কেন পড়ব? ○ কোথা হতে পড়ব? ○ কতটুকু পড়ব?

বিষয়বস্তু	যা পড়বে	যে কারণে পড়বে						প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা	
		ঢাবি	জবি	জাবি	রাবি	চবি	এইচএসসি	বহুনির্বাচনী	লিখিত
শিখন-০১	লেখক পরিচিতি	৫০%	৬০%	৫০%	৭০%	৭০%	৮০%	★★	★
শিখন-০২	মূলপাঠ	৯০%	৭০%	৭০%	৮০%	৬০%	৬০%	★★★	★★★
শিখন-০৩	শব্দার্থ ও টীকা	৫০%	৩০%	৫০%	৫০%	৩০%	৫০%	★★	★★
শিখন-০৪	ভাষাভিত্তিক তথ্য	৬০%	৪০%	৬০%	৩০%	৫০%	৩০%	★	★
শিখন-০৫	গল্পের খুঁটিনাটি ও অন্যান্য তথ্য	৮০%	৫০%	৪০%	৬০%	৩০%	২০%	★	★
শিখন-০৬	পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ [বিশ্ববিদ্যালয়ের লিখিত ও এইচএসসি]	২০%	৩০%	৪০%	৩০%	৪০%	৮০%	★★	★★★
শিখন-০৭	অনুশীলন/প্রাইম টেস্ট	৩০%	২০%	১০%	৪০%	৬০%	৪০%	★★	★★

মূলভাব	সাপুড়ে মেয়ে বিলাসী অসুস্থ কায়স্থ ছেলে মৃত্যুঞ্জয়কে দিনরাত সেবা করে ভালো করে তোলে। কায়স্থের ছেলে হয়ে অন্ত্যজ বিলাসীর কাছ থেকে সেবা নেওয়াটা মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়া ভালোভাবে নেয়নি। এ নিয়ে সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড় করান মৃত্যুঞ্জয়কে। মিত্তির বংশের মুখে কালি লেপনের অভিযোগ আনেন মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে। খুড়ার মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধাচরণ করার পেছনে মূলত মৃত্যুঞ্জয়ের আম-কাঁঠালের বাগানটি দখলে নেওয়ার ব্যাপারটি কাজ করে। কারণ খুড়া ছাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের আর কেউ ছিল না। মৃত্যুঞ্জয়কে গ্রামছাড়া করতে পারলে তিনিই হবেন বাগানটির মালিক। মৃত্যুঞ্জয়ের খুড়া একসময় সফলও হন। মৃত্যুঞ্জয় পারিপার্শ্বিকতার চাপে জাত বিসর্জন দিয়ে সাপুড়ে হয়ে বিলাসীকে বিয়ে করে মালোপাড়ায় বসবাস করতে থাকে।
মূলসুর	মানব প্রেমের অপূর্ব মহিমা। তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বাস্তব চিত্র।
উৎস	এ গল্পটি প্রথমে প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) বৈশাখ সংখ্যায়।
ভাষারীতি	সাধুরীতি।

শিখন-০১ লেখক পরিচিতি

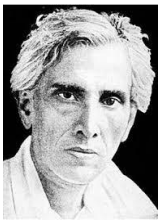

- **জন্ম ও জন্মস্থান** : ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।
- **পিতা ও মাতা নাম** : পিতা- মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতা- ভুবনমোহিনী দেবী।
- **শিক্ষাজীবন** : এফএ শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে।
- **পেশা** : রেঙ্গুনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কেরানি পদে চাকুরি করেন। পরে তিনি সাহিত্য রচনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।
- **ছদ্মনাম** : অনিলা দেবী
- **উপাধি** : অপরাজেয় কথাশিল্পী।

সাহিত্যকর্ম

- **উপন্যাস** : বড়দিদি, বিরাজ বৌ, দেবদাস, পণ্ডিতমশাই, পল্লিসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, দত্তা,। গৃহদাহ, রামের সুমতি, দেনা পাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন ইত্যাদি।

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস: শরৎচন্দ্রের **বড়দিদি** (১ম উপন্যাস) **পরিণীতা** ও **শ্রীকান্ত**কে নিয়ে **দেবদাস** সিনেমা দেখে **পথের দাবি, গৃহদাহ, দত্তা, দেনা-পাওনা, শেষ প্রশ্ন, শেষের পরিচয়** উপন্যাস কিনে ঘরে ফিরে। **চন্দ্রনাথে**র, **বিপ্রদাস, বামুনের মেয়ে, বিরাজ বৌ** কে বিয়ে করে জানতে পারে সে ছিল **অরক্ষণীয়া, চরিত্রহীন**। **পণ্ডিতমশাই, বৈকুণ্ঠের উইল** পড়ে **পল্লীসমাজের নিষ্কৃতি**র জন্য **নববিধান** চালু করে।

- **গল্প** : মন্দির (প্রথম গল্প– কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত), সতী, বিলাসী, মামলার ফল, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, ছবি রামের সুমতি, মেজদিদি, পরিণীতা, বিন্দুর ছেলে, অরক্ষণীয়া। ইত্যাদি।

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস: **কাশীনাথ একাদশী বৈরাগী**র নাম নিয়ে **অতিথি সতী বিলাসী মহেশের ছবি মন্দিরে** স্থাপন করল। **মেজদিদি অভাগীর স্বর্গ** গল্প পড়ে জানতে পায় **বিন্দুর ছেলে রামের সুমতি** ছিল **অনুরাধা**র **স্বামী**।

- **নাটক** : ষোড়শী, রমা, বিজয়া।

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস: **ষোড়শী** নারী ছিল **বিজয়া রমা**।

- **প্রবন্ধ** : নারীর মূল্য, তরুণের বিদ্রোহ, স্বদেশ ও সাহিত্য, স্বরাজ সাধনায় নারী।

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস: তরুণেরা বিদ্রোহ করে স্বদেশ ও সাহিত্যে নারীর মূল্য বোঝাতে।

শরৎচন্দ্রের রচনাসমগ্র মনে রাখার সুপার ট্রিকস: প্রিয় দেবদাস, তুমি বলেছিলে আমি অরক্ষণীয়া। কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভাঙলো। এতদিন বড়দিদি ও মেজদিদির পথনির্দেশে চলেও যখন হরিলক্ষী ও রামের সুমতি হলো না তখন পথের দাবী ছেড়ে দিয়ে পথেই নামলাম। বামুনের মেয়ে হয়ে অন্যজাতের ছেলে কাশীনাথ ও শ্রীকান্তের সাথে, বাংলা ছবি দেখার অপরাধে স্বামীর বিষনজরে পড়লাম এবং তার দেয়া নববিধানে আমি চরিত্রহীন হলাম। তোমার কাছে আমার শেষপ্রশ্ন পল্লীসমাজ কি নারীকে গৃহদাহ থেকে মুক্তি দিবে না? ইতি তোমারই পার্বতী।

অর্জন	১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে তাঁকে সম্মান সূচক ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করে।
মৃত্যু	• ১৯৩৮ সালে ১৬ জানুয়ারি কলকাতায়।

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

শিখন-০২ মূলপাঠ

পার্ট-০১ মূলপাঠ বিশ্লেষণ

পাকা (সম্পূর্ণ) **দুই ক্রোশ** (এক ক্রোশ মানে দুই মাইলের একটু বেশি অর্থাৎ অনুমানিক ২.২৭২ মাইল বা আনুমানিক ৩.৬৫৬ কিলোমিটার।) **পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই।** (তখন স্কুলের সংখ্যা খুব কম ছিল এবং রাস্তাঘাট, যানবাহন তেমন ছিল না। তাই কাছে স্কুল না থাকায় পড়ালেখার জন্য অনেক দূর পায়ে হেঁটে যেতে হতো।) **আমি একা নই-দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী** (বাড়ি) **পল্লিগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশিজনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়-চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি** (গাণিতিকভাবে, চার ক্রোশ মানে আট মাইলের একটু বেশি হলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-বর্ষার দিনে মেঘের জল, এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনের খরতাপ ও ধুলার কারণে গল্পকথকদের যাতায়াতের সেই চার ক্রোশ পথ ঢের বেশি বলে মনে হতো।) **-বর্ষার দিনে মাথার ওপর মেঘের জল, পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধুলার সাগর সাঁতার দিয়া, স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী** (হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বীণাপাণি।) **খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।** (লেখক উক্তিটি তৎকালীন বাস্তবতায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যার্জনের ক্লেশ প্রসঙ্গে বলেছেন। তৎকালে গল্পকথক ও তার সহপাঠীদের চার ক্রোশ পথ যাতায়াত করে বর্ষার দিনে মেঘের জল, এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে খরতাপ ও ধুলার পথ অতিক্রম করে স্কুলে যেতে হতো এত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত গ্রামের ছেলেদের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হতো না। এ দুর্ভাগা বালকদের প্রতি খুশি হয়ে মা-সরস্বতী বর বা আশীর্বাদ দেওয়ার পরিবর্তে বরং তাদের যন্ত্রণা দেখে কোথায় লুকাবেন, তা ভেবে পেতেন না। এখানে গ্রামের শিক্ষার্থীদের বিদ্যা অর্জনের প্রতিকূলতার চিত্র ফুটে উঠেছে।)

তারপরে এই কৃতবিদ্য (সুশিক্ষিত; বিদ্বান) **শিশুর দল বড়ো হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান-তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা যাঁদের ক্ষুধার জ্বালা, তাঁদের কথা না হয় নাই ধরিলাম কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন?** (অনেকে ক্ষুধার জ্বালায় পল্লি ত্যাগ করে। কিন্তু যাদের ক্ষুধার জ্বালা নেই, সেসব ভদ্রলোকেরাও পল্লি ত্যাগ করে শহরে গিয়ে বসবাস করে।) **তাঁরা বাস করিতে থাকিলে তো পল্লির এত দুর্দশা হয় না।** (এখানে পল্লির দুর্দশার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পল্লিঞ্চলে ঋতুভেদে জল, কাদা, প্রখর সূর্যতাপ ও ধুলোর পথ পার হয়ে শিক্ষার্থীদের দূর-দূরান্তের স্কুলে যেতে হয়। এছাড়া রয়েছে ম্যালেরিয়ার যন্ত্রণা। এজন্য আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তিরা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য শহরে পাড়ি দেন। একদিন ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেষ হলেও শহরের সুখ-সুবিধা ছেড়ে আর গ্রামে ফিরে আসে না। কিন্তু তারা যদি শহরে না গিয়ে পল্লির শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করতেন, কিংবা লেখাপড়া শেষ করে পল্লিতে ফিরে আসতেন, তাহলে পল্লির এ দুর্দশা আর থাকত না।)

ম্যালেরিয়া কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। (অ্যানোফেলিস নামের স্ত্রী জাতীয় মশার কামড়ের কারণে ম্যালেরিয়া হয়। তখন ম্যালেরিয়ার প্রভাবে মানুষ মারা যেত। ফলে এর থেকে বাঁচতে অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে বসবাস করত।) **সে থাক, কিন্তু ওই চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই-দুক্রোশের মধ্যে এমন আরও তো দুই-তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন বনে বঁইচি** (কাঁটাযুক্ত একরকম ছোটো গাছ ও তার ফল) **ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি** (কলার ছড়া) **কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রং ধরিয়াছে, কার পুকুরপাড়ের খেজুরমেতি** (খেজুর গাছের মাথার কাছের নরম মিষ্টি অংশ) **কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসলে যা বিদ্যা-কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কী** (প্রকৃত উচ্চারণ কামচাটকা (Kamchatka) রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বে অবস্থিত উপদ্বীপ। এর দক্ষিণ-পশ্চিম ওখটক সাগর ও উত্তর পূর্বে বেরিং সাগর। উপদ্বীপটি পার্বত্য, তুন্দ্রা (তুষার আবৃত বৃক্ষহীন বিস্তীর্ণ সমতলভূমি) ও বনময়। বহু উষ্ণ প্রস্রবণ ও সতেরোটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে এখানে। প্রচুর স্যামন মাছ পাওয়া যায় বলে দ্বীপটি স্যামন মাছের দেশ নাম পরিচিত। রাজধানী শহরের নাম-পেত্রোপাভলোভস্ক।)**এবং সাইবেরিয়ার** (এশিয়ার উত্তরে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এশিয়া মহাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল এর মধ্যে পড়েছে। তুন্দ্রা, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, স্তেপ তৃণভূমি ও পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ 'বৈকাল' এখানে অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ চালু হওয়ার পর এখানে বহু শহর গড়ে উঠেছে।) **খনির মধ্যে রুপা মেলে, না সোনা মেলে-এ সকল দরকারি তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না।** (স্কুল দূরে থাকায় দু-তিনটি গ্রাম পার হয়ে স্কুলে যেতে হয়। তাদের লেখাপড়ার দিকে যত না আগ্রহ, তার থেকে বেশি আগ্রহ দুষ্টামির প্রতি। তার প্রকৃত বিদ্যা অর্জন করা তাদের আর সম্ভব হয় না।)

কাজেই একজামিনের সময় 'এডেন কী' (লোহিতসাগর ও আরব সাগরের প্রবেশপথে আরব দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত।) **জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার** (পারস্য বা ইরান দেশ) **বন্দর, আর হুমায়ুনের** (মোগল সাম্রাজের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র এবং দ্বিতীয় মোগল সম্রাট। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের পিতা।) **বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ** (ভারতবর্ষের ইতিহাসে তোগলক খাঁ নামে কোনো সম্রাট ছিলেন না। ইতিহাসে যে তিনজন বিখ্যাত তোগলক সম্রাটের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন: গিয়াসউদ্দিন তোগলক, মুহাম্মদ তোগলক ও ফিরোজ তোগলক।) **এবং আজ চল্লিশের কোঠা** (এখানে চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত বয়সসীমা) **পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় একরকমই আছে-তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য** (তারা যেহেতু ঠিকভাবে লেখাপড়া করে না, এজন্য পরীক্ষায় যা আসে তা ঠিক উত্তর দিতে না পেরে মনে যা আসে তাই লিখে দিয়ে চলে আসে। তাদের প্রশ্ন আর উত্তরের সাথে কোনো মিল না থাকায় পরীক্ষায় ফেল করে। তখন তারা মাস্টার আর বিদ্যালয়কে দোষারোপ করে স্কুলে ছেড়ে দেয়।)

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে (এখানে অষ্টম শ্রেণিকে বুঝানো হয়েছে সেকালে মাধ্যমিক শিক্ষার শ্রেণি হিসাব করা হতো ওপর থেকে নিচের দিকে। দশম শ্রেণি তখন ছিল ফাস্ট ক্লাস, নবম শ্রেণি ছিল সেকেন্ড ক্লাস।) **পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না -সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের** (পুরাতত্ত্ববিদ। প্রাচীন ধ্বংস বশেষ, মুদ্রা লিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যার পণ্ডিত ব্যক্তি।) **গবেষণার বিষয়- আমরা কিন্তু তাহার ওই থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।** (এখানে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়কে ব্যঙ্গ করছে।)

তাহার ফোর্থ ক্লাসে (এখনকার সপ্তম শ্রেণি) **পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে** (এখনকার নবম শ্রেণি।) **উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়াবাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি** (একই বংশের) **খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা- সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়** (আফিমের তৈরি একরকম মাদক, যা বড়ির মতো গুলি পাকিয়ে ব্যবহার করা হয়।)**, এমনি আরও কত কী! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ওই বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল**

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

শিখন-০৫ গল্পের খুঁটিনাটি তথ্য

- **প্রথম লাইন**- পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই।
- **শেষ লাইন**- আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মতো দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মতো দুই-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত করার মত পাপ হয় না।
- "ঘন জঙ্গলের পথ। একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।"–উক্তিটি কার?- বিলাসীর।
- 'বিলাসী' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?– 'ভারতী' পত্রিকায়।
- হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগকে কী বলে?– কলি যুগ বলে।
- বর্তমানের কোন শ্রেণিকে পূর্বে ফোর্থ ক্লাস বলা হতো?– সপ্তম শ্রেণিকে।
- মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়াবাড়িতে কিসের বালাই নেই?-প্রাচীরের।
- ন্যাড়া প্রায় কত মাস মৃত্যুঞ্জয়ের খবর নেননি?-দুই মাস।
- মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কাটলে কতজন দেবদেবীর দোহাই পড়া হয়?-তেত্রিশ কোটি।
- 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়া কতটা পথ হেঁটে স্কুলে যেতেন?- দুই ক্রোশ।
- মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানটা কত বিঘার ছিল?-কুড়ি-পঁচিশ বিঘার।
- 'উপরের আদালতের হুকুম' বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?-স্রষ্টার নির্দেশ।
- 'বিলাসী' গল্পে ন্যাড়া তার এক আত্মীয়ের কাহিনি উল্লেখ করে কী বোঝাতে চেয়েছেন?-স্বেচ্ছাচারিতা।
- ছোটবাবু গ্রামের বারোয়ারি পূজা বাবদ কত টাকা দান করেছিলেন?-দুই শত টাকা।
- 'এন্ট্রান্স' কোন পরীক্ষার সমতুল্য?-মাধ্যমিক।
- মাঝে মাঝে আমাদের গুরুশিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত।-কী বিষয়ে?- শিকড় বিক্রি।
- 'যিনি মৃত্যুকে জয় করেন' তাকে কী বলা হয়?-মৃত্যুঞ্জয়।
- 'বিলাসী' আত্মহত্যা করেছিল কেন?-স্বামীর শোকে।
- "সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি।" কাদের বর দিবেন?- ছাত্রদের।
- 'বিলাসী' গল্পে কোন সময়ের সমাজব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে-বিশ শতকের।
- 'বিলাসী' গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকার কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে?-বৈশাখ।
- 'বিলাসী' গল্পটি কার জবানিতে বর্ণিত হয়েছে?- ন্যাড়ার।
- ন্যাড়া চরিত্রে কার ছেলেবেলার ছায়াপাত ঘটেছে?-শরৎচন্দ্রের।
- 'বিলাসী' গল্পের সমাজব্যবস্থায় কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?"-নিষ্ঠুর সমাজচিত্র।
- মৃত্যুঞ্জয় শয্যাগত ছিল?-প্রায় দুই মাস।
- ন্যাড়ার আত্মীয়া স্বামীর সাথে ঘর করেছে- ২৫ বছর।
- মৃত্যুঞ্জয় পড়িত-থার্ড ক্লাসে।
- মৃত্যুঞ্জয় হলো- বিলাসীর স্বামী।
- মৃত্যুঞ্জয় সামলাইতে পারত না- নগদ টাকার লোভ।
- মৃত্যুঞ্জয় শয্যাগত ছিল- ৪৫ দিন।
- বিলাসী মারা যায়- মৃত্যুঞ্জয়ের মারা যাওয়ার সাত দিনের মধ্যে।
- বাবা আমার সাথে নিকা দিয়াছে জানো?' উক্তিটি কার-বিলাসীর ।
- মৃত্যুঞ্জয় হলো- বিলাসীর স্বামী।
- মৃত্যুঞ্জয়কে কামড় দিয়েছিল- খরিশ গোখরা সাপ।
- মৃত্যুঞ্জয় ছিল- খুড়ার ভাইপো।
- ন্যাড়া কে? - লেখক।
- ন্যাড়ার বয়স-চল্লিসের কোঠা পার।
- খুড়ার বংশ -মিত্তির বংশ।
- মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশের লোক ছিল?- মিত্তির বংশের।
- মৃত্যুঞ্জয়ের বইগুলো কেমন ছিল?- ছেঁড়া-খোড়া ছিল।
- এডেন কিসের জন্য বিখ্যাত?- সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত।
- বিলাসীর পারিবারিক পদবি-মালো।

শিখন-০৬ পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ জোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লিখিত ও এইচএসসি

১ জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোনটি?
উত্তর শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'মন্দির'।

০২. 'বিলাসী' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর 'বিলাসী' গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

০৩. শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' কোন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল?
উত্তর শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' কুন্তলীন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল।

০৪. শরৎচন্দ্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করে?
উত্তর শরৎচন্দ্রকে চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে।

০৫. শরৎচন্দ্র যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সে গ্রামের নাম কী?
উত্তর শরৎচন্দ্র যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সে গ্রামের নাম 'দেবানন্দপুর'।

০৬. ন্যাড়া কতটা পথ হেঁটে বিদ্যা অর্জন করতে যেত?
উত্তর ন্যাড়া দুই ক্রোশ পথ হেঁটে বিদ্যা অর্জন করতে যেত।

০৭. মৃত্যুঞ্জয় কোন ক্লাসে পড়ত?
উত্তর মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাসে পড়ত।

০৮. মৃত্যুঞ্জয়ের আম কাঁঠালের বাগানটা কোথায় ছিল?
উত্তর মৃত্যুঞ্জয়ের আম কাঁঠালের বাগানটা গ্রামের একপ্রান্তে ছিল।

০৯. ন্যাড়া কিভাবে অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে গেল?
উত্তর ন্যাড়া লুকিয়ে অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে গেল।

১০. বুড়া মালো পেশায় কি ছিল?
উত্তর বুড়া মালো পেশায় সাপুড়ে ছিল।

১১. মৃত্যুঞ্জয় কতদিন যাবৎ শয্যাগত ছিল?
উত্তর মৃত্যুঞ্জয় দেড় মাস যাবৎ শয্যাগত ছিল।

১২. মৃত্যুঞ্জয়ের আম বাগানটার জমির পরিমাণ কত?
উত্তর মৃত্যুঞ্জয়ের আম বাগানটার জমির পরিমাণ ছিল কুড়ি-পঁচিশ বিঘা।

১৩. মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশের লোক ছিল?
উত্তর মৃত্যুঞ্জয় মিত্তির বংশের লোক ছিল।

১৪. কলার ছড়াকে 'বিলাসী' গল্পে কী নামে উপস্থাপন করা হয়েছে?
উত্তর কলার ছড়াকে 'বিলাসী' গল্পে 'রম্ভার কাঁদি' নামে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৫. বর্তমানের কোন শ্রেণিকে পূর্বে ফোর্থ ক্লাস বলা হলো?
উত্তর বর্তমানের সপ্তম শ্রেণিকে পূর্বে ফোর্থ ক্লাস বলা হলো।

২ লিখিত পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্নোত্তর

০১. "মা সরস্বতী খুশী হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
উত্তর 'বিলাসী' গল্পে তৎকালীন গ্রামীণ জীবনে শিক্ষা গ্রহণের কষ্ট ও নানা প্রতিকূলতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।
সেই সময় পল্লিগ্রামে বিদ্যালয় ছিল খুবই কম। তাই অনেক ক্লেশ স্বীকার করে বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজে, পায়ের নিচের কাদা মাড়িয়ে অনেক পথ হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে হতো। আবার গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের তাপ সহ্য করে, ধুলার সাগর পাড়ি দিতে হতো। গ্রামীণ জীবনে শিক্ষাগ্রহণের এ ধরনের বৈরী পরিবেশ ছিল বলে বিদ্যার দেবী সরস্বতী এসব শিক্ষার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে বর দেবার কথা ভুলে লজ্জায় মুখ লুকাতেই ব্যতিব্যস্ত। এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে সমকালীন গ্রামীণ জীবনের শিক্ষাব্যবস্থার নাজুক অবস্থাটিই তুলে ধরা হয়েছে।

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়

শিখন-০৭ | বহুনির্বাচনী ও লিখিত | **প্রাইম টেস্ট** | পড়া যখন শেষ, অনুশীলন হোক বেশ

সময় : ১০ মিনিট | পূর্ণমান : ১৬ × ১ = ১৬ | প্রাপ্ত নম্বর :

বহুনির্বাচনী

০১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত বছর বয়সে মনের ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন?
ক. ১৮ বছর খ. ২১ বছর
গ. ২৩ বছর ঘ. ২৪ বছর

০২. শরৎচন্দ্র রচিত প্রথম মুদ্রিত গল্প কোনটি?
ক. বিলাসী খ. মন্দির
গ. মহেশ ঘ. হরিলক্ষ্মী

০৩. কার বহু উপন্যাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে?
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

০৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
ক. কলকাতায় খ. আসামে গ. হুগলিতে ঘ. রেঙ্গুনে

০৫. 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়?
ক. সারদা খ. ভারতী গ. বঙ্গদর্শন ঘ. সবুজপত্র

০৬. 'বিলাসী' গল্পটি কার জবানিতে বর্ণিত হয়েছে?
ক. ন্যাড়ার খ. খুড়ার
গ. বিলাসীর ঘ. মৃত্যুঞ্জয়ের

০৭. 'বিলাসী' গল্পের নামকরণ করা হয় কীসের আলোকে?
ক. অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে খ. বিষয়বস্তুর আলোকে
গ. পটভূমির আলোকে ঘ. নায়িকা চরিত্রের আলোকে

০৮. 'বিলাসী' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি?
ক. ন্যাড়া খ. বিলাসী গ. মৃত্যুঞ্জয় ঘ. খুড়া

০৯. 'বিলাসী' গল্পে বর্ণিত যাদের বাড়ি পল্লিগ্রামে তাদের শতকরা কতভাগকে বিদ্যার্জনের জন্য দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়?
ক. ৪০ ভাগকে খ. ৬০ ভাগকে
গ. ৮০ ভাগকে ঘ. ১০০ ভাগকে

১০. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় কোন ক্লাসে পড়ত?
ক. ফার্স্ট ক্লাসে খ. সেকেন্ড ক্লাসে
গ. থার্ড ক্লাসে ঘ. ফোর্থ ক্লাসে

১১. "সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়" উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. বিস্ময় খ. ব্যঙ্গ গ. বিশ্বাস ঘ. হতাশা

১২. 'ওপরের আদালতের হুকুমে' বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?
ক. স্রষ্টার নির্দেশ খ. জজকোর্টের নির্দেশ
গ. খুড়ার নির্দেশ ঘ. হাইকোর্টের নির্দেশ

১৩. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে 'সুনাম' কথাটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. দুর্নাম খ. খ্যাতি গ. সম্মান ঘ. প্রতাপ

১৪. অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে ন্যাড়া কখন তার বাড়িতে যায়?
ক. দুপুরে খ. ভোরে
গ. সন্ধ্যায় ঘ. গভীর রাতে

১৫. মৃত্যুঞ্জয়কে সেবাযত্ন করে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে কে?
ক. বিলাসী খ. খুড়া
গ. ন্যাড়া ঘ. বুড়ো মালো

OMR SHEET

০১. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ
০২. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ
০৪. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ
০৫. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ

লিখিত

সময় : ১৫ মিনিট | পূর্ণমান : ১৫ | প্রাপ্ত নম্বর :

০১। 'সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৫
উত্তর .....

০২। 'বাঙালির বিষ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ৫
উত্তর .....

০৩। সংক্ষেপে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ৫ × ১ = ৫
ক. ন্যাড়া ও তার সহপাঠিরা কতটুকু পথ হেঁটে বিদ্যা অর্জন করতে যেত?
উত্তর .....
খ. মৃত্যুঞ্জয়ের আমবাগানের আয়তন কত?
উত্তর .....
গ. পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ কোনটি?
উত্তর .....
ঘ. "একলা যেতে ভয় করবে না তো?" উক্তিটি কে কাকে করেছিল?
উত্তর .....
ঙ. ন্যাড়ার ছোটবেলায় কয়টি বিষয়ের প্রতি প্রবল শখ ছিল?
উত্তর .....

উত্তরপত্র — বহুনির্বাচনী

০১. ঘ	০২. খ	০৩. গ	০৪. ক	০৫. খ	০৬. ক	০৭. ঘ	০৮. খ
০৯. গ	১০. গ	১১. খ	১২. ক	১৩. ক	১৪. গ	১৫. ক	

উত্তর বিশ্লেষণ — লিখিত

প্রশ্ন	ব্যাখ্যা
০১	মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে ভালবেসে পুরোদস্তুর সাপুড়ে বনে যায়, আর ন্যাড়া তখন তার সাগরেদ। একদিন সাপ ধরতে যেয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিষধর খরিশ গোখ্‌রা সাপের ছোবল খায়। আর তখন ন্যাড়া বুঝতে পারে তন্ত্র, মন্ত্র, মাদুলী, বিষ হরির আজ্ঞা আজা আর কোন কাজে আসবে না। কারণ সাপের বিষ অব্যর্থ, তা বাঙালির বিষের মত মুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এক সময় সারা দেহেই বিষক্রিয়া ছড়াবে, আর মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুমুখে পতিত হবে।
০২	'বাঙালির বিষ' বলতে কবি বাঙালির ক্ষণস্থায়ী ক্রোধ বা বিদ্বেষকে বুঝিয়েছেন। বাঙালির রাগ আছে, হিংসা-বিদ্বেষ আছে। কিন্তু তা কখনো দিনের পর দিন বা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে না। মনের মধ্যে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তা পুষে রাখে না। রাগ বা হিংসার বশে কারও কোনো ক্ষতি বা খুনকারাবিও করে না। বাকবিতণ্ডা বা অকথ্য গালাগালের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী। সাপের বিষ যেমন অব্যর্থভাবে কার্যকর অর্থাৎ কামড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা মৃত্যুর ঘন্টা বাজিয়ে দেয়, বাঙালির কথার বিষ এমন অব্যর্থভাবে কার্যকর নয়।
০৩	ক. দুই ক্রোশ খ. কুড়িপচিশ বিঘা গ. বৈকাল ঘ. বিলাসী ন্যাড়াকে ঙ. ২টি

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

পদ্য অধ্যায় ১৩

সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)

সার্ভে টেবিল

কী পড়ব? ○ কেন পড়ব? ○ কোথা হতে পড়ব? ○ কতটুকু পড়ব?

বিষয়বস্তু	যা পড়বে	যে কারণে পড়বে						প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা	
		ঢাবি	গুচ্ছ	জাবি	রাবি	চবি	এইচএসসি	বহুনির্বাচনী	লিখিত
শিখন-০১	কবি পরিচিতি	৫০%	৫০%	৮০%	৬০%	৬০%	৫০%	★★	★★
শিখন-০২	মূলপাঠ	৮০%	৫০%	৬০%	৪০%	৪০%	৯০%	★★★	★★★
শিখন-০৩	শব্দার্থ ও টীকা	৫০%	৩০%	৪০%	৪০%	৫০%	৫০%	★	★★
শিখন-০৪	ভাষাভিত্তিক তথ্য	৪০%	৩০%	৪০%	৫০%	৪০%	৪০%	★	★★
শিখন-০৫	কবিতার খুঁটিনাটি ও অন্যান্য তথ্য	৬০%	৫০%	৭০%	৫০%	৬০%	৫০%	★★	★★★
শিখন-০৬	পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ [বিশ্ববিদ্যালয়ের লিখিত ও এইচএসসি]	৪০%	৩০%	৩০%	৩০%	২০%	৭০%	★	★★
শিখন-০৭	প্রাইম টেস্ট/ অনুশীলন	৮০%	৪০%	৮০%	৯০%	৯০%	৮০%	★★	★★★

মূলভাব	'সোনার তরী' বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য সুন্দর চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা। একই সঙ্গে কবিতাটি গূঢ় রহস্য ও শ্রেষ্ঠত্বেরও স্মারক। শতাধিক বছর যাবৎ এ কবিতা বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। এ কবিতায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে কবির জীবনদর্শন। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দার্শনিক কবি বিভিন্ন প্রতীক ও চিত্রকল্পের অন্তরালে জীবনের গভীরতর দর্শন ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটিতে দেখা যায়, ঘনঘোর বর্ষাকালে চারদিকে মেঘ গর্জন করছে। একজন নিঃসঙ্গ কৃষক চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটি ধানখেতে তার উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত। প্রবল খরস্রোতে পাশের নদীটি হিংস্র হয়ে উঠেছে। চারদিকে নদীর 'বাঁকা জল' কৃষকের মনে সৃষ্টি করেছে গভীর শঙ্কার। এমন সময় ঐ নদীতে একটি ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। মাঝিকে তার অনেকটাই পরিচিত মনে হয়। উৎকণ্ঠিত কৃষক নৌকা তীরে ভিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝিকে অনুরোধ জানালে কৃষকের উৎপাদিত রাশি রাশি সোনার ধান নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝি চলে যায়। ছোট নৌকায় কৃষকের স্থান সংকুলান হয় না। শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষক তীরে না ফিরতে পারার বেদনায় গুমড়ে মরে। উপর্যুক্ত 'কৃষক' প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবি বা সৃষ্টিশীল মানুষের প্রতীক। 'সোনার ধান' ব্যঞ্জনার্থে শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টি সম্ভার বা মানুষের মহৎকর্ম। আর 'সোনার তরী' বা মাঝি হলেন মহাকাল বা সময়ের প্রতীক। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষের মহৎ সৃষ্টি সোনার ফসল। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার। অর্থাৎ মহাকাল কেবল মানুষের মহৎ কর্মকেই গ্রহণ করে, মানুষকে নয়। অথবা মানুষ নশ্বর তার কর্ম অবিনশ্বর কিংবা মানুষ বাঁচে তার কর্মের মাঝে–জীবনের এই সুগভীর দর্শনই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুবিখ্যাত 'সোনার তরী' কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।
মূলসুর	গভীর জীবন দর্শন। কর্মীর চেয়ে কর্ম অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
উৎস	এটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। কাব্যটি ১৮৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।
ছন্দ	মাত্রাবৃত্ত।

শিখন-০১ লেখক পরিচিতি

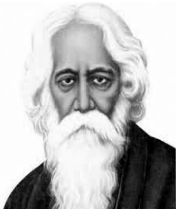

- **জন্ম তারিখ** : ৭ মে, ১৮৬১ খ্রি. (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)
- **জন্মস্থান** : জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত।
- **পিতার নাম** : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- **মাতার নাম** : সারদা দেবী
- **পিতামহের নাম:** প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন/ পেশা

- রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। পরবর্তীতে ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করতে পারেননি ।
- ১৮৮৪ খ্রি. থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার আদেশে বিষয়কর্ম পরিদর্শনের দায়িত্ব পান এবং ১৮৯০ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশোনা করেন। এ সূত্রে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন।

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

সাহিত্যকর্ম

- **কাব্য** : কবিকাহিনী, কড়ি ও কোমল, প্রভাত সঙ্গীত, সন্ধ্যা সঙ্গীত, সানাই, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, মহুয়া, কল্পনা, পত্রপুট, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষলেখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বনফুল, চিত্রা ও চৈতালী তিন বোন মানসী, ক্ষণিকা ও পূরবীকে নিয়ে সোনার তরীতে করে ভানুসিংহ ঠাকুরের জন্মদিনে গেল। সেখানে সেঁজুতি পত্রপুট থেকে গীতাঞ্জলি বের করে সন্ধ্যা সংগীত ও প্রভাত সঙ্গীত গাইল। পুনশ্চ বলাকা ও খেয়া তাদের বাড়ি ফিরিয়ে আনলো।

বনফুল	চিত্রা	চৈতালী	মানসী	ক্ষণিকা	পূরবীকে	সোনার তরীতে	ভানুসিংহ ঠাকুরের
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
বনফুল	চিত্রা	চৈতালী	মানসী	ক্ষণিকা	পূরবী	সোনার তরী	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

জন্মদিনে	পত্রপুট	গীতাঞ্জলি	সন্ধ্যা সঙ্গীত	প্রভাত সঙ্গীত	পুনশ্চ	বলাকা	খেয়া
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
জন্মদিনে	পত্রপুট	গীতাঞ্জলি	সন্ধ্যা সঙ্গীত	প্রভাত সঙ্গীত	পুনশ্চ	বলাকা	খেয়া

- **কাব্যনাট্য** : চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন, রাজা ও রাণী প্রভৃতি।
- **নাটক** : অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি।

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস: বৈকুণ্ঠের রাজা ও রাণী বসন্তকালে ডাকঘরে গিয়ে বাল্মীকি প্রতিভা নাটক দেখে অচলায়তনে চিত্রাঙ্গদাকে বিসর্জন দিয়ে রক্তকবরীর কাছে প্রায়শ্চিত্ত করল। চিরকুমার সভায় নটীর পূজা করে রাজা, চণ্ডালিকা শ্যামাকে নিয়ে মুক্তধারার তাসের দেশে কালের যাত্রা করল।

বৈকুণ্ঠের	রাজা ও রাণী	বসন্তকালে	ডাকঘরে	বাল্মীকি প্রতিভা	অচলায়তনে	চিত্রাঙ্গদাকে	বিসর্জন	রক্তকরবীর
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
বৈকুণ্ঠের উইল	রাজা ও রাণী	বসন্ত	ডাকঘর	বাল্মীকি প্রতিভা	অচলায়তন	চিত্রাঙ্গদা	বিসর্জন	রক্তকরবী

চিরকুমার সভায়	নটীর পূজা	রাজা	চণ্ডালিকা	শ্যামাকে	মুক্তধারার	তাসের দেশে	কালের যাত্রা
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
চিরকুমার সভা	নটীর পূজা	রাজা	চণ্ডালিকা	শ্যামা	মুক্তধারা	তাসের দেশ	কালের যাত্রা

- **উপন্যাস** : বৌ ঠাকুরাণীর হাট, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, চোখের বালি, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, রাজর্ষি, শেষের কবিতা, চার অধ্যায়, মালঞ্চ ইত্যাদি।

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস: রাজর্ষি ও গোরা দুই বোন বৌ ঠাকুরাণীর হাটে নৌকাডুবি দেখে চোখে বালি দিয়ে ঘরে-বাইরে যোগাযোগ করত। তারপর মালঞ্চ এবং চতুরঙ্গ মিলে শেষের কবিতার চার অধ্যায় রচনা করল।

- **গল্পগ্রন্থ** : গল্পগুচ্ছ, গল্পস্বল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা, সে প্রভৃতি।
- **প্রবন্ধগ্রন্থ** : বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট, সাহিত্য, মানুষের ধর্ম, পঞ্চভূত ইত্যাদি।

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস: রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য জীবনে মানুষের ধর্ম ও সভ্যতার সংকট নিয়ে বিচিত্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পঞ্চভূত ও কালান্তর এদের মধ্যে অন্যতম।

- **ভ্রমণ কাহিনী** : জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্য, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি।
- **পত্র সাহিত্য** : ছিন্নপত্র, চিঠিপত্র, ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরি (১৮৮১, রাশিয়ার চিঠি (১৯১৯), গল্পসল্প (১৯৪১), তিন সঙ্গী (১৯৪১)

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস: পারস্য ভ্রমণ করতে গিয়ে জাপানের যাত্রীরা রাশিয়া (চিঠি) তে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র খুঁজে পেল।

- **ছোট গল্প** : পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, দেনা পাওনা, কর্মফল, হৈমন্তী, দিদি, পত্র রক্ষা।

আসপেক্ট সুপার ট্রিকস: পোস্ট মাস্টার কাবুলিওয়ালা দেনা পাওনার কর্মফলে হৈমন্তীর দিদির পত্র রক্ষা করতে পারল না।

পুরস্কার ও সম্মাননা	নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯১৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. (১৯৩৬) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৪০)
প্রকৃত নাম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছদ্মনাম	ভানুসিংহ ঠাকুর
উপাধি	বিশ্বকবি/নাইট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধি।
জীবনাবসান	৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পের রচয়িতা ও ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন- তাঁর কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ সমাহার 'সঞ্চিতা'।
- রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান- ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নাম- 'চোখের বালি' (১৯০৩)
- রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলনের নাম- 'সঞ্চয়িতা'।
- তার প্রথম কবিতাটির নাম ছিল- 'হিন্দুমেলার উপহার'।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম "মুসলমানীর গল্প"।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম- 'কবিকাহিনী' (প্রকাশকাল: ১৮৭৮)।
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম- 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' (প্রকাশকাল: ১৮৮৩)।
- 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ Song offerings নামে প্রকাশিত হয়- ১৯১২ সালে।
- Song offerings এর ভূমিকা লেখেন- ইংরেজ কবি W.B. Yeats.
- গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ- 'শেষলেখা' (১৯৪১)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম- 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)।
- রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুলকে উৎসর্গ করেন- বসন্ত গীতি নাটকটি (প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩২৯)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন- সাধনা (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)।

শিক্ষার সমন্বয়ে পাঠশালায়

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

শিখন-০২

মূলপাঠ

পার্ট-০১

মূলপাঠ বিশ্লেষণ

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

শব্দার্থ
গগনে– আকাশে; **গরজে–** গর্জন করে; **বরষা–** বৃষ্টি; **কূলে–** তীরে; **ভরসা–** আস্থা, নির্ভর।

অর্থাৎ চারপাশে প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটা ধানখেতে নিঃসঙ্গ কৃষক বসে আছে। প্রকৃতিতে এমনিতেই ঘন বরষা তার ওপর মেঘের গর্জন। এই অবস্থায় যে কোনো সময় জীবনপ্রদীপ নিভে যেতে পারে তার কোন ভরসা নেই। অর্থাৎ মানুষ যে কোনো সময় মহাকালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতে পারে তা আলোচ্য চরণদ্বয়ের মাধ্যমে রূপকাশ্রয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হলো সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা-
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ॥

শব্দার্থ
রাশি রাশি– অজস্র, প্রচুর; **ভারা ভারা–** 'ভারা' অর্থ ধান রাখার পাত্র; **সারা–** শেষ; **ক্ষুরধারা–** ক্ষুরের মতো ধারালো যে স্রোত; **খরপরশা–** ধারালো বর্শা।

অর্থাৎ কৃষকরূপী মানুষ সোনার ধান রূপ রাশি রাশি ভারা ভারা কর্ম সাধন করে যায়। আর এই কর্ম সাধন করতে করতেই একসময় জীবনের সময় ফুরিয়ে আসে।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা-
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা ॥

শব্দার্থ
আমি একেলা– কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা, কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা।
বাঁকা জলে– বাঁকা জল এখানে অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক।

এখানে 'আমি' বলতে সাধারণ অর্থে কৃষক বা ব্যক্তি মানুষকে বোঝানো হয়েছে। প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবিকে বোঝানো হয়েছে। ছোটো খেত বলতে মানুষের কর্মক্ষেত্রকে বোঝানো হয়েছে। এই কর্মক্ষেত্রে কৃষকরূপী প্রত্যেক মানুষই কোন না কোনভাবে নিঃসঙ্গ ও একা। অন্যদিকে বাঁকা জল অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক। যা সব সময় কৃষকরূপী ব্যক্তি মানুষকে কালের মহাস্রোতে বিলীন করার জন্য খেলা খেলে যাচ্ছে। তাই 'বাঁকা জল' কৃষকের মনে তৈরি করেছে ঘনঘোর আশঙ্কা।

পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা-
এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা ॥

শব্দার্থ
মসী– কালি। এখানে কলমের কালো কালি বা কালচে রঙের মতো অর্থে ব্যবহৃত।

এখানে 'পরপারে' বলতে মৃত্যুর ওপারের জীবনকে বোঝানো হচ্ছে, যা কিনা মেঘে ঢাকা কুয়াশাচ্ছন্নের মতো আলো আঁধার। অন্যদিকে মৃত্যুর এপারে তথা ইহজীবনে কৃষকরূপী প্রত্যেক মানুষ নিঃসঙ্গ ও একা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

শব্দার্থ
তরী– নৌকা।

এই তরী তথা নৌকার মাঝি হলো মহাকালের প্রতীক। সে তার আপন ছন্দে উৎফুল্ল চিত্তে বয়ে চলে।

ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে-দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ॥

শব্দার্থ
ভরা পালে– পাল তুলে।
নিরুপায়– অনন্যোপায়, উপায় শূন্য।

মহাকাল যে আপন বেগে ধেয়ে চলে সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে এই আগন্তুক মাঝিকে তথা মহাকালকে কৃষক তথা শিল্পস্রষ্টা কবির চেনা চেনা মনে হয়। তবুও তার মধ্যে সংশয় থেকে যায়।

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।

শব্দার্থ
বারেক– একবার মাত্র, **ভিড়াও–** থামাও, **কূলেতে–** তীরে।

এখানে 'বিদেশ' হলো চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক। কৃষক তথা শিল্পস্রষ্টা কবি মহাকালের প্রতীক মাঝিকে তার তরী কূলে ভেড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং মিনতি করে বলেছেন–

যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও-
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥

শব্দার্থ
ক্ষণিক– একটু ক্ষণ, অল্পসময়।

আমার কর্মফল স্বরূপ এই সোনার ধানগুলো যেখানে নিয়ে যেতে চাও যাও, যাকে খুশি তাকে দিয়ে দাও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু করুণা করে শুধু কর্মফল স্বরূপ এই ধানগুলো নিয়ে যাও।

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

যত চাও তত লও তরণী-পরে।
আর আছে-আর নাই, দিয়েছি ভরে ॥
এতকাল নদী কূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে
এখন আমারে লহো করুণা করে ॥

শব্দার্থ
তরণী-পরে– নৌকার উপরে।
লয়ে– নিয়ে; **ছিনু–** ছিলাম।
থরে বিথরে– স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে।
লহো– লও, গ্রহণ করো।
করুণা– দয়া।

এখানে কৃষকরূপী শিল্পস্রষ্টা কবি মহাকালের প্রতীক মাঝিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন– আমার কর্মফল স্বরূপ সকল সোনার ধান তোমার নৌকায় সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে দিলাম। এবার আমাকে তথা ব্যক্তি মানুষকে তোমার মহাকালের নৌকায় ঠাঁই দাও।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

শব্দার্থ
ঠাঁই নাই– স্থান নাই; **তরী–** মহাকালের নৌকা।

অর্থাৎ মহাকালের নৌকায় মানুষের সোনার ধান স্বরূপ কর্মফলের স্থান হয় কিন্তু ব্যক্তি মানুষকে মহাকাল কখনোই গ্রহণ করে না।

শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি-
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

শব্দার্থ
রহিনু– রয়েছি।
পড়ি– বসে।

এটাই ব্যক্তি মানুষের পরম ট্র্যাজেডি। কারণ মহাকাল যখন কেবল কর্মফলকেই গ্রহণ করে ব্যক্তি মানুষকে নয় তখন সকল কর্ম মহাকালের নৌকায় তুলে দিয়ে নিঃসঙ্গ মানুষের শূন্য নদীর তীরে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এর মধ্য দিয়ে কবি রূপকের অন্তরালে প্রতিটি মানুষের জীবনের পরম জীবনসত্যকে তুলে ধরেছেন।

পার্ট-০২ মূলপাঠের চরিত্রসমূহ

কৃষক
- লেখক নিজে (সকল মানুষ)

মাঝি
- ধান- সৃষ্টিকর্ম
- স্রোত-কালস্রোত/সময়

অন্যান্য বিষয়
- মহাকাল-সময়
- ধানখেত-জীবন।

রিয়েল টেস্ট বিগত বছরের প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

ক্রম ০১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. তরুছায়ামসী-মাখা গ্রামখানি কোথায় আঁকা? [DU-A. 2022-23]
ক. এপারেতে খ. নদীকূলে
গ. পরপারে ঘ. শূন্য নদীর তীরে
উত্তর **গ**

০২. কোনো দিকে নাহি চায়, এই পঙ্‌ক্তি আগের পঙ্‌ক্তি হলো ———। [DU-C. 2022-23]
ক. টেউগুলি নিরুপায়
খ. ভরা পালে চলে যায়
গ. ঢেউগুলি কোথা যায়
ঘ. দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে
উত্তর **খ**

ক্রম ০২ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. "সোনার তরী" কবিতায় 'আমি' প্রতীকী অর্থে– [RU-A3. 2022-23]
ক. কৃষক খ. মাঝি
গ. তরী ঘ. শিল্পস্রষ্টা কবি
উত্তর **ঘ**

০২. "সোনার তরী" কবিতায় 'ছোটো সে তরী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [RU-A2. 2022-23]
ক. সময়ের নিষ্ঠুরতাকে খ. মহাকালের পরিধিকে
গ. নৌকার আয়তনকে ঘ. সময়ের প্রবাহকে
উত্তর **ঘ**

০৩. 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী/ আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' এখানে 'সোনার ধান' বলতে কবি ব্যঞ্জনার্থে কী বুঝিয়েছেন? [RU-A4. 2022-23]
ক. সৃষ্টিসম্ভার খ. স্বীয় জীবনের শ্রম
গ. মূল্যবান বস্তুগত সম্পদ ঘ. দামি ফসল
উত্তর **ক**

ক্রম ০৩ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সোনার তরী' কবিতায় উল্লিখিত সময়- [CU-B. 2022-23]
ক. দুপুর খ. বিকাল
গ. সকাল ঘ. রাত
উত্তর **গ**

ক্রম ০৪ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্

০১. 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে/ দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে' কোন কবিতার লাইন? [BUP-FSSS. 2022-23]
ক. স্বদেশ খ. সোনার তরী
গ. আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম ঘ. ঐকতান
উত্তর **খ**

ক্রম ০৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ সমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ৭-কলেজ

০১. 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [ঢাবি-অধি. ৭ কলেজ-ক. ২০২২-২৩]
ক. স্বরবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত
গ. অমিত্রাক্ষর ঘ. মাত্রাবৃত্ত
উত্তর **ঘ**

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'সোনার তরী' কবিতার অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক কোনটি? [ঢাবি-অধি. গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ২০২২-২৩]
ক. সোনার তরী খ. বাঁকা জল
গ. সোনার ধান ঘ. মাঝি
উত্তর **খ**

ধাপ ০১ গুচ্ছ অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

পর্ব ১ গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা

০১. 'তরুছায়ামসী-মাখা'-এই শব্দবন্ধে 'মসী' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [GST-B. 2022-23]
ক. ছুরি খ. কলাম
গ. কালো রং ঘ. সবুজাভ
উত্তর **গ**

০২. 'আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' –এখানে 'সোনার ধান' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [GST-B. 2022-23]
ক. তুচ্ছার্থে খ. বৃহদার্থে
গ. ব্যঞ্জনার্থে ঘ. সাধারণ অর্থে
উত্তর **গ**

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

শিখন-০৩ শব্দার্থ ও টীকা

- গরজে — গর্জন করে।
- ভারা ভারা — 'ভারা' অর্থ ধান রাখার পাত্র। এরকম পাত্রের সমষ্টি বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ক্ষুরধারা — ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত।
- খরপরশা — ধারালো বর্শা। এখানে ধারালো বর্শার মতো।
- আমি — সাধারণ অর্থে কৃষক। প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবি।
- আমি একেলা — কৃষক কিংবা শিল্পস্রষ্টা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা।
- থরে বিথরে — স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে।
- আমার সোনার ধান — কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল। ব্যঞ্জনার্থে শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার।

শিখন-০৪ ভাষাভিত্তিক তথ্য

বানান সতর্কতা

বাঁকা, গগন, খরপরশা, ঠাঁই, শূন্য, স্বাপ্নিক, শারীরিক, ক্ষুরধারা, কূল, তরণী, গুণ, শ্রাবণ, ক্ষণিকা, প্রতীকী, করুণা, উৎকণ্ঠিত।

সন্ধিজাত শব্দ

সন্ধিবিচ্ছেদ	প্রদত্ত শব্দ	সন্ধিবিচ্ছেদ	প্রদত্ত শব্দ	সন্ধিবিচ্ছেদ	প্রদত্ত শব্দ	সন্ধিবিচ্ছেদ	প্রদত্ত শব্দ
নিঃ + উপায়	নিরুপায়	ক্ষণ + ইক	ক্ষণিক	বার + এক	বারেক	শূন্ + য	শূন্য

শব্দের উৎস

শব্দ	উৎস গত পরিচয়	শব্দ	উৎস গত পরিচয়	শব্দ	উৎস গত পরিচয়	শব্দ	উৎস গত পরিচয়
গগন	তৎসম	ঘন	তৎসম	কূল	তৎসম	তরী	তৎসম
ভরসা	হিন্দি	খুশি	ফারসি				

সমাস সাধিত শব্দ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম	প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নিরুপায়	নিঃ (নাই) উপায় যার	নঞ্ বহুব্রীহি	ক্ষুরধারা	ক্ষুরের মতো ধারালো যে ধারা	উপপদ তৎপুরুষ
থরে-বিথরে	থরে ও বিথরে	দ্বন্দ্ব	তরুছায়া	তরুর ছায়া	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
সোনার তরী	সোনার তরী	অলুক তৎপুরুষ			

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
গগণ	√গম্ + অন	ঘন	হন্ + অ	তরী	√তৃ + ই
মেঘ	√মিহ্ + অ	করুণা	√কৃ + উন্ + আ	ক্ষুর	√ক্ষুর + অ (ক)
মসী	√মস্ + ঈ	ক্ষণ	ক্ষণ + ইক (ঠন্)	ক্ষণিক	ক্ষণ + ইক (ঠন্)

শুদ্ধ উচ্চারণ

শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ	শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ	শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ	শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ
প্রভাতবেলা	প্রোভাত্‌বেলা	ক্ষণিক	খোনিক্	তরী	তোরি	মসী	মোশি
রবীন্দ্রো	রোবিন্দ্রো	শ্রাবণ	স্রাবোন্	গগন	গগোন	ভরসা	ভরোশা

শিখন-০৫ কবিতার খুঁটিনাটি তথ্য

- প্রথম লাইন- গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
- শেষ লাইন- যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।
- 'সোনার তরী' কোন ধরনের কবিতা- একটি রূপকধর্মী চিরায়ত কবিতা।
- রাশি রাশি সোনার ধান কেটে কে অপেক্ষমাণ?-এক কৃষক।
- নিঃসঙ্গ কৃষক কাকে দেখে আশার আনন্দে উদ্বেলিত হয়?- মাঝিকে।
- কৃষক মাঝিকে অনুনয় করে কী বলে?- কূলে তরী ভিড়িয়ে তার সোনার ধানটুকু নিয়ে যেতে বলে।
- সোনার ধান নিয়ে তরী কোথায় চলে যায়?-অজানা দেশে।
- 'সোনার তরী' কবিতায় মূলত কী অন্তর্লীন হয়ে আছে?-একটি জীবনদর্শন।
- মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ কী এড়াতে পারে না?-অনিবার্য বিষয়কে।
- ব্যক্তিসত্তা মহাকালের করালগ্রাসের শিকার হলেও কোনটি টিকে থাকে?- মহৎ সৃষ্টিকর্ম।
- 'সোনার তরী' কবিতায় কিসের চারপাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা? - ধানখেতের চারপাশে।
- 'সোনার তরী' কবিতায় গ্রামখানি কিসে ঢাকা?- মেঘে ঢাকা।
- ভরাপালে তরী বেয়ে কে আসে?- নেয়ে বা মাঝি।
- 'সোনার তরী' কবিতায় কূলে একা বসে আছে কে?- কৃষক।
- সোনার তরীতে ভারা ভারা ফসল নিয়ে কে চলে যায়?- মাঝি।
- মহাকালের প্রতীক তরণীতে কিসের ঠাঁই হয়?- সোনার ফসলরূপ মানুষের মহৎ সৃষ্টিকর্মের।
- 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে'-এখানে 'তুমি' কে?-মাঝি।
- বর্ষার আকাশে ঘন মেঘের গর্জন দ্বারা বোঝায়- প্রতিকূল আবহাওয়া।
- ভরা নদীর স্রোতের ধারা কেমন?- ক্ষুরধারা।
- 'ধানখেত' শব্দটি মূলত কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?-রূপক অর্থে।
- 'যারে খুশি তারে দাও'-কী?-ধান।
- 'সোনার তরী' কবিতায় 'সোনার ধান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?-মানুষের সৃষ্টিকর্ম।
- কোন সময়ে খেতসমেত নদীর তীর নদীর গ্রাসে হারিয়ে যায়?-আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে।

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

- ‘কালস্রোতের কাছে মানুষের কোনো মূল্য নেই।’-এ বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে কোন পঙ্‌ক্তিতে –শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি।
- কবি কোন শব্দটির প্রতীকী রূপ কবিতায় ব্যবহার করেছেন?–ক্ষুরধারা।
- খর পরশা কী?-ধারালো বর্শা।
- কালচে বা কালিমাখা রং বলা হয়েছে কোনটিকে?-মসীমাখাকে।
- মানবজীবনের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কোন শব্দটির মাধ্যমে?- মেঘ।
- মহাকালের প্রতীক তরণীতে ঠাঁই পায় কেবল- মহৎ সৃষ্টিকর্ম।
- ‘সোনার তরী’ কবিতাটির নামকরণে কবি কোনটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন?- রূপক অর্থকে।
- নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার আলোকে কিসের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হতে থাকে?-মহৎ সাহিত্য।
- মাঝিকে চেনা মনে করে কৃষক উদ্বেলিত হয় ওঠে কেন?- আশার আনন্দে।
- কৃষকের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার কারণ- নৌকায় ঠাঁই না পাওয়া।
- মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ কী এড়াতে পারে না?-অনিবার্য বিষয়কে।
- মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়া বলতে বোঝায়-মৃত্যু।
- ‘সোনার তরী’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।
- ‘সোনার তরী’ কবিতাটি হলো- রূপক ও প্রতীকী।
- সোনার তরী কবিতাটি কতটি পঙ্‌ক্তি আছে–৪২টি।
- শেষ পঙ্‌ক্তি কী?- যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।
- সোনার তরী কবিতায় গ্রামখানি কীসে ঢাকা?- মেঘে ঢাকা।

পাঠপরিচিতি

- গ্রাম-বাংলার তুমুল বর্ষা প্রকৃতির দুর্যোগময় রূপ।
- পৃথিবীতে মানুষকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করে যেতে হয়।
- অনন্ত কালস্রোতে সবকিছু বিলীন হয়ে যায়।
- মহাকাল ব্যক্তিমানুষ বা জাগতিক বিষয়ে সর্বদা নিরাসক্ত ও নিরাবেগ থাকে।
- মানুষের কর্ম চিরস্থায়ী, কিন্তু ব্যক্তিমানুষ পৃথিবীতে অস্থায়ী।
- মহাকাল শুধু মানুষের কর্মকেই গ্রহণ করে, ব্যক্তিমানুষকে নয়।
- মানুষকে অনিবার্যভাবে মহাকালের স্রোতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিলীন হতে হয়।

শিখন-০৬ পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ জোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লিখিত ও এইচএসসি

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কত সালে?
উত্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালে।

০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উত্তর কবিকাহিনি।

০৩. গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি নাম কী?
উত্তর 'Song Offerings'.

০৪. ‘সোনার তরী’ কবিতার অধিকাংশ পঙ্‌ক্তি কত মাত্রার পূর্ণপর্বে বিন্যস্ত?
উত্তর ৮ + ৫ মাত্রার।

০৫. ‘রাশি রাশি ভারা ভারা’ লাইনটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর বহু বা বেশি বোঝানো হয়েছে।

০৬. ক্ষুরধার নদীস্রোত হিংস্র হয়ে কোথায় খেলা করছে?
উত্তর দ্বীপসদৃশ ধানখেতের চারপাশে।

০৭. সোনার ধান নিয়ে তরী কোথায় চলে যায়?
উত্তর অজানা দেশে।

০৮. ‘সোনার তরী’ কবিতায় মূলত কী অন্তর্লীন হয়ে আছে?
উত্তর একটি জীবনদর্শন।

০৯. মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ কী এড়াতে পারে না?
উত্তর অনিবার্য বিষয়কে।

১০. ‘সোনার তরী’ কবিতায় কীসের চারপাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা?
উত্তর ধানখেতের চারপাশে।

১১. সোনার তরীতে কার স্থান হয় না?
উত্তর কৃষকের।

১২. ‘ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে’– এখানে ‘তুমি’ কে?
উত্তর মাঝি।

১৩. ‘রাশি রাশি’ শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
উত্তর দ্বিরুক্ত শব্দযোগে।

১৪. ‘সারা’ শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর শেষ।

১৫. ভরা নদীর স্রোতের ধারা কেমন?
উত্তর ক্ষুরধারা।

১৬. ‘সোনার তরী’ কবিতায় গ্রামখানি কীসে ঢাকা?
উত্তর মেঘে।

১৭. ‘সোনার তরী’ কবিতায় ‘সোনার ধান’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর মানুষের সৃষ্টিকর্ম।

১৮. কখন ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে?
উত্তর শ্রাবণ মাসে।

১৯. ‘ভরসা’ শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর আস্থা।

২০. ‘সোনার তরী’ কবিতায় ‘বাঁকা জল’ কীসের প্রতীক?
উত্তর কালস্রোতের।

২১. ‘ও গো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?’-এই উক্তির উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণ।

২২. ‘সোনার তরী’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
উত্তর সোনার তরী।

২৩. মাঝি কূলে তরী ভিড়াল কেন?
উত্তর ফসলের জন্য।

২৪. ‘সোনার তরী’ কবিতাটি হলো–
উত্তর রূপক ও প্রতীকী।

২৫. ‘তরী’ শব্দটির প্রতিশব্দ হলো–
উত্তর ডিঙি, সাম্পান, নৌকা।

২৬. সোনার তরী কবিতাটি কতটি পঙ্‌ক্তি আছে?
উত্তর ৪২টি।

২৭. শেষ পঙ্‌ক্তি কী?
উত্তর যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান?
উত্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

২৯. ‘সোনার তরী’ কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
উত্তর ‘সোনার তরী’ কবিতাটি ‘সোনার তরী’ কাব্যের অন্তর্গত।

৩০. ‘সোনার তরী’ কবিতায় তরীতে কৃষক স্থান পেল না কেন?
উত্তর ‘সোনার তরী’ কবিতায় তরী অত্যন্ত ছোট বলে কৃষক স্থান পেল না।

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

লিখিত পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্নোত্তর

০১. রূপক কবিতা হিসেবে 'সোনার তরী' কতটা সার্থক? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর রূপক কবিতা হচ্ছে কোনো বক্তব্য বিষয়কে সরাসরি ব্যক্ত না করে প্রতীকী চিত্র বা বাহ্যিক ঘটনার অন্তরালে ব্যক্ত করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতাটি একটি সার্থক রূপক কবিতা।

কবি 'সোনার তরী' কবিতায় নিঃসঙ্গ কৃষকের ট্র্যাজেডি বর্ণনার অন্তরালে নিজেকে সৃষ্টিশীল সত্তার ট্র্যাজেডিকেই ব্যক্ত করেছেন। কৃষক হচ্ছেন কবি নিজে অথবা সমগ্র মানব; সোনার ধান হচ্ছে কর্মফসল আর সোনার তরী হচ্ছে মহাকাল। কৃষক যেমন তার সব ধান নিয়ে সোনার তরীতে ঠাঁই পেতে চায় তেমনি সব মানুষও তাঁর সৃষ্টিকর্মের সাথে নিজেকে মানুষের মনে স্থান করে নিতে চায়। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তা গ্রহণ করে না, সে কেবল সৃষ্টিকে গ্রহণ করে, মানুষকে নয়।

০২. 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি'- কথাটি দিয়ে কৃষকের কোন মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে?

উত্তর আলোচ্য কথাটি দিয়ে কৃষকের মনের হাহাকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

জীবনের সমস্ত সৃষ্টি গ্রহণ করলেও সে সৃষ্টির স্রষ্টা মানবদেহ এবং মানব জীবনকে গ্রহণ করে না মহাকাল। আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে দিয়ে কৃষকের সুগভীর দার্শনিকতাপূর্ণ হাহাকার দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

০৩. 'এখন আমারে লহো করুণা করে' –ব্যাখ্যা কর।

উত্তর উক্তিটিতে কৃষকের করুণ আরতি প্রকাশ পেয়েছে।

কৃষকের মনে ওই তরীতে ঠাঁই পাওয়ার আকুল ইচ্ছা। কিন্তু তার ইচ্ছে পূর্ণ না হয়ে নিষ্ঠুর স্রোতে তার বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রতিভাত হচ্ছে।

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে তরী

০৪. আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' – 'তরী' এবং 'সোনার ধান' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর রূপক কবিতার এক অসামান্য শিল্পরূপ 'সোনার তরী' কবিতা।

এ কবিতায় 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী' পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত 'তরী' হচ্ছে মহাকালের অনির্দিষ্ট পরিসীমা। সৃষ্টিমুখরতার শাশ্বত কর্মপ্রবাহে মানুষ যে স্মৃতিচিহ্ন রেখে যায় 'তরী' নামক মহাকাল তা ধারণ করে। 'সোনার তরী' কবিতায় 'সোনার ধান' বলতে কবি বস্তুজগতে সৃজনশীল মানুষের সৃষ্টিসম্ভারকে বুঝিয়েছেন। এ সৃষ্টিসম্ভার মহাকালের প্রবাহমান স্রোতধারায় টিকে থাকলেও এর স্রষ্টা হারিয়ে যাবেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে।

০৫. 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী'– চরণটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর প্রশ্নোক্ত চরণটি দ্বারা অসহায় কৃষকের নিঃসঙ্গ ও নিঃস্ব অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্ষুরধারা বর্ষার নদীস্রোত প্রবলভাবে খেলা করছে দ্বীপসদৃশ ধানখেতের চারপাশে। সেখানে রাশি রাশি ধান কেটে নানা আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষমান এক কৃষক। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভরা পালে তরী বেয়ে আসে এ মাঝি। সে মাঝিকে অনুরোধ করে তার কষ্টে অর্জিত সোনার ফসলকে তরীতে নিয়ে যেতে। কৃষকের অনুরোধে মাঝি নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার সোনার ফসলটুকু নিয়ে যায়। কিন্তু কৃষককে নিতে বললে মাঝি তরীতে স্থান সংকুলান হবে না বলে অজানার উদ্দেশ্যে নদীর তীরে একাকী অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে পড়ে থাকে।

০৬. গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

উত্তর এখানে ধান কেটে অপেক্ষমান কৃষকের প্রতিকূল পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

'সোনার তরী' মানব জীবনের চিরন্তন সত্য অনিবার্য মৃত্যুকে আশ্রয় করে রচিত। এ কবিতায় একজন সৃষ্টিশীল মানুষরূপী কৃষকের জীবনচিত্র দেখানো হয়েছে। যে কৃষক সারাজীবন ধরে তার ছোটো একটি খেতে ফসল ফলিয়েছে। ফসলের পরিচর্যা এবং তা কাটতে কাটতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পরিশেষে ফসল কেটে কৃষক যখন প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছাতে আকাঙ্ক্ষী, তখন ভয়াবহ প্রতিকূলতা তাকে গ্রাস করে। কারণ, তার দ্বীপ সদৃশ ধান খেতের চারদিকে ক্ষুরের ন্যায় ধারালো স্রোত খেলা করছে। আকাশে ঘন কালো মেঘ। প্রবল বর্ষা নেমে এসেছে। এই প্রতিকূলতা থেকে কৃষক নিজেকে কিংবা তার ফসলকে রক্ষা করার কোন ভরসাই পায় না।

মূলত কৃষকের এই প্রতিকূলতার আড়ালে মানব জীবনের নানা প্রতিকূলতা দেখানো হয়েছে। যে প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করেও মানুষ মৃত্যুর ভয়াবহ গ্রাসে পতিত হয়।

০৭. গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

উত্তর এখানে ধান কেটে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অপেক্ষমান কৃষকের দিকে এগিয়ে আসা চেনা একজন মাঝিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মানব জীবনের জটিল এক জীবনাদর্শ আশ্রয় করে 'সোনার তরী' কবিতাটি রচিত। কবিতায় একজন সৃষ্টিশীল মানুষরূপী কৃষকের জীবনচিত্র দেখানো হয়েছে। যে কৃষক সারাজীবন ধরে তার ছোটো একটি খেতে ফসল ফলিয়েছে। ফসলের পরিচর্যা এবং তা কাটতে কাটতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পরিশেষে ফসল কেটে কৃষক যখন প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছতে আকাঙ্ক্ষী, তখন ভয়াবহ প্রতিকূলতা তাকে গ্রাস করে। কারণ, তার দ্বীপসদৃশ ধানখেতের চারদিকে ক্ষুরের ন্যায় ধারালো স্রোত। আকাশে ঘন কালো মেঘ। প্রবল বর্ষা নেমে এসেছে। এই প্রতিকূলতা থেকে কৃষক নিজেকে কিংবা তার ফসলকে রক্ষা করার কোনো ভরসাই পায় না। এমন সময় কৃষক দেখে একটি নৌকা প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে। আশায় সে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কারণ, নৌকার মাঝিকে তার চেনা মনে হয়।

মূলত এখানে অমরতা লাভে প্রত্যাশী কৃষকরূপী ব্যক্তি মানুষের কথা বলা হয়েছে। তাই মানুষের বাহ্যিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করার প্রশান্তি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

০৮. 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষক মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কী বলেছিল? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষক মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলেছিল, "ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?"।

'সোনার তরী' কবিতায় চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোট একটি ধানখেতে উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে নিঃসঙ্গ এক কৃষক অপেক্ষা করে। আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে পাশের খরস্রোতা নদী হিংস্র হয়ে উঠেছে। চারদিকে বাঁকা জল কৃষকের মনে ঘনঘোর আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে ওই খরস্রোতা নদীতে একটি ভরা পালে নৌকা বেয়ে এগিয়ে আসে এক মাঝি। তাকে দেখে কৃষকের মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়। কিন্তু কোনো কথা না বলে মাঝি কৃষককে উপেক্ষা করে চলে যেতে থাকে। তখন কৃষক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিনয়ের সঙ্গে বলে– "ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে? বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।"

০৯. 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব হলো মহাকালের স্রোতে ভেসে যায় মানুষের জীবন-যৌবন, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল তথা তার কর্ম। ক্ষুরের মতো ধারালো বর্ষার জলস্রোত হিংস্র হয়ে খেলা করছে দ্বীপসদৃশ ধানখেতের চারপাশে। সেখানে রাশি রাশি সোনার ধান কেটে নানা আশঙ্কা নিয়ে একাকী অপেক্ষমাণ এক কৃষক। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তরি বেয়ে আসে এক মাঝি। নিঃসঙ্গ কৃষক আশার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, যখন তার মনে হয় মাঝিটি যেন তার চেনা। কিন্তু নির্বিকারভাবে অজানা দেশের দিকে চলে যেতে থাকে সেই মাঝি। কৃষক তখন কাতর অনুনয় করে, মাঝি যেন কূলে তরী ভিড়িয়ে তার সোনার ধান নিয়ে যায়। অবশেষে ঐ সোনার তরীতে তার ভারা ভারা ফসল নিয়ে মাঝি চলে যায়, কিন্তু ছোট তরীতে কৃষকের স্থান হয় না। সোনার ধান নিয়ে তরী চলে যায় অজানা দেশে, আর এক অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় অনিবার্যভাবে মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য

১০. 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষক তার সব ধান সোনার তরীতে তুলে দেওয়ার পর মাঝিকে কী বলেছে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষক তার সব ধান সোনার তরীতে তুলে দেওয়ার পর মাঝিকে বলছে– 'এখন আমারে লহো করুণা করে'।

'সোনার তরী' কবিতায় এক কৃষক অক্লান্ত পরিশ্রম করে দ্বীপসদৃশ ধানখেতে সোনার ধান উৎপাদন করে। সেই ধান কেটে সে ক্ষুরধারা বর্ষার নদীস্রোতে নানা আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করে। এমন সময় ভরা পালে তরী বেয়ে একজন মাঝিকে আসতে দেখে কৃষক আশায় বুক বাঁধে। মাঝি পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় কৃষক তাকে সেই ধান তরীতে তুলে নিতে অনুরোধ করে। কৃষক তার রাশি রাশি ধান সোনার তরিতে থরে-বিথরে সাজিয়ে দেয়। ছোট জমিতে উৎপন্ন ফসলের সবটা তুলে দেওয়ার পর কৃষক মাঝিকে অনুরোধ করে তাকেও সেই তরীতে তুলে নিতে। মাঝি কৃষকের সোনার ধান নিয়েই চলে যায়, কৃষককে নেয় না। আশাহত কৃষক শূন্য নদীর তীরে পড়ে থাকে।

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

রিয়েল টেস্ট — বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার কমন উপযোগী প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১৮৩৮ খ. ১৮৪১
গ. ১৮৬১ ঘ. ১৮৯৯ **উত্তর গ**

০২. কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়?
ক. ১৫ বছর খ. ১৬ বছর
গ. ১৭ বছর ঘ. ১৮ বছর **উত্তর ক**

০৩. 'সোনার তরী' কবিতায় কোন ঋতুর প্রভাব লক্ষ করা যায়?
ক. শরৎ খ. বর্ষা
গ. গ্রীষ্ম ঘ. হেমন্ত **উত্তর খ**

০৪. 'বর্ষা' শব্দের রূপান্তরিত রূপ কোনটি?
ক. বরষা খ. বরশা
গ. বর্শা ঘ. বরসা **উত্তর ক**

০৫. 'কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা'- বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক. অনিশ্চয়তা খ. আশঙ্কা
গ. হতাশা ঘ. অপ্রাপ্তিবোধ **উত্তর ক**

০৬. 'সোনার তরী' কবিতায় 'ভারা ভারা' শব্দগুচ্ছ কী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. প্রয়োজনীয়তা খ. বিপুলতা বোঝাতে
গ. পূর্ণতা বোঝাতে ঘ. স্বল্পতা বোঝাতে **উত্তর খ**

০৭. বাঁকা জল কোথায় খেলা করেছে?
ক. বিদেশে খ. খরস্রোতা নদীতে
গ. পরপারে ঘ. খেতের চারদিকে **উত্তর ঘ**

০৮. কবির বর্ণিত পরপারের গ্রামখানি কীরূপ?
ক. আঁকা ছবির মতো খ. ধোঁয়াশার মতো
গ. অস্পষ্ট ও অপূর্ণ ঘ. কালো ও বিবর্ণ **উত্তর ক**

০৯. 'বারেক' শব্দের অর্থ কী?
ক. বারবার খ. পুনরায়
গ. অনুমতিক্রম ঘ. একবার **উত্তর ঘ**

১০. 'সোনার তরী' কবিতায় মাঝির প্রতি কৃষকের অনুনয় কীরূপ ছিল?
ক. করুণ খ. নির্মোহ
গ. সাধারণ ঘ. সনির্বন্ধ **উত্তর ঘ**

১১. 'ঠাঁই নাই' কথাটিতে মাঝির কেমন মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে?
ক. অনাগ্রহ খ. নিবেদন
গ. হতাশা ঘ. স্মৃতিচারণ **উত্তর ক**

১২. 'সোনার তরী' কবিতায় কবি 'আমার' বলতে মূলত কাকে বুঝিয়েছেন?
ক. নিজেকে খ. সময়কে
গ. মাঝিকে ঘ. তরীকে **উত্তর ক**

১৩. 'সোনার তরী' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
ক. চিত্রা খ. বলাকা
গ. সোনার তরী ঘ. মানসী **উত্তর গ**

১৪. 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ. কাজী নজরুল ইসলামের
গ. জীবনানন্দ দাশের ঘ. অমিয় চক্রবর্তীর **উত্তর ক**

১৫. 'ঘন বরষা' শব্দটির মাধ্যমে কবিতায় মূলত কী বোঝানো হয়েছে?
ক. তুমুল বর্ষা খ. খরস্রোতা নদী
গ. বর্ষার দুর্যোগ ঘ. বর্ষা প্রকৃতি **উত্তর ক**

১৬. বাঁকা জল খেলা করার মধ্য দিয়ে নদীর জলের কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে?
ক. হিংস্রতা খ. উদ্দমতা
গ. শান্তরূপ ঘ. প্রবহমানতা **উত্তর খ**

১৭. পরপারের গ্রামখানি কীরূপ?
ক. আঁকা ছবির মতো খ. অস্পষ্ট ও অপূর্ণ
গ. ধোঁয়াশার মতো ঘ. কালো ও বিবর্ণ **উত্তর ক**

১৮. নৌকার মাঝি কীভাবে চলে যায়?
ক. ভরা পালে খ. পালবিহীন নৌকায়
গ. দ্রুতগতিতে ঘ. রিক্ত অবস্থায় **উত্তর ক**

১৯. 'ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে'– এখানে 'বিদেশ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. অপরিচিত স্থানে খ. দেশের বাইরে
গ. পাশ্চাত্য দেশে ঘ. গ্রামের বাড়িতে **উত্তর ক**

২০. 'ঠাঁই' শব্দটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে কোনটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. অবস্থান খ. স্থান
গ. বাসস্থান ঘ. প্রস্থান **উত্তর খ**

২১. 'থরে বিথরে' কথাটির অর্থ কী?
ক. কিছু কিছু খ. স্তরে স্তরে
গ. ক্রমশ ওপরে ঘ. একের পর এক **উত্তর খ**

২২. 'শূন্য নদীর তীরে' কয় মাত্রার পর্ব?
ক. ৫ মাত্রার খ. ৬ মাত্রার
গ. ৭ মাত্রার ঘ. ৮ মাত্রার **উত্তর ঘ**

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

ক্রম ০১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সোনার তরী' কবিতায় 'সোনার ধান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ঢাবি-খ, ১৪-১৫]
ক. স্বর্ণবর্ণের ধান খ. দামি ধান
গ. জীবনের সৃষ্টিকর্ম ঘ. জীবনের আনন্দ **উত্তর গ**

০২. কোন কবিতার সম্বন্ধ পদের ব্যাপক ও বিচিত্র ব্যবহার রয়েছে? [ঢাবি-খ, ১৪-১৫]
ক. বঙ্গভাষা খ. সোনার তরী
গ. আঠারো বছর বয়স ঘ. আমার পূর্ব বাংলা **উত্তর খ**

০৩. 'বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।'– কাকে আহ্বান করা হয়েছে? [ঢাবি-ক, ০৪-০৫]
ক. নৌকার মাঝিকে খ. অচেনা লোকটিকে
গ. কৃষককে ঘ. বারেক নামের বালকটিকে **উত্তর ক**

০৪. 'সোনার তরী' কবিতায় পঙ্‌ক্তিসংখ্যা– [ঢাবি-খ, ০৭-০৮]
ক. ৪০ খ. ৪২
গ. ৪৬ ঘ. ৪৮ **উত্তর খ**

০৫. নিচের কোন কবিতাটি ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত? [ঢাবি গ ১৩-১৪]
ক. বঙ্গভাষা খ. বাংলাদেশে
গ. কবর ঘ. সোনার তরী **উত্তর ঘ**

০৬. 'সোনার তরী' কবিতায় 'বাঁকা জল' বলতে প্রতীকী অর্থে কী বোঝানো হয়েছে? [ঢাবি ক ১২-১৩]
ক. কবির ব্যক্তিসত্তা খ. মহাকাল
গ. কালস্রোত ঘ. কবির সৃষ্টিকর্ম **উত্তর গ**

০৭. 'যেমন কর্ম তেমন ফল' এ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে– [ঢাবি ক ১২-১৩]
ক. নির্ধারক বিশেষণ খ. ক্রিয়া বিশেষণ
গ. সাপেক্ষ সর্বনাম ঘ. বিশেষণের বিশেষণ **উত্তর গ**

০৮. 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।' 'কাটিতে কাটিতে' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [ঢাবি গ ১১-১২]
ক. নিরন্তরতা খ. বিলম্ব
গ. সমাপ্তি ঘ. সম্ভাবনা **উত্তর ক**

০৯. 'রাশি রাশি ভারা ভারা'। শব্দের এরূপ ব্যবহারকে বলে– [ঢাবি ক ১১-১২]
ক. পুনরুক্তি খ. অলংকার
গ. ক্রিয়া বিশেষণ ঘ. নির্ধারক বিশেষণ **উত্তর ক**

১০. 'কর্মীর চেয়ে কর্ম অধিক প্রত্যাশিত' এটি কোন কবিতার ভাবার্থ? [ঢাবি গ ১০-১১]
ক. জীবন-বন্দনা খ. বঙ্গভাষা
গ. কবর ঘ. সোনার তরী **উত্তর ঘ**

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

ব্যাকরণ অধ্যায় ১

উচ্চারণের নিয়ম

বাংলা উচ্চারণের সূত্রসমূহ

- উচ্চারণ শব্দটি তৎসম বা সংস্কৃত ভাষার শব্দ। উচ্চারণের বিশ্লেষণরূপ- উৎ + √চারি + অন। ইংরেজি 'Pronunciation' শব্দের বাংলা পরিভাষা উচ্চারণ। ফলে এটি পারিভাষিক শব্দ।
- বাংলা শব্দের বানান এবং উচ্চারণ এক জিনিস নয়। শব্দের বানান সংস্কৃত নিয়ম অনুসরণ করলেও উচ্চারণ হয় প্রাকৃত। যেমন- 'ভস্ম' শব্দটি সংস্কৃত অনুসারে উচ্চারণ করলে হবে 'ভশ্‌মোঁ' কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর উচ্চারণ 'ভশ্‌শোঁ'। এ অধ্যায়ে আমরা উচ্চারণের আদ্য-পান্ত জানার চেষ্টা করবো।
- স্বরবর্ণ উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'অ' এবং 'এ' এর উচ্চারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি বর্ণের উচ্চারণের দুটি রূপ রয়েছে।
- 'অ' এর উচ্চারণ 'অ' মতো হলে তাকে স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ বলে। যেমন- অত (অতো)। আবার 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' এর মতো হলে তাকে অস্বাভাবিক বা সংবৃত উচ্চারণ বলে। যেমন- অতি (ওতি)।
- 'এ' এর উচ্চারণ 'এ' এর মতো হলে তাকে স্বাভাবিক বা সংবৃত উচ্চারণ বলে। যেমন- প্রেম (প্রেম্)। আবার 'এ' এর উচ্চারণ 'অ্যা' এর মতো হলে তাকে বলে অস্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ বলে। যেমন- একা (অ্যাকা)।

অ-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ (অবিকৃত 'অ')

শব্দে অ-এর অবিকৃত উচ্চারণকে বিবৃত বলে।

(ক) না-বোধক অর্থে শব্দের আদিতে অ-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
অনুচিত	অনুচিত্	অনির্ধারিত	অনির্ধারিতো
অনিত্য	অনিত্তো	অবিচার	অবিচার্

(খ) শব্দের প্রথমে (সহ, সহিত, সম) সাথে অর্থে অ-এর উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
সমুন্নত	শমুন্নতো	সন্নিকট	শন্নিকট্
সসীম	শশিম্	সন্তুষ্ট	শন্তুশ্টো

(গ) শব্দের প্রথমে অ-এর পরে যদি অ, আ কিংবা এ থাকে তাহলে প্রথম অ-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
সচেষ্ট	শচেশ্টো	সমাজ	সমাজ্
শত	শতো	পরান	পরান্

(ঘ) শব্দের প্রথমে অ-এর পরে যদি যুক্তব্যঞ্জন থাকে তাহলে প্রথম অ-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকবে। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
অন্ধ	অন্‌ধো	অন্তর	অন্‌তোর্
হস্ত	হস্‌তো	ছন্দ	ছন্‌দো

(ঙ) শব্দের প্রথমে অ-এর পরে রেফযুক্ত (র্) ব্যঞ্জন থাকলে সেই অ-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
কর্তব্য	কর্‌তোব্‌বো	অর্ক	অর্‌কো
কর্ম	কর্‌মো	খর্ব	খর্‌বো

অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ ('অ' কখন 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয়)

শব্দে অ-এর উচ্চারণ ও-এর মতো উচ্চারণকে সংবৃত বলে।

(ক) শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই/ঈ/উ/ঊ'-কার থাকে তবে সেই 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
অভিধান	ওভিধান্	অনুকূল	ওনুকুল্
অনুমান	ওনুমান্	নদী	নোদি

(খ) শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' (য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হবে। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
অত্যাচার	ওত্তাচার্	কল্যাণ	কোল্‌ল্যান্
পদ্য	পোদ্‌দো	অত্যুক্তি	ওত্তুক্‌তি

(গ) শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
পক্ষ	পোক্‌খো	দক্ষ	দোক্‌খো
যজ্ঞ	জোগ্‌গো	ভক্ষণ	ভোক্‌খোন্

(ঘ) শব্দের প্রথমে যদি অ এবং এর পরের ধ্বনিতে ঋ-কার (ৃ) থাকে সেই অ-এর উচ্চারণ ও-এর মতো হয়। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
বক্তৃতা	বোক্‌তৃতা	মসৃণ	মোস্‌সৃন্
কর্তৃকারক	কোর্‌তৃকারোক্	যকৃত	জোককৃত্

(ঙ) শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র' (্র)-ফলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদ্য-অ এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
প্রথম	প্রোথোম্	প্রয়োজনীয়	প্রোয়োজোনিয়ো
প্রকাশ	প্রোকাশ্	প্রধান	প্রোধান্

অন্ত্য-অ এর উচ্চারণ

(ক) ত (ত) অথবা 'ইত' প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষণবাচক শব্দের অন্ত্য-অ উচ্চারণে সাধারণত 'ও-কারান্ত' হয়ে থাকে। যেমন-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
নত	নতো	পালিত	পালিতো	বঞ্চিত	বোন্‌চিতো

(খ) বাংলা ভাষায় এমন কিছু বিশেষণ এবং বিশেষ্য পদ আছে যে সকল বিশেষণ কিংবা বিশেষ্য পদের অন্তিম 'অ' লুপ্ত না হয়ে ও-কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
কাল	কালো	ভাল	ভালো

(গ) বাংলা ভাষায় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ আছে যে শব্দগুলোর 'অন্তিম-অ' প্রমিত উচ্চারণ বিধিতে সাধারণত ও-কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
সাজসাজ	সাজোসাজো	মরমর	মরোমরো	বড়বড়	বড়োবড়ো

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

(ঘ) তর (তরো), তম (তমো) প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদের শেষে অবস্থিত 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত ও-কারান্ত হয়। যেমন-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
অধিকতম	ওধিকোতমো	উচ্চতম	উচ্‌চোতমো	অন্যতর	ওন্‌নোতরো

(ঙ) ১১ (এগারো) হতে ১৮ (আঠার) পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের অন্ত্য অ-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত মতো উচ্চারিত হয়। যেমন-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
এগার	এগারো	বার	বারো	তের	তেরো

☛ 'এ' স্বরধ্বনির সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণের নিয়মগুলো লেখ।

'এ' ধ্বনির সংবৃত বা স্বাভাবিক (অবিকৃত এ)

(ক) একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ অবিকৃত 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
কে	কে	সে	সে

(খ) সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আদ্য 'এ'-কার প্রায়শ অবিকৃত 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
বেদ	বেদ্	প্রেম	প্রেম্
মেধা	মেধা	ধেনু	ধেনু

(গ) আদ্য এ-এর পরে অ, আ, উ ইত্যাদি থাকলে এবং এর পরে ই বা উ-কার থাকলে এ-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
একটি	এক্‌টি	একটু	এক্‌টু
তেমনি	তেম্‌নি	একাকী	একাকি

'এ' ধ্বনির বিকৃত বা 'অ্যা'-এর মতো উচ্চারণ

(ক) দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
এত	অ্যাতো	কেন	ক্যানো

(খ) খাঁটি বাংলা শব্দে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
খেমটা	খ্যামটা	তেলাপোকা	ত্যালাপোকা

(গ) অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ধ্বনির আগের 'এ' ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন:-

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
চেংড়া	চ্যাংড়া	নেংটা	ন্যাংটা

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণঃ (ফলা সংক্রান্ত)

ব-ফলা (্ব)

(ক) শব্দের আদিতে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের ব-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
স্বদেশ	শদেশ্	ধ্বনি	ধোনি
ত্বক	তক্	শ্বাস	শাশ্

(খ) শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ-দ্বিত্ব ঘটে। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
বিশ্বাস	বিশ্‌শাশ্	রাজত্ব	রাজত্‌তো/রাজোত্‌তো
বিদ্বান	বিদ্‌দান্	অশ্ব	অশ্‌শো
বিশ্ব	বিশ্‌শো	বিস্ময়	বিশ্‌শয়

(গ) শব্দের মধ্যে বা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত থাকলে ঐ ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
সান্ত্বনা	শান্‌তনা	উজ্জ্বল	উজ্‌জল্
উচ্ছ্বাস	উচ্‌ছাশ্	তত্ত্ব	তত্‌তো

(ঘ) 'উৎ' উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দ)-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলা অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
উদ্বোধন	উদ্‌বোধন	উদ্বাহু	উদ্‌বাহু
উদ্বাস্তু	উদ্‌বাস্তু	উদ্বেগ	উদ্‌বেগ্

(ঙ) বাংলা শব্দের সন্ধির ফলে 'ক' থেকে 'গ'-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ঐ ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
দিগ্বিদিক	দিগ্‌বিদিক	ঋগ্বেদ	রিগ্‌বেদ
দিগ্বিজয়	দিগ্‌বিজয়	দিগ্বলয়	দিগ্‌বলয়

(চ) ম-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে সে 'ব' উচ্চারিত হয়। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
লম্ব	লম্‌বো	সম্বল	সমবোল/শম্‌বল
গম্বুজ	গোম্‌বুজ	শম্বুক	শোম্‌বুক্

ম-ফলা (্ম)

(ক) শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনযুক্ত ম-ফলা থাকলে সে 'ম' উচ্চারিত হয় না। তবে ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে যে স্বরধ্বনি থাকে তা সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
শ্মশান	শঁশান	স্মরণ	শঁরোন্
স্মারক	শাঁরোক্	স্মৃতি	সৃঁতি

(খ) শব্দের মধ্যে বা অন্তে ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের 'ম' উচ্চারিত হয় না, ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
ভস্ম	ভশ্‌শোঁ	আত্মা	আত্‌তাঁ
রশ্মি	রোশ্‌শিঁ	পদ্ম	পদ্‌দোঁ

❐ ব্যতিক্রম: শব্দের মধ্যে বা অন্তে 'গ, ঙ, ট, প, ন, ম এবং ল'-এর সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে সেই 'ম' ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
যুগ্ম	জুগ্‌মো	উন্মাদ	উন্‌মাদ্
বাঙ্ময়	বাঙ্‌ময়	চিন্ময়	চিন্‌ময়
কুট্মল	কুট্‌মল	সম্মান	শম্‌মান্

(গ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
সূক্ষ্ম	শুকখোঁ	লক্ষ্মী	লোক্‌খিঁ

(ঘ) বাংলায় কতিপয় ম-ফলা যুক্ত সংস্কৃত শব্দ আছে যাদের ম-ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
কুষ্মাণ্ড	কুশ্‌মান্‌ডো	স্মিত	স্মিতো
সুস্মিতা	শুস্‌মিতা	আয়ুষ্মতী	আয়ুশ্‌মাতি

(ঙ) শব্দে ম-এর সাথে ম-ফলা উচ্চারিত হয়।যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
আম্মা	আম্‌মা	হাম্মা	হাম্‌মা

শিক্ষার সবকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

য-ফলা (্য)

(ক) শব্দের আদিতে য-ফলা যুক্ত হলে য-ফলা যুক্ত বর্ণটির উচ্চারণের হালকা শ্বাসাঘাত দিতে হয়। তবে সংযুক্ত প্রথম বর্ণটির সঙ্গে অ-কার কিংবা আ-কার কিংবা যুক্ত থাকলে অ-কার কিংবা আ-কার স্বরধ্বনির উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়ে সাধারণত 'অ্যা' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
ব্যর্থ	ব্যার্থো	ব্যাঘাত	ব্যাঘাত্
ব্যবধান	ব্যবোধান্		

(খ) শব্দের আদ্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য-ফলার পরে যদি ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে সেক্ষেত্রে য-ফলা যুক্ত বর্ণটি অ্যা-কারান্ত না হয়ে এ-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
ব্যতিক্রম	বেতিক্রোম	ব্যথিত	বেথিতো
ব্যতীত	বেতিতো		

(গ) শব্দের মধ্যে বা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে য-ফলা থাকলে, সে য-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
স্বাস্থ্য	শাস্থো	সন্ধ্যা	শোন্ধা
সন্ন্যাসী	শোন্ন্যাশি	অন্ত্য	ওন্তো
বন্ধ্যা	বন্ধা	কণ্ঠ্য	কন্ঠো

(ঘ) শব্দের মধ্য বা অন্ত্য ব্যঞ্জনে য-ফলা যুক্ত হলে সে ব্যঞ্জনটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যেমন:

বানান	উচ্চারণ	বানান	উচ্চারণ
সভ্য	শোব্ভো	কন্যা	কোন্না
পণ্য	পোন্নো		

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

উৎ+চারি+অন = উচ্চারণ। উচ্চারণ একটি বাচনিক প্রক্রিয়া। বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাই হলো উচ্চারণ। উচ্চারণ শুদ্ধ না হলে ভাষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। শব্দের যথাযথ উচ্চারণের জন্য নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে উচ্চারণ রীতি বলে।

❐ **উচ্চারণের কিছু নিয়ম নিচে দেওয়া হলো:**

নিয়ম-১ উচ্চারণের সময় যে বর্ণটি বাধাপ্রাপ্ত হবে সেই বর্ণের নিচে হসন্ত (্) ব্যবহার করতে হবে। যেমন: জন্ম-জন্‌মো, বালতি-বাল্‌তি ইত্যাদি।

নিয়ম-২ শব্দের বানানে ঈ (ী) কার থাকলে উচ্চারণের সময় তা ই (ি) কার করে নিতে হবে। যেমন- পরীক্ষা – পোরিক্‌খা।

নিয়ম-৩ বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'শ' উচ্চারণ অধিক হারে হবে। নিচের পরিবর্তন গুলো উচ্চারণের সময় একটু লক্ষ রাখতে হবে।

'শ' থাকলে 'শ' 'স' থাকলে 'শ'
'ষ' থাকলে 'শ'

অর্থাৎ উচ্চারণের সময় যে কোনো 'শ,স,ষ' থাকলে এর পরিবর্তে আমরা 'শ' ব্যবহার করব। যেমন- ক্লাস–ক্লাশ্।

কিন্তু মনে রাখব 'শ্র' থাকলে 'স্র' এবং 'স্র' থাকলে এর পরিবর্তে 'স্র' হবে।

উচ্চারণের সময় একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি তা হলো ' ্র ' কার এবং ' ্র ' ফলা যে বর্ণের সাথে থাকবে উচ্চারণের সময় তা উক্ত বর্ণের সাথে থেকে যাবে। যেমন- সৃজনশীল – সৃজোন্‌শিল্।

নিয়ম-৪ উচ্চারণের সময় আরও বেশকিছু বর্ণের পরিবর্তন করতে হয় তা দেখে নেওয়া যাক।

'য' থাকলে 'জ'
'ণ' থাকলে 'ন'
'রেফ' (র্) থাকলে 'র'
'ঐ' থাকলে 'ওই'

যেমন : মর্যাদা – মোর্‌জাদা, ক্ষণ – খন্, মর্মর – মর্‌মর্।

'ক্ষ'বা 'জ্ঞ' শব্দে থাকলে উচ্চারণের সময় কীভাবে উচ্চারিত হবে। এ অধ্যায়ে তাদের উচ্চারণের নিয়ম আলোচনা করা আছে।

নিয়ম-৫ যুক্তব্যঞ্জন বানানের প্রথমে থাকলে এবং দুটি বর্ণই উচ্চারিত হলে যুক্তব্যঞ্জন ভাঙা যাবে না। যেমন: ক্লান্ত-ক্লান্‌তো, ক্লেশ-ক্লেশ্ ইত্যাদি।

নিয়ম-৬ যুক্তব্যঞ্জন বানানের মাঝে বা শেষে থাকলে উচ্চারণের সয়ম তা ভেঙে দিতে হবে। যেমন- শ্রাবন্তী- স্রাবোন্‌তি।

নিয়ম-৭ শব্দের মাঝে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে হসন্ত (্) দিয়ে ভেঙে লিখতে হবে। যেমন: কান্না-কান্‌না, অন্তর-অন্‌তর, অনন্তকাল-অনোন্‌তোকাল, কল্পনা-কল্‌পোনা, আইনশাস্ত্র-আইন্‌শাস্‌ত্রো ইত্যাদি।

নিয়ম-৮ বানান যাই কোহ না কেন উচ্চারণ লেখার সময় উচ্চারণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। যেমন: চিহ্ন-চিন্‌হ, অপরাহ্ন-অপরান্‌হ ইত্যাদি।

নিয়ম-৯ শব্দের শেষে 'ম' ফলা যুক্ত অবস্থায় থাকলে উচ্চারণের সময় উক্ত বর্ণের সাথে
(ঁ) ব্যবহার করতে হবে। যেমন: গ্রীষ্ম-গ্রিশ্‌শোঁ

☞ **কোনো শব্দ উচ্চারণের সময় উপরিউক্ত নিয়মগুলো উচ্চারণের সময় আপনাকে প্রাণবন্তভাবে সহযোগিতা করবে। তবে উচ্চারণের পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য নিচের নিয়ম গুলো শেষ করলে বিগত সালের প্রশ্ন সমাধান করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।**

উচ্চারণের শর্ট ট্রিক্স

শব্দের বানানে যা থাকে	উচ্চারণের বানানে যা হবে	উদাহরণ
ই, ঈ	ই	ঈশৎ (ইশত্)।
ই-কার (ি), ঈ-কার (ী)	ই-কার (ি)	কুমারী (কুমারি), গভীর (গোভির্)।
উ, ঊ	উ	ঊর্মি (উর্‌মি), ঊষা (উশা)।
উ-কার (ু) , ঊ-কার (ূ)	উ-কার (ু)	ভূত (ভুত্), বধূ (বোধু)।
ঋ (স্বতন্ত্র অবস্থায়)	রি	ঋতু (রিতু), ঋষি (রিশি)।
ঐ	ওই	ঐকতান (ওইকোতান্), বৈচিত্র (বোইচিত্‌রো)।
ঔ	ওউ	পৌষ (পোউশ্), ঔষধ (ওউশধ্)।
রেফ (র্)	র্	বর্ণ (বর্‌নো), ঈর্ষা (ইর্‌শা)।
জ, য	জ	যন্ত্র (জন্‌ত্রো), অভিযান (অভিজান্)।
ৎ	ত্	পরভৃৎ (পরোভৃত্), বিদ্যুৎ (বিদ্‌দুত্)।
ঋ-কার (ৃ) যুক্ত বর্ণ	যুক্ত বর্ণটি অপরিবর্তনীয় থাকবে	তৃণ (তৃনো), আবৃত্তি (আবৃত্‌তি)।
ষ	শ	আষাঢ় (আশাঢ়), ভাষা (ভাশা)।
ণ, ন	ন	পাণি (পানি), বীণা (বিনা)।
ঙ, ং	ঙ	আকাঙ্ক্ষা (আকাঙ্খা), অঙ্ক (অঙ্কো)।
ঃ	শব্দের মধ্যে থাকলে পরবর্তী বর্ণ দ্বিত হবে, আর শেষে থাকলে ও-কার হবে।	দুঃসময় (দুশশময়), পুনঃ (পুনো)।

শিক্ষায় সমাকিছু পাঠশালায়
•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
বয়ঃসন্ধি	বয়োশশোন্ধি	রঙ্গমঞ্চ	রৎগোমন্চো	সমন্বয়	শমোন্নয়
ব্রজলীলা	ব্রোজোলিলা	রূপসি	রুপোশি	স্মর্তব্য	শঁরতোব্বো
বিজ্ঞপ্তি	বিগ্গোঁপ্তি	লক্ষণ	লোক্খোন্	সংগ্রহ	শংগ্রোহো
ব্যাখ্যা	ব্যাক্খা	লৌকিক	লোউকিক্	সান্ত্বনা	শান্তনা
বীরশ্রেষ্ঠ	বির্স্রেশ্ঠো	শাশ্বত	শাশ্শতো	স্বচ্ছ	শচ্ছো
ব্রজলীলা	ব্রোজোলিলা	শ্রাবণ	স্রাবোন্	সুরঞ্জিত	শুরোন্জিতো
ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্শত্	শ্রমিক	স্রোমিক্	সমীচীন	শোমিচিন্
মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্তুনজয়	শ্মশান	শঁশান্	সমস্যা	শমোশ্শা
মরোনোত্তর	মরোনোত্তর্	শ্রদ্ধেয়	স্রোদ্ধেয়ো	হ্রস্ব	হ্রশ্শো
মন্তব্য	মন্তোব্বো	শুষ্ক	শুশ্কো	হস্তলিপি	হস্তোলিপি
মধুকণ্ঠ	মোধুকন্ঠো	ষাণ্মাসিক	শান্মাশিক্	হৃদয়==	rhiদয়/ ঋদোয়
মন	মোন্	ষোড়শ	শোড়োশ্	হতজ্ঞান	হতোগ্গ্যাঁন
মন্বন্তর	মন্নোন্তর্	স্বায়ত্তশাসন	শায়োত্তোশাশোন্	স্বাগত	শাগতো
তিরন্দাজ	তিরোন্দাজ্	সৌজন্য	শোউজোন্নো	সৌহৃদ্য	শোউহৃদ্দো
যক্ষ্মা	জক্খাঁ	ফুটন্ত	ফুটন্তো		

রিয়েল টেস্ট — বিগত বছরের প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

ক্রম ০১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অভিপ্রেত' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ– [DU-A. 2022-23]
ক. অভিপ্রেত্ খ. ওভিপ্রেত্
গ. ওভিপ্রেতো ঘ. ওভিপ্প্রেতো **উত্তর ঘ**

০২. কোন শব্দে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়েছে? [ঢাবি–ঘ ২০১৯-২০]
ক. তেলাপোকা খ. দেহ
গ. হেথা ঘ. শেষ **উত্তর ক**

০৩. 'সুন্দর' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি.? [পুনঃ ঘ ১৮-১৯]
ক. গুনদোর খ. শুনদর গ. সুনদর ঘ. শোনদর **উত্তর খ**

০৪. 'বাহ্য' শব্দের উচ্চারণ কোনটি? [ক১৭-১৮]
ক. বাজ্জো খ. বাজ্জো
গ. বাজ্ঝ ঘ. বাইঝ্ঝো **উত্তর খ**

০৫. 'অধ্যাপক' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ– [খ ১৭-১৮]
ক.অদ্ধাপক খ.অদ্ধাপোক
গ.ওদ্ধাপোক্ ঘ.ওধ্ধাপোক্ **উত্তর গ**

০৬. কোনটি শুদ্ধ উচ্চারণ নয়? [ঘ ১৭-১৮]
ক.তীব্র-তিব্বো খ.শূন্য-শুন্ন
গ.দুঃসাহস-দুশ্শাহোশ্ ঘ.লক্ষ্য-লোক্খো **উত্তর খ**

ক্রম ০২ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. আদ্য অ-এর পরে ই বা উ থাকলে সেই অ-এর উচ্চারণ– [জাবি-C. ১৯-২০]
ক.ও-এর মতো হয় খ.অ-এর মতো হয়
গ.ই-এর মতো হয় ঘ.উ-এর মতো হয় **উত্তর ক**

০২. শব্দের মধ্যে ও অন্তে ল-ফলা ব্যঞ্জনকে– [জাবি-C. ১৯-২০]
ক.পাশ্বিক করে খ.সানুনাসিক করে
গ.বিকৃত করে ঘ.দ্বিত্ব করে **উত্তর ঘ**

০৩. যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত ম-ফলা– [জাবি-C. ১৯-২০]
ক.বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় খ.দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়
গ.অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় ঘ.অনুচ্চারিত থাকে **উত্তর ঘ**

০৪. মধ্য ও অন্ত্য য-ফলা ব্যঞ্জনকে– [জাবি-C. ১৯-২০]
ক.দ্বিত্ব করে খ.সানুনাসিক করে
গ.বিকৃত করে ঘ.পাশ্বিক করে **উত্তর ক**

০৫. সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব-ফলা– [জাবি-C. ১৯-২০]
ক.দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় খ.অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়
গ.অনুচ্চারিত থাকে ঘ.বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় **উত্তর গ**

০৬. পদের আদ্য ব-ফলা– [জাবি-C. ১৯-২০]
ক.বিকৃতবাবে উচ্চারিত হয় খ.দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়
গ.অবিকৃতভাবে উচ্চাারিত হয় ঘ.অনুচ্চারিত থাকে **উত্তর ঘ**

০৭. বাংলা শব্দ 'অধ্যক্ষ' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [জাবি-B. ১৭-১৮]
ক.ওদ্ধোক্খো খ.অধ্যকক্ষো
গ.ওধ্যক্ষ ঘ.ওদধ্যক্ষ **উত্তর ক**

০৮. শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [জাবি-F. আইন ১২-১৩]
ক.তিতিক্খা খ.তিতিখ্খা
গ.তিথিক্খা ঘ.তিথিক্খা **উত্তর ক**

ক্রম ০৩ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নিবৃত' ও 'নিভৃত' – শব্দজোড়ের মধ্যে মিল কোথায়? [RU-A3. 2022-23]
ক. উৎসে খ. উচ্চারণে
গ. অর্থে ঘ. শব্দশ্রেণিতে **উত্তর খ**

০২. 'তীব্র' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [রাবি-B. ১৭-১৮]
ক.তীবৃব্রো খ.তিব্ব্রো
গ.তিব্রো ঘ.তীবররো **উত্তর খ**

০৩. 'বিস্মিত' এর শুদ্ধ উচ্চারণ– [রাবি-D. ১৩-১৪]
ক.বিস্মিত খ.বিশ্মিত
গ.বিশ্মিত ঘ.বিশ্শিঁতো **উত্তর ঘ**

ক্রম ০৪ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অজ্ঞাত' শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি? [চবি-B. ১৭-১৮]
ক.আগ্গাত খ.ওগগাত গ.অগ্গ্যাঁতো ঘ.ওগ্যাত **উত্তর গ**

০২. 'অভিব্যাপ্তি' শব্দটির যথাযথ উচ্চারণ কোনটি? [চবি-C1. ১৬-১৭]
ক.অভিব্যপতি খ.অভিব্ব্যাপ্তি
গ.অভিব্যাপ্তি ঘ.ওভিব্যাপতি
উত্তর সঠিক উত্তর হবে- ওভিব্যাপ্তি।

ক্রম ০৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ সমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ৭–কলেজ

০১. 'ঐতিহ্য' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? [ঢাবি-অধি. ৭ কলেজ-ক. ২০২২-২৩]
ক. ওইতিজ্জো খ. ওইতিজ্ঝো
গ. ঔতিজ্ঝো ঘ. ঔতিজ্জো **উত্তর খ**

০২. 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ কোনটি? [ঢাবি-অধি. ৭ কলেজ-ক. ২০২২-২৩]
ক. অটল খ. অনাচার
গ. অতি ঘ. অমানিশা **উত্তর খ**

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার

০৩. 'উহ্য' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? [ঢাবি-অধি. ৭ কলেজ-খ. ২০২২-২৩]
ক. উজ্ঝো খ. উজ্জো গ. উঝজো ঘ. উজজ্ঝো **উত্তর ক**

০৪. 'আবৃত্তি' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? [ঢাবি-অধি. ৭ কলেজ-খ. ২০২২-২৩]
ক. আবৃত্তি খ. আববৃতি
গ. আবরিত্ত ঘ. আবরিত্তি **উত্তর ক**

০৫. 'মঙ্গল' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ? [ঢাবি-অধি. ৭ কলেজ-গ. ২০২২-২৩]
ক. মোঙ্গল খ. মঙ্গল
গ. মোঙ্গোল ঘ.মঙ্গোল **উত্তর গ**

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'অভিধান' শব্দের যথাযথ উচ্চারণ কোনটি? [ঢাবি-অধি. গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ২০২২-২৩]
ক. অভিধান্ খ. ওভিদধান
গ. ওভিধান্ ঘ. অভীধান্ **উত্তর গ**

ধাপ ০১ গুচ্ছ অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

পর্ব ১ গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা

০১. 'উদ্বুদ্ধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে- [GST-A. 2022-23]
ক. উদ্বুদধো খ. উদবুধধো
গ. উদ্বুধদ্ধো ঘ. উদ্বুদ্দো **উত্তর ক**

০২. 'নিশঙ্ক' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? [GST-B. 2022-23]
ক. নিশ্শঙ্কো খ. নিশ্শংকো
গ. নিস্শঙ্কো ঘ. নিশ্শঙক **উত্তর খ**

০৩. 'ঐতিহ্য' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে- [GST-C. 2022-23]
ক. ঐতিজ্ঝো খ. ওইতিঝ্ঝো
গ. ওইতিজ্ঝো ঘ. ওইতিঝ্জো **উত্তর গ**

পর্ব ১ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অনুশাসন' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [জবি-খ. ১৩-১৪]
ক.ওনুশাশোন্ খ.অনুশাসোন
গ.ওনুমাসোন ঘ.অনুশাশোন **উত্তর ক**

০২. 'আ' ধ্বনি উচ্চারণের সময়– [জবি-ঘ. ১৩-১৪]
ক.সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত হয় খ. কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত
গ.পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলকৃত হয় ঘ. কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর সংবৃত হয় **উত্তর খ**

০৩. 'অবজ্ঞা' শব্দের উচ্চারণ কোনটি? [জবি-ঘ ১৪-১৫]
ক.অবোগ্গাঁ খ.ওবোগ্গাঁ
গ.ওবগগা ঘ.অবগগা **উত্তর ক**

০৪. নিচের কোন উদাহরণ 'এ' এর উচ্চারণ স্বাভাবিক? [জবি-ক. ১৬-১৭]
ক.এমন খ. বেহায়া
গ.একা ঘ.খেলা **উত্তর খ**

০৫. 'বিহ্বল' শব্দের ঠিক উচ্চারণ কোনটি? [খুবি-B. ১৯-২০]
ক.বিহববল খ.বিউভল
গ.বিহভ্ভল ঘ.বিওভ্বল **উত্তর খ**

০৬. 'অক্ষর' শব্দের কোন উচ্চারণটি শুদ্ধ? [খুবি-B. ১৭-১৮]
ক.ওক্খোর খ.অকখোর
গ.ওকখর ঘ.অক্খর **উত্তর ক**

০৭. 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ হয়েছে কোনটিতে? [খুবি-খ. ১৬-১৭]
ক.অটল খ.অতি
গ.অনাচার ঘ.অমানিশা **উত্তর খ**

০৮. 'ব্রাহ্ম' শব্দটির উচ্চারণ কোনটি? [খুবি-খ. ১৬-১৭]
ক.ব্রামমো খ.ব্রামভো
গ.ব্রামহো ঘ.ব্রাম্ম **উত্তর গ**

০৯.'আহ্বান' শব্দটির উচ্চারণ কোনটি? [কুবি-C. ১৯-২০]
ক.আহবান খ.আহোবান
গ.আওভান্ ঘ.আহভান **উত্তর গ**

১০. 'অপ্রতুল' শব্দের ঠিক উচ্চারণ? [ইবি-B. ১৯-২০]
ক.ওপ্প্রোতুল খ.অপ্রোতুল
গ.অপ্প্রোতুল ঘ.অপোপরতুল **উত্তর গ**

১১. 'স্মৃতিসৌধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হলো– [জাককানইবি-A. ১৯-২০]
ক.সৃতিসৌধ খ.সৃতিসৌউধ
গ.সৃঁতিশোউধো ঘ.সৃতিশোউধো **উত্তর গ**

১২. 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের পদ্ধতি কোনগুলো? [জাককানইবি-AL. ১৭-১৮]
ক. সংবৃত ও অর্ধ-বিবৃত খ.অর্ধ-সংবৃত ও বিবৃত
গ. সংবৃত ও বিবৃত ঘ.কোনোটিই নয় **উত্তর গ**

বহুনির্বাচনী প্রাইম টেস্ট

পড়া যখন শেষ, অনুশীলন হোক বেশ

০১. 'মনীষা' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক. মোনিশা খ. মোনিষ্য
গ. মোনীশা ঘ. মনিসা

০২. 'সত্য' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কোনটি?
ক. শোত্যত খ. শত্য
গ. সোতত্য ঘ. শোত্তো

০৩. 'মণিমঞ্জুষা' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ হলো-
ক. মনিমোঞজুশা খ. মণিমোনজুসা
গ. মোণিমোনুজুষা ঘ. মোনিমোন্জুশা

০৪. শব্দের মধ্যে ও অন্ত্য ল-ফলা ব্যঞ্জনকে–
ক. পার্শ্বিক করে খ. সানুনাসিক করে
গ. বিকৃত করে ঘ. দ্বিত্ব করে

০৫. বাংলা শব্দ 'অধ্যক্ষ' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক. ওদ্ধোক্খো খ.অধ্যকক্ষো
গ.ওধ্যক্ষ ঘ.ওদধ্যক্ষ

০৬. 'বাহ্য' শব্দের উচ্চারণ কোনটি?
ক.বাজ্জো খ. বাজ্জো
গ.বাজ্ঝ ঘ.বাইঝ্ঝো

০৭. 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ হয়েছে কোনটিতে?
ক. অটল খ. অতি
গ. অনাচার ঘ. অমানিশা

০৮. 'না' শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?
ক. সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে
খ. অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে
গ. সমাপিকা ক্রিয়ার পরে
ঘ. বিশেষণের পরে।

০৯. 'তন্ময়' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ-
ক. তন্মোয় খ. তন্ময়
গ. তদ্ময় ঘ. তন্ময়্

১০. গণিত শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
ক. গোণিত্ খ. গোনিত্
গ. গনিতো ঘ. গাণিত্

OMR SHEET		
০১. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ
০২. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	
০৪. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	

উত্তরপত্র বহুনির্বাচনী

০১.ক	০২.ঘ	০৩.ঘ	০৪.ঘ	০৫.ক
০৬.খ	০৭.খ	০৮.গ	০৯.ঘ	১০.খ

•প্রশ্নব্যাংক•ক্লাস•পরীক্ষা•PDF•তথ্য•কোর্স•কেয়ার